উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,৯৯৬.৮৬ (+৫৭.৬৫)

নিফটি : ২২,৯৫৯.৫০ (+৩০.২৫)

তিস্তার জল চায় বিএনপি

ভারতবিদ্বেষের খেলায় এবার ঘুঁটি তিস্তার জল। বিএনপি-র তরফে হুঁশিয়ারি, ভারত যদি বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে তাদের তিস্তা নদীর জলের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে। » ৭

সম্প্রীতির হুজুর সাহেবের মেলা » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৫°	৩০°	১৩°	৩০°	১৫°	৩০°	১৫°

কেন্দ্রের বকেয়া আদায়ে মমতার নির্দেশ » ৫

৫ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 18 February 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 270

প্রথমে একরকম ঘোষণা, তারপর হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম বদল। কখনও আবার অস্বাভাবিক হারে জেনারেল টিকিট বিক্রি। রেলের খামখেয়ালিপনায় আদতে ভোগান্তি বাড়ে যাত্রীদের। দিল্লির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার এমন ঘটনা এড়াতে চাইছে রেল।

এআই প্রযুক্তিতে ভিড় মোকাবিলা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়ার প্রবাদ আছে বাংলা ভাষায়। নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর পর সেই অবস্থা রেলমন্ত্রকের। ভিড় নিয়ন্ত্রণে নতুন রূপরেখা তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে এখন। নয়াদিল্লি স্টেশনের মতো কোথাও হঠাৎ বেশি ভিড় হয়ে গেলে বাড়তি লোককে ঠাঁই দিতে 'হোল্ডিং জোন' তৈরি করবে রেল কর্তৃপক্ষ। আপাতত দেশের ৬০টি ব্যস্ত স্টেশনকে এজন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে ৬০টি স্টেশন এই পরিকল্পনার আওতায় আছে, তার মধ্যে ৩৫টির সঙ্গে প্রয়াগরাজ্যের সরাসরি ট্রেন চলাচল আছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যও নেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে সিসিটিভি'র নজরদারি। এজন্য সমস্ত স্টেশনে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হবে। শুধু নয়াদিল্লি স্টেশনে ওই ঘটনার পর ২০০ নতুন সিসিটিভি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাও হয়েছে। স্থানীয় দক্ষ অফিসারদের দিয়ে এজন্য ক্লাস করানো হতে পারে। অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামাল দিতে বিশেষ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। ভিড় এড়াতে আপাতত এক সপ্তাহ (অর্থাৎ কুম্ভ চলাকালীন) নয়াদিল্লি স্টেশনে বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অনিয়ন্ত্রিতভাবে অসংরক্ষিত আসনের টিকিট বিক্রি না করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে রেল। কোনও ট্রেনের অসংরক্ষিত কোচের টিকিট বিক্রি বেড়ে গেলে ওই পদক্ষেপ করা হবে। এরপর দশের পাতায়

কুম্ভগামী ট্রেনে ভিড়ের সেই চেনা ছবি। বারাণসীতে সোমবার।

প্ল্যাটফর্ম বদল হবে না কুম্ভগামী ট্রেনের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লি স্টেশনে মহাকুম্ভে যাওয়া পুণ্যার্থীদের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় টনক নড়ল রেলের। প্রয়াগরাজগামী সব ট্রেনের উপর বাড়তি নজর রাখার নির্দেশ এসেছে রেলের সব জোনে। নির্দেশিকায় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুম্ভগামী ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে থামবে, তা একবার ঘোষণা করে দেওয়ার পর আর কোনওভাবেই প্ল্যাটফর্ম বদল করা যাবে না। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ও পূর্ব রেলের কাছে যে নির্দেশিকা এসেছে, তাতে বলা হয়েছে, প্রয়াগরাজগামী সমস্ত ট্রেনের তালিকা তৈরি করতে হবে। সেইসব ট্রেনে যাত্রীদের ভিড় কতটা তা সিসিটিভিতে নজর রাখতে হবে। যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকলে আরপিএফ সহ রেলের বিভিন্ন বিভাগকে যৌথভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্টেশনে কোনওভাবে যেন হুলুস্থুল পরিবেশ তৈরি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে কর্তৃপক্ষকে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার উপর বাড়তি নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। বড় স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত আরপিএফ মোতায়েন সহ অন্যান্য রেলকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার সৌরভ দত্ত বলেন, 'যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশিকা রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ঘোষণা হওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যাবে না। যাত্রীদের সংখ্যা জানতে সিসিটিভিতে মনিটরিং করা হচ্ছে। তবে যাত্রীদের একাংশ উচ্ছৃঙ্খল হলেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এনজেপি সহ কাটিহার ডিভিশনের সব স্টেশনের উপর বাড়তি নজরদারি রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে রেলকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে কোন ট্রেনে কত যাত্রী রয়েছেন, তা হিসাব রাখা হচ্ছে। অতিরিক্ত যাত্রী হঠাৎ প্ল্যাটফর্মে চলে আসছেন কি না, এরপর দশের পাতায়

শিক্ষা দিল নয়াদিল্লি

১ ২

শুভেন্দু সহ চার পদ্ম বিধায়ক সাসপেন্ড

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শঠে শাঠ্যং আর হল না। মুখ্যমন্ত্রীর পর মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতার ভাষণ আর দেওয়া হল না। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাকে কাটাছেঁড়া করে শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণে তুলকালাম করার পরিকল্পনা ছিল বিজেপির পরিষদীয় দলের। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সমালোচনা করলে বিরোধী দলনেতা পালটা আক্রমণ করবেন বলে ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু শুভেন্দুকে বিধানসভার অধ্যক্ষ সাসপেন্ড করে দেওয়ায় সেই সুযোগ আর থাকল না।

চলতি বাজেট অধিবেশনে সেই সুযোগ আর আসবে কি না সন্দেহ। কেননা, বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে টানা ৩০ দিনের জন্য। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় একইসঙ্গে আরও তিন বিজেপি বিধায়ককে

বিধানসভায় হইহট্টগোল, কাগজ ছেঁড়ার জের

একই মেয়াদের জন্য সাসপেন্ড করেছেন। তাতে শুভেন্দু মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় বাইরে বক্তৃতা করবেন বলে জানিয়েছেন। সেই ভাষণের লাইভে সম্প্রচার করতে ফেসবুকে আলাদা পেজ খুলেছে বিজেপি।

বিধানসভায় কাগজ ছিঁড়ে অধ্যক্ষের দিকে ছুড়ে মারা ও তুমুল হইহট্টগোলের জন্য এই সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত হয় সোমবার। অধ্যক্ষের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়েছে শুভেন্দুর পাশাপাশি অগ্নিমিত্রা পল, বঙ্কিম ঘোষ ও বিশ্বনাথ কারকের ওপর। ফলে চলতি অধিবেশনের আগামী তিনদিন ও বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ১০ থেকে ১৭ মার্চ বিধানসভায় যোগ দিতে পারবেন না এই ৪ বিজেপি বিধায়ক।

প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কটের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিজেপি। জানানো হয়েছে, মমতা বিধানসভায় এলেই 'শেম শেম' ধ্বনি দেওয়া হবে। রাজ্যে সরস্বতীপুজোর আয়োজনে বাধা দেওয়া হয়েছে অভিযোগে সোমবার বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এনে আলোচনা চেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। অধ্যক্ষ পাঠ করতে অনুমতি দিলেও প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দাবি খারিজ করে দেন। তাতে ক্ষিপ্ত হন বিজেপি বিধায়করা। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন অগ্নিমিত্রা।

অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত শুনে হট্টগোল শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। তখনই ওয়েলে নেমে চিৎকার শুরু করেন শুভেন্দু। অভিযোগ, তিনি অধ্যক্ষের আসনের সামনে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোড়েন। তারপর বিজেপি বিধায়করা ওয়াক-আউট করলে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি তোলে তৃণমূল শিবির। বিরোধী দলনেতার আচরণের নিন্দা করে নোটিশ দেন শাসকদলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ।

এরপর অধ্যক্ষ বিরোধী দলনেতা সহ চারজনকে এক মাসের এরপর দশের পাতায়

স্বর্গীয় সৌন্দর্যে

জীবনের রসদ খুঁজতে ডাললেকে নৌকা বাইছেন তরুণী। সোমবার শ্রীনগরে। -এএফপি

ক্যানসার রোগীকে নিয়ে ছুটতে হচ্ছে হয় মালদা, নয় শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি গেলে নার্সিংহোম ভরসা। খরচ অনেক। খরচ কমাতে যেতে হবে মালদা মেডিকেলে। জেলা হাসপাতালে রেডিওথেরাপি চালু হবে কবে? দেবো ন জানাতি।

রেডিওথেরাপি করতে মালদায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ক্যানসার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ক্যানসার স্ক্রিনিং করা হচ্ছে জেলা হাসপতালগুলোয়। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালেও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। এই হাসপাতালে কেমোথেরাপির বন্দোবস্তও রয়েছে। কিন্তু নেই রেডিওথেরাপির ব্যবস্থা।

এই পরিষেবা পেতে এখনও জেলার রোগীদের ছুটতে হয় শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গের একমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং মালদা মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা মেলার কথা। তার মধ্যে আবার গত প্রায় দু'বছর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা বন্ধ। এজন্য আলিপুরদুয়ার জেলা সহ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি সহ পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকার রোগীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কাউকে যেতে হচ্ছে মালদায়। আর যদি কারও পক্ষে মালদা যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে মোটা টাকা খরচ করে রেডিওথেরাপি করাতে হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় তো কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও এই পরিষেবা মেলে না। তাই এখানকার রোগীদের শিলিগুড়ির নার্সিংহোমগুলির ভরসায় থাকতে হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, দ্রুত তারা পরিষেবা ঠিক করার চেষ্টা করছে। মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, 'বর্তমানে বেশিরভাগ রোগীকে রেফারেল সিস্টেম অনুযায়ী মালদায় পাঠানো

হয়রানি

- উত্তরবঙ্গের একমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং মালদা মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা মেলার কথা
- গত প্রায় দু'বছর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা বন্ধ
- এখন বিভিন্ন এলাকার রোগীদের হয় যেতে হচ্ছে মালদায়
- আর মালদা যেতে না পারলে ভরসা শিলিগুড়ির নার্সিংহোম

হচ্ছে। কীভাবে দ্রুত রেডিওথেরাপি শুরু করা সেটা দেখা হচ্ছে।' সেই মেডিকেল কলেজের রেডিওথেরাপি বিভাগের প্রধান ডাঁ সম্রাট দত্ত জানিয়েছেন, রেডিওথেরাপি বিভাগে বিভিন্ন কাজ চলছে। ভবন সংস্কার করা হচ্ছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। তাই এই সমস্যা।

ব্রেস্ট ক্যানসারের জন্য কয়েকমাস আগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপি করাতে মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পুঁটিমারির বাসিন্দা পায়েল বর্মন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা আপাতত বন্ধ। তাই একটি নার্সিংহোমে রেডিওথেরাপি করাতে হয়। পায়েলের কথায়, 'স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করিয়েছি। তবে ডাক্তার দেখানো, যাতায়াত খরচ, বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য মোটা টাকা খরচ হয়েছে।'

একই রকম কথা শোনা গেল খোয়ারডাঙ্গার বাসিন্দা পুষ্পা রায়ের কাছে। প্রায় একমাস শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে হয়েছে তাঁকে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবা থাকলে অনেক খরচ বাঁচত বলে মত পুষ্পার। সরকারি হাসপাতালে এই পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। বেসরকারি হাসপাতালে রেডিওথেরাপির বিভিন্ন প্যাকেজ রয়েছে। খরচ হয়ে যায় লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলায় কেন এই পরিষেবা চালু হচ্ছে না? জেলার স্বাস্থ্য কর্তারা জানাচ্ছেন, এই পরিষেবা মেডিকেল কলেজ থেকেই দেওয়া হয়। এখনও উত্তরবঙ্গের একাধিক মেডিকেল কলেজেই রেডিওথেরাপি চালু হয়নি। তাই জেলা হাসপতালে সেটা চালু হওয়ার কথা ভাবাও হচ্ছে না।

কথায় কথায়

আমেরিকা ফেরতদের লাইনে গুজরাটিরা

আশিস ঘোষ

প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছে বেশ কিছুদিন। আমেরিকা থেকে খেদিয়ে দেওয়া দেশোয়ালিদের ভিড়ে এত গুজরাটি কেন? গোটা দেশের মধ্যে মডেল যে রাজ্য, সেই গুজরাট থেকে এভাবে দলে দলে লোকজন দেশান্তরী হল কেন? দেশান্তরী, আবার চূড়ান্ত বেআইনিভাবে পালিয়ে। যে গুজরাট সুশাসন আর বিকাশের চ্যাম্পিয়ন বলে সরকারি প্রচারে অহরহ তুলে ধরা হয়, বিদেশের কেষ্টবিষ্টুরা এলে তাঁদের একবার করে গুজরাট দর্শন করানো যখন রেওয়াজ, তখন অমৃতসরের প্লেনে এত গুজরাটি কেন? হাতে- পায়ে শেকল পরার লাইনে মডেল রাজ্যের লোক!

সিঙ্গুর থেকে টাটার ন্যানো কারখানা গুজরাটে চলে যাওয়ার পর এমনকি কমরেডরাও কথায় কথায় গুজরাট নিয়ে বুক চাপড়াতেন। তখন থেকেই বলতে গেলে বাঙালির কাছে পশ্চিম উপকূলের রাজ্যটি একটা স্বপ্নরাজ্য। প্রথম দুই দফায় যে বিতাড়িত ভারতীয়রা প্লেন থেকে নেমেছে তাদের মধ্যে গুজরাটি ৫২ জন। আরও আসছে। একটা হিসেব বলছে, ২০২৩ সালে মার্কিন মুলুকে যে ৬৭ হাজার ৩৯১ অবৈধ ভারতীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৪১ হাজার ৩৩০ জনই গিয়েছিলেন মোদিজির রাজ্য থেকে। এ জন্য কম ঝুঁকি নিতে হয়নি তাঁদের।

২০২২ সালে জগদীশ প্যাটেল বেআইনিভাবে কানাডা সীমান্ত পেরিয়ে তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলেকে নিয়ে ভয়ংকর তুষার ঝড়ে পড়ে স্রেফ জমে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। এমন জগদীশরা ওদেশে কম নেই। কাজের জন্য, রোজগারের আশায় মডেল রাজ্য ছেড়ে তাঁরা আমেরিকায়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গান্ধিনগরের কলোলের ব্রিজকুমার যাদব ট্রাম্প ওয়াল নামে পরিচিত মার্কিন-মেক্সিকো সীমানা পাঁচিল পেরোতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। গুরুতর জখম হন স্ত্রী পূজা আর তিন বছরের ছেলে তন্ময়।

গুজরাটের অর্থনীতি নিয়ে অনেকদিনই মাথা ঘামাচ্ছেন ফরাসি নিবন্ধকার ক্রিস্তোফার জাফ্রেলো। আমার মতো তাঁরও প্রশ্ন একই। তিনি সরকারি নানা স্ট্যাটিস্টিক্স ঘেঁটে বলছেন, ২০২২-'২৩ সালে দেশের মানুষের আয়ের তুলনায় গুজরাটের বাসিন্দাদের গড় বেশি। এরই পাশাপাশি কিছু চমকে দেওয়া তথ্য হল, এ রাজ্যের ৭৪ শতাংশ মজুরের কোনও লিখিত নিয়োগপত্র নেই। সেখানে ঠিকা মজুরের দিনপ্রতি আয় ৩৭৫ টাকা। এমনকি বিহারে এর থেকে বেশি পান দিনমজুররা, ৪২৬ টাকা। একমাত্র ছত্তিশগড়ে এই তালিকায় গুজরাটের পিছনে, ২৯৫ টাকা।

আরও একটা পরিসংখ্যানে চোখ রাখা যাক। গতবছরের এপ্রিল-জুনের হিসেব। গুজরাটের বেতনভুক কর্মচারীদের গড়ে বেতন ছিল ১৭,৫০৩ টাকা। এরপর দশের পাতায়

তালিকা থেকে বাদ বিধায়ক পদপ্রার্থীই

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির জেলা সংগঠনে যে রদবদল হবে সেটা আগেই ঘোষণা হয়েছিল। জানুয়ারি মাসে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বুথ সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছিল। এবার জেলার মণ্ডল সভাপতির নামগুলি ঘোষণা করা হল। তবে সব মণ্ডলের সভাপতির নাম ঘোষণা করতে পারেনি দল। আর পুরোনো সভাপতিদের তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে রাহুল লোহারের। অথচ এই রাহুলই তো মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপির টিকিট পেয়েছিলেন। ভোটে হারার পর কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই সাংগঠনিক পদও গেল তাঁর।

রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ২৪টি মণ্ডলের মধ্যে ১৪টি মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়। পুরোনো বেশিরভাগ মণ্ডল সভাপতিকেই বদলে দেওয়া হয়েছে। এতদিন রাহুল মাদারিহাট বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ছিল। তবে ওই জায়গায় রাহুলের বদলে সুরেশ শা-কে সভাপতি করেছে বিজেপি। সুরেশ এতদিন ওই মণ্ডলের সহ সভাপতি পদে ছিলেন।

এই বদল নিয়ে জোর চর্চা চলছে। মাদারিহাট উপনির্বাচনে হারার পর থেকেই জেলা বিজেপির মধ্যে রাহুলকে নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা চলছিল। সেই কারণেই কি রাহুলকে পদ থেকে সরানো হল? রাহুল নিজে অবশ্য বলছেন সভাপতি বদলের সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কথায়, 'আমি তিন বছর থেকে সভাপতি ছিলাম। তিন বছরের পর পরিবর্তন হয়। এটাই

রদবদল

- ২৪টি মণ্ডলের মধ্যে ১৪টি মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা
- পুরোনো বেশিরভাগ মণ্ডল সভাপতিকেই বদলে দেওয়া হয়েছে
- এতদিন রাহুল লোহার মাদারিহাট বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন
- তাঁর জায়গায় সুরেশ শা-কে সভাপতি করেছে বিজেপি
- সুরেশ এতদিন ওই মণ্ডলের সহ সভাপতি পদে ছিলেন

দলের নিয়ম। নতুন যে সভাপতি হয়েছে তাকে সবরকমভাবে সাহায্য করব। নতুন নেতৃত্ব উঠে আসাটাও তো প্রয়োজন।'

মাদারিহাটে রাহুল সহ চারজন সভাপতিকেই বদল করা হয়েছে। জেলা বিজেপি সূত্রে খবর, এরপর দশের পাতায়

চোলাই রুখতে নারীশক্তির গান্ধিগিরি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গ্রামের প্রমীলাবাহিনীর গান্ধিগিরিতে পিছু হটল চোলাই কারবারিরা। বড় পুকুরিয়া এলাকার অন্তত ১২ জন চোলাই কারবারি ওই মহিলাদের কাছে হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আর চোলাই কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। সংসার চালাতে অন্য পেশায় যোগ দেবে।

গ্রামের মহিলারা জোট বেঁধে চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে দিয়েছেন, চোলাই ভাঁটি ভেঙে দিয়েছেন, এমন ঘটনার কথা মাঝেমধ্যে শোনা যায়। কিন্তু শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় যা ঘটেছে, তা একেবারে অন্যরকম। ওই এলাকা আদিবাসী অধ্যুষিত। স্থানীয় বাসিন্দা রাসমণি সোরেন, রসিক মুর্মু, বাসন্তী টুডু, মাথাশিলা মুর্মু, সানতি সোরেনদের মতো সেই এলাকার জনা ২০ সাধারণ বধূ গ্রামে চোলাই বন্ধ করতে অন্য পথে হেঁটেছেন। তাঁরা এলাকায় সচেতনতার প্রচার করেছেন। চোলাইয়ের কারবারিদের বুঝিয়েছেন এই কারবারের খারাপ দিকগুলো। এদিনের মুচলেকা প্রদান তারই ফলাফল। বলছেন রাসমণিরা। আর তাঁদের এই গান্ধিগিরির জেরে ওই

একতাই বল

আদিবাসী মহল্লার চোলাইমুক্ত গ্রাম হয়ে ওঠা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর গ্রামবাসী থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গ্রামের ওই আদিবাসী মহিলারা রীতিমতো হিরো।

রসিক, বাসন্তীরা জানালেন, গ্রামের অন্তত ১২টি বাড়িতে চোলাইয়ের ঠেক বসছিল। গ্রামের পুরুষরা চোলাইয়ের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছিলেন। নেশার জেরে বাড়িতে অশান্তি বাড়ছে। এমনকি নাবালকরাও চোলাইয়ের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। রসিক বললেন, 'আমরা মহিলারা একজোট হয়ে প্রথমে ওই চোলাই কারবারিদের কাছে গিয়ে কারবার বন্ধ করতে আর্জি জানিয়েছিলাম।' প্রথমে তাতে কাজ হয়নি। তবে তাঁরা হাল ছাড়েননি। হাল না ছেড়ে বারবার

এখানেই তৈরি হত চোলাই। -সংবাদচিত্র

অনুরোধ করেছেন। বুঝিয়েছেন। আর সবার শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। শামুকতলা থানায় গিয়ে এলাকার চোলাই কারবারিদের নাম-ধাম জানিয়ে এসেছেন। সব মিলিয়ে ফল ফলেছে।

রামমণি বললেন, 'আমরা থানা থেকে গ্রামে ফেরার পরেই ওই চোলাই কারবারিরা আমাদের কাছে এসে ভুল স্বীকার করে হলফনামা জমা দিয়েছে। তারা আর চোলাই বিক্রি করবে না বলে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে। আমরা ওসিকে সেকথাও জানিয়ে দিয়েছি।'

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় ওই মহিলাদের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে দাবি করেছেন, চোলাই করবার বন্ধ করতে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। জগদীশের আরও দাবি, 'শামুকতলা থানা এলাকায় চোলাই তৈরির ভাটি নেই। এরপর দশের পাতায়

Special Leave Petition (Civil) Diary no(s). 46595/2024
In the Supreme Court of India.

In the matter of:
Siliguri Jalpaiguri Development Authority, a statutory body of Urban Development and Municipal Affairs Department, Government of West Bengal, constituted under West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 having its registered office at Tenzing Norgey Central Bus Terminus, Pradhan Nagar, Siliguri-734003.

Vs

Bengal Unitech Universal Siliguri Projects Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at 6, Community Centre. Saket, New Delhi 110017 and also at Horizons Tower 7, Unit Nos. 001 & 002, Action Area III, Major Arterial Road, New Town Rajarhat Kolkata-700160 (within the jurisdiction of this Hon'ble Court).

NOTICE

INVITATION FOR TRANSFER OF LAND MEASURING ABOUT 92.96 ACRES ON LEASE HOLD BASIS FOR THE PERIOD OF 99 YEARS, SITUATED AT MOUZA-DABGRAM, J.L. NO-02, SHEET NO. 16 & 17 WITHIN P.S. RAJGANJ, DIST,-JALPAIGURI, WEST BENGAL (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE SAID LAND").

Pursuant to the order dated 4th February 2025 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition (Civil) Diary No (5) 46595/2024, offers are Invited along with receipt of deposition of Rs. 50 crores with the registry of Hon'ble Supreme Court of India for the purpose of TOWNSHIP USE in respect of the "said land" on "As is where Is and whatever there is basis" through physical Auction/ open bid process to be conducted by the District Magistrate cum Collector of Darjeeling and Jalpaiguri Districts at Bagdogra, West Bengal on 3rd March, 2025 at 11:00 A.M in presence of Ms. Garima Prasad Ld. Senior Advocate, Hon'ble Supreme Court of India.

The terms & conditions of the transfer of lease hold right in respect of the "Said Land" will be available from the office of the District Magistrate cum Collector Darjeeling and Jalpaiguri Districts as well as from the office of the undersigned on and from 17th February 2025 onwards upto 2nd March 2025 during 10:00 A.M to 05:00 P.M. on working days.

The entire process of the auction shall be placed before the Hon'ble Supreme Court of India with permission for consideration of the bids and passing necessary orders.

No.126/I/Eng/Plg/404/2003(Pt-IV)/SJDA dated 17 February 2025.

Sd/-
Chief Executive Officer
Siliguri Jalpaiguri Development Authority,
Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010,
Tel. no. 0353-2512922/2515647, E-mail: sjdawb@gmail.com.

সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরে

শেষ ইনিংসেও দাপট দেখাবে শীত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শেষমুহূর্তে কি বৃষ্টিকে সঙ্গী করে বিদায় নিতে চলেছে শীত? নাকি বৃষ্টিকে সঙ্গী করে আরও একবার স্লগ ওভারে চার-ছক্কা হাঁকাবে ঠান্ডা। এই প্রশ্নটা যখন সকলের মনেই ঘোরাফেরা করছে, ঠিক সেসময় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, মঙ্গলবার থেকে সমতলে মেঘের আনাগোনা শুরু হবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

পাশাপাশি উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শনি এবং রবিবার। ওই দু'দিন পাহাড়ে হতে পারে মাঝারি বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।

পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই পালটে যায় সংলগ্ন সমতলের আবহাওয়া। অর্থাৎ সপ্তাহান্তে ফের তাপমাত্রার পতন ঘটতে চলছে হুহু করে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'একটি শক্তিশালী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। যার প্রভাবে সাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও বৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে শীতের বিদায় ঘটবে।' অর্থাৎ অতীতের মতো বিদায়বেলায় হাড় কাঁপিয়েই, আট মাসের জন্য পাততাড়ি গোটাবে শীত।

গত কয়েকদিনে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাহাড়ে আছড়ে পড়লেও, তার প্রভাবে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি পাহাড়ের বাইরে কোথাও। পাহাড়েও বিক্ষিপ্তভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহের অনুপস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনে আনতে পারেনি ঝঞ্ঝা। সে কারণেই বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশি হয়নি। ফলে মাসের পর মাস শুষ্ক থেকেছে উত্তরবঙ্গ। দিন-রাতের কুয়াশায় বেড়েছে অস্বস্তি।

তবে এবার স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়ায় ঝঞ্ঝা বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনে আনতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই জলীয় বাষ্পের প্রভাবেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাহাড়ে রোদের দেখা নেই। ইতিমধ্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। এবার সমতলেও সেই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

সোমবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

গ্যাংটক -	১০.০
দার্জিলিং -	১২.০
শিলিগুড়ি -	২৬.৬
জলপাইগুড়ি -	২৮.৩
কোচবিহার -	২৮.১
আলিপুরদুয়ার -	২৭.০
মালদা-	২৯.৬

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
(তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT no WB/025/ BDOKNT/24-25 Work Sl No. 01, Dated :- 15-02-2025.** Last date of submission of bid through online 03-03-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit **https:// wbtenders.gov.in.** from 15-02-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

তিস্তার ড্রেজিংয়ের দায়িত্বে জেলা প্রশাসনও

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তিস্তার ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে বাড়তি দায়িত্ব দিতে চাইছে সেচ দপ্তর। স্থানীয় স্তরে সেচ দপ্তরের সাহায্য নিয়ে কীভাবে সেই কাজ করা সম্ভব তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সব ঠিক থাকলে বর্ষার আগেই মাস দেড়েকের মধ্যে সেবক থেকে ময়নাগুড়ির বাকালি পর্যন্ত প্রায় ৩২ কিমি নদীবক্ষ ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ করতে চাইছেন দপ্তরের কর্তারা।

সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার কথায়, 'তিস্তার ড্রেজিং নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা রয়েছে। সরকারি সংস্থা ম্যাকিনটস বার্ন ওই কাজে আগ্রহ দেখিয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অনেকটা ড্রেজিং করানোর ভাবনা রয়েছে আমাদের। জেলা প্রশাসন ওই কাজে যুক্ত হলে অনেকটা খরচ বাঁচবে এবং রাজ্যের ঘরে রাজস্বও জমা হবে।' সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য, 'রাজ্য যদি নির্দেশ দেয় তাহলে আমরা জেলা প্রশাসনকে তিস্তার ড্রেজিং নিয়ে সবরকমের সহযোগিতা করব।'

সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সাহায্যে কয়েকটি নদীর ড্রেজিং করা হয়েছে। একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে দিয়েও সেই কাজ করাতে চায় রাজ্য। গত সপ্তাহেই রাজ্য সেচ দপ্তরের সচিব পর্যায়ের এক আধিকারিকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের। তখনই তাঁদের প্রস্তাব ও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সেচকর্তা। নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনের টেন্ডার, অনুমতি দেওয়া- গোটা বিষয়টিই জেলা প্রশাসন দেখবে বলেই জানিয়েছেন তিনি। জেলা শাসকের বক্তব্য, 'আমরা তিস্তার কয়েকটি জায়গা থেকে মাইনিং করার প্রস্তাব রাজ্যেকে আগেই পাঠিয়েছি। ড্রেজিংয়ের বিষয়ে এখন চূড়ান্ত কিছু বলা যাবে না। সেচ ও ভূমি দপ্তরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।'

তিস্তাবক্ষে জমে রয়েছে পলি।

৩২ কিমি নদীবক্ষের ২০টি জায়গা 'ড্রেজিং স্পট' হিসাবে চিহ্নিত করে ডিপিআর করেছে সেচ দপ্তর। দপ্তরের প্রাথমিক হিসেব অনুসারে, ড্রেজিংয়ে উঠে আসা বালি, পলি, নুড়ির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন। সেগুলি বিক্রি করে ড্রেজিংয়ের খরচ মেটানো হবে। জলপাইগুড়ির পাশাপাশি মেখলিগঞ্জ ও কালিম্পং জেলার পাহাড়ি এলাকা দিয়েও তিস্তা প্রবাহিত। সূত্রের খবর, ওই দুই জেলা প্রশাসনের কাছেও ড্রেজিংয়ের জন্য প্রস্তাব দেবে সেচ দপ্তর।

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় হাটের পাশে 4 কাঠা ফাঁকা জমি বিক্রয় হবে। M : 7908604517. (C/114792)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/114861)

অ্যাফিডেভিট

30/1/2025 তারিখ তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 182 নং অ্যাফিডেভিট করে জানাচ্ছি আমি ননীবালা রায় স্বামী ভবেন রায় বা ননীবালা দাসী স্বামী ভবেন্দ্র দাস বা ননীবালা দাস স্বামী ভবেন্দ্রনাথ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

•

আমার আধার কার্ড নং 9737 5124 3575 (ভারত সরকারের অধীনে) নাম ভুল থাকায় গত 17-02-25, সদর কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nirendranath Ray এবং Niren Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হরদেব ছেদারঝাড়, হাতিরাম শালবাড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/114614)

•

আমার D.L Vide No.- ASIb20130018711, আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2024 কোচবিহার সদর E.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Das এবং Sanjal Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার প্রকৃত নাম Sanjoy Das. ইছামারি, হাতিডুবা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।
(C/114615)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 78639 77242. (C/114860)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন - ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph : 8250106017. (C/114859)

•

Recruitment going on for teacher in Clean Heart English Medium School (Village+Post-Sriram Para (Berubari More) Jalpaiguri. Teacher required for all subjects. Salary will be negotiable. Qualification-Graduation+B.Ed, D.El.Ed. Interview Date - 22.02.2025. Reporting Time- 9:30 A.M. M : 8016611953/8670530910. (C/114730)

স্মরণে

মীরা চক্রবর্তী (১৮/০২/২০) মা, আজকের এই দিনটিতে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয় - গোপাল। (C/114729)

অ্যাফিডেভিট

আমি মাসুম করিম, ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB 63 20210001906) পিতার নাম Ajaffar Sekh থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 13.2.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Azaffar Sekh হইল। সাং- খারিজা কালাইঘাটি। (S/M)

Tender Notice

The undersigned invites Tender vide NIT No-579/KMD; Dated-17/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement.
Date of Purchasing of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 25.02.2025.
Date of submission of Tender papers: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 27.02.2025.
Tender Box opening date: On 28.02.2025 at 1.00 PM or any other day as specified by the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity
D/Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ন ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শীলামপুর শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৬৯,৪২,৪৯৯ (টাঃ উনসত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চার শত নিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শীলামপুর শাখার কাছে ১। মোসাঃ সারিফা বিবি মহোঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ২। হাজি মহোঃ আব্দুস শাহিদ (জামিনদাতা)। ৩। মোসাঃ তাউকিরা খাতুন, মহো মইনুল হকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ৪। মহোঃ একলাসুর রহমান, মহোঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র। ৫। মহোঃ মোজাহেরুল হক, মহঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র - সকলে গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর লারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদায় বসবাসরত। ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত এই ব্যক্তিবৃন্দের কাছে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মহোঃ মইনুল হকের স্বত্বাধিকরণে, এলাকার পরিমাপ ৫.৫০ ডেসিমেলের একটু কম বা বেশি আরএস দাগ নং- ৪৭৩, এলআর দাগ নং- ৫০৪, আরএস খতিয়ান নং- ১১৯, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৯৯, জে.এল. নং- ১৩৫, মৌজা- জগদীশপুর প্রাপ্ত দ্রষ্টব্য হেবানামা দলিল নং I ৮৭৭৫ , ১৭.১০.২০০৭ তারিখের হিসেবে অন্তর্গত। সম্পত্তিটির সীমানা : উত্তর - আব্দুস শাহিদের জমি। দক্ষিণ- গিয়াসুদ্দিন এবং রিবাউলের বাড়ি। পূর্ব- আব্দুস শাহিদের জমি। পশ্চিম- আব্দুল মালেকের জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১৮,৬০,০০০.০০ (টাকা আঠারো লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,৮৬,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১০,০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তিটির আইডি নং	আইডিআইবি ২২২৪১৫২৪৮৪৫

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বর্ণনা, সম্পত্তিটির ছবি এবং ই-অকশনের শর্তাবলির জন্য দয়া করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
ঈশ্বর প্রসাদ শাও, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৪৭৪৯১৪৪৫৬

ইন্ডিয়ন ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল কার্যালয় -২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩), ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪, ইমেল :-z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের তুলসীহাটা শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা কিছু আছে' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ৫,৮৪,৭৮,৪৯২ (টাকা : পাঁচ কোটি চুরাশি লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশো বিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে (পূর্বে পরিচিত এলাহাবাদ ব্যাংক) তুলসীহাটা শাখার অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে -

১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),
পরিচালক : সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল এবং শীতল মোদি,
নিবন্ধিত - কার্যালয় ঠিকানা : গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট : কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১২৫
নির্মাণ ভূমির ঠিকানা - গ্রাম - কান্দুরিয়া, পোস্ট : তুলসীহাটা, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১৪০
২. সঙ্গীতা আগরওয়াল সুনীল কুমার আগরওয়াল (পরিচালক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী ১০৭-মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭২৭৮২৭৬৬২৭
৩. শীতল মোদি অজয় মোদি (পরিচালক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৯৭৩৩২৩৮৭২৮
৪. কিরণ দেবী আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের (পরিচালক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) স্ত্রী, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৯৭৩৩৪৮২৩১৯
৫. শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
৬. রবি প্রকাশ আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়াল (জামিনদাতার)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
৭. লীলাধর আগরওয়াল রামস্বরূপ আগরওয়াল (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
৮. বিজয় কুমার মোদি বৈজনাথ মোদির (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৯১২৬৫৫৫৩০৫।
৯. অজয় মোদি বৈজনাথ মোদির (জামিনদাতা) পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল - ৮৯৪৫০৩৭২৫১।
১০. বৈজনাথ মোদি বিশ্বনাথ মোদি (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম - মাসহালদা বাজার, পোস্ট - কারিয়ালি, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫।
১১. সুনীল কুমার আগরওয়াল মদন আগরওয়াল (জামিনদাতা)-এর পুত্র, ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প: ব:), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭১৮০৫৭৬৯৮৩।
১২. অমিত কুমার আগরওয়াল কৌশাল কিশোর আগরওয়াল (বন্ধকদাতা)-এর পুত্র, মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক - পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং - ১বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি (প: ব:), পিন - ৭৩৪০০১।
১৩. হীরা দেবী আগরওয়াল কৌশাল কিশোর আগরওয়াল (বন্ধকদাতা)-এর স্ত্রী, মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক - পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং - ১বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি (প: ব:), পিন - ৭৩৪০০১- ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত ব্যক্তিবৃন্দের কাছে পাওনা রয়েছে।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ যা ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রির জন্য আনীত হয়েছে নিম্নে গণনা করা হল

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সম্পত্তি-I	সম্পত্তি - II	সম্পত্তি - III
	১১১ ডেসিমেল জমির একটি প্লট যা ইকুইটেবল মর্টগেজ দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ সকলেই তাং ০৬.১২.২০১২ এবং যেটি রাইস মিলের অন্তর্গত তৎসহ বিল্ডিং / কাঠামো যা মৌজা কান্দুরিয়ায় অবস্থিত জেএল নং ১৪, থানা হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (পব) যেটি এলআর খতিয়ান নং ১২৭০, ১২৭১ ও ১২৭২ -এর আওতাধীন, এলআর প্লট নং ৬৯৪/১১৫৭ কিরণ দেবী আগরওয়ালা, সঙ্গীতা আগরওয়ালা এবং শীতল মোদির নামে রয়েছে, যারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ : উত্তর - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দক্ষিণ - চারু চন্দ্র বসাক (দারু বসাক) পূর্ব - পিডব্লিউডি রোড পশ্চিম - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	২৭ ডেসিমেল জমির একটি ইকুইটেবল মর্টগেজ যা অধিগৃহীত হয়েছিল দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৭৮৫১ by ০৬.১২.২০১২ রাইস মিল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তৎসহ বিল্ডিং / কাঠামো মৌজা - কান্দুরিয়ায় অবস্থিত জেএল নং ১৪, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প:ব:) এলআর খতিয়ান নং ১২৭০, ১২৭১, ১২৭২-এর অন্তর্ভুক্ত এলআর প্লট নং ৬৯৪/১১৫৭ কিরণ দেবী আগরওয়ালা, সঙ্গীতা আগরওয়ালা ও শীতল মোদির নামে আছে। যারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ : উত্তর - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দক্ষিণ - চারু চন্দ্র বসাক (দারু বসাক) পূর্ব - পিডব্লিউডি রোড পশ্চিম - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	একটি ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ যার ফ্ল্যাট নং-১বি, ১৫৩৮ বর্গফুট পরিমাপের, ২য় তলা, 'মেইফেয়ার অ্যাপার্টমেন্ট', গার্ডেন্স ব্লক গ্রাম ভিউ অধিগৃহীত হয়েছে দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৬০০, তাং ০৫.০২.২০০১ জমির একটি প্লট দণ্ডায়মান যেটি বাস্তুশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জেএল নং ২ যারা আওতাধীন, শিট নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬ ও ৩১৭, এলআর প্লট নং ৬০, মৌজা ডাবগ্রামে অবস্থিত, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, অমিত কুমার আগরওয়ালা এবং হীরা দেবী আগরওয়ালার নামে আছে, জমিটি যারা সীমাবদ্ধ ও আবদ্ধ : উত্তর - সড়ক দক্ষিণ - প্লট নং ১৮৩ (আংশিক) এবং ২০০ (অংশ) ও এসএমসি রোড পূর্ব - এসএমসি রোড ও অনন্দী দেবী গোয়েলের জমি পশ্চিম - এসএমসি রোড ও পশুপতি শাস-এর জমি
সম্পত্তির উপর যদি কোনও মামলা থাকে	জানা নেই	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা : ৩,১০,২৫,০০০/- (তিন কোটি দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	টা: ৫৯,৬০,০০০/- (উনষাট লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)	টা: ৬৩,৩৪,০০০/- (তেষট্টি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থ রাশি	টা : ৩১,০২,৫০০/- (একত্রিশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)	টা: ৫,৯৬,০০০/- (পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)	টা: ৬,৩৩,৪০০/- (ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা : ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	টা: ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)	টা: ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ ও সময় https://baanknet.com	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা
প্রপার্টি আইডি নম্বর	IDIB50187424242	IDIB50250798544	IDIB30064423600

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইন দরদানে অংশগ্রহণ করার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ নং-এ রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন Support. baanknet@psballiance.com-এতে।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবির জন্য এবং ই-অকশন নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টিকরণের জন্য যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd., দূরভাষ নং - ৮২৯১২২০২২০.

তারিখ : ১৩/০২/২০২৫
স্থান : মালদা
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও	ডকুমেন্ট (সেল নোটিশ ইমেজ)

যোগাযোগের ব্যক্তি :
১. (পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং - ৮৫২৭৭১৭৭৯৯)
২. (মণীশ কুমার, শাখা প্রবন্ধক, মোবাইল নং - ৮৭৫৯৯২৩২৪৮)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমাজ বদলাবেই
আপনি হবেন
মশাল-বাহক?
চলে আসুন
উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য এবং আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত স্নাতক। সব পদেরই কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

সাব-এডিটর — সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে সবার ক্ষেত্রেই রাজ্য সহ দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

রিপোর্টার — এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

ভিডিও-এডিটর পোর্টাল — আবেদনকারীকে অ্যাডোব প্রিমিয়ার, ফোটোশপ ও গ্রাফিকসের কাজ জানতে হবে। অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

সাব-এডিটর পোর্টাল — পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মদ-মাদকে অন্ধকার আলিপুরদুয়ার

কোচবিহার থেকে স্কুটারে কাফ সিরাপ নিয়ে আসার সময় আটক। (ডানে) কলার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাঁজা। সোনাপুরে। - ফাইল চিত্র

পড়শিদের থেকে বাঁচতে সীমানায় নজর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : এক-দুই নয়, তিন দিক থেকে আলিপুরদুয়ারকে ঘিরছে মাদক পাচারকারীরা। বর্তমানে তিন এলাকা থেকে মাদক পাচার করা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। আর এই মাদক পাচারের রমরমা রুখতে কড়া নজরদারি চলছে পুলিশের। বিভিন্ন সময় নজরদারিতে সাফল্য মিলছে। তবে অনেক সময় আবার পুলিশের চোখের আড়ালে জেলায় ঢুকছে সিডেটিভ ড্রাগস, কাফ সিরাপ, ব্রাউন সুগারের মতো নেশার দ্রব্য। জেলার বিভিন্ন এলাকা এখন নেশার হাব হয়ে উঠছে। গোপনে নেশার কোটি টাকার সাম্রাজ্য তৈরি হচ্ছে। অনেকেই কাঁচা টাকার লোভে এই কারবারে জড়িয়ে পড়ছে।

জেলায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে পুলিশের নজরে এসেছে জেলায় মাদক করবার চলছে মূলত তিনটি জায়গা থেকে। পাশের জেলা কোচবিহার, মালদা এবং উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে মাদক ঢুকছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। এই তিন এলাকার মধ্যে সব থেকে বেশি সমস্যা তৈরি হচ্ছে কোচবিহার থেকে। প্রতিবেশী জেলা থেকে আলিপুরদুয়ারে প্রচুর মাদক আসছে। এই কারবারে যুক্ত কোচবিহার জেলার বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে আলিপুরদুয়ার পুলিশের হাতে। কোচবিহার থেকে সিডেটিভ ড্রাগ, কাফ সিরাপ, ব্রাউন সুগার, হেরোইন, আফিম আসে আলিপুরদুয়ারে। মাদকের কারবারিরা যেন কোচবিহারকে 'গোডাউন' আর আলিপুরদুয়ারকে 'রিটেল স্টোর' হিসেবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন নেশার সামগ্রী কোচবিহারে এসে জমা হয়। সেখানে থেকে সঠিক সময় ও সুযোগ দেখে আলিপুরদুয়ারে সেসব ঢোকে সোনাপুর, দুলাল দোকান, বীরপাড়া, বারবিশা হয়ে।

কখনও বাইকে, কখনও ছোট গাড়িতে কখনও বা বাস বা অন্য কোনও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে জেলায় মাদক নিয়ে ঢোকে পাচারকারীরা। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কোচবিহার পুলিশকে নিয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ আগে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় অভিযানও করা হয়েছিল মাদকের করবার আটকাতে।

মাদক কারবারিদের কাছ থেকে সূত্র পেয়ে জেলা পুলিশ ওই অভিযান করে। তাতে সাফল্যও মেলে। কোচবিহার জেলা পুলিশের সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর কথায়, 'দুই জেলার পুলিশ মিলে ওই অভিযান করেছিল। প্রচুর মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছিল। কোচবিহারে এগুলো আসে উত্তরপ্রদেশ থেকে। এগুলো আটকানোর জন্য আমরাও অভিযান চালাই নিয়মিত।'

পুলিশ সূত্রে খবর, দুই জেলার পুলিশের অভিযানে মূলত সিডেটিভ ড্রাগ ও কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কোচবিহার ছাড়াও আলিপুরদুয়ারে ব্রাউন সুগার ও হেরোইন আসছে মালদা থেকেও। নতুন বছরে এই বিষয়টি আরও বেশি করে নজরে আসছে। কখনও নাবালক, কখনও আবার মহিলাদের ক্যারিয়ার বানিয়ে জেলায় ব্রাউন সুগার ও হেরোইন ঢোকানো হচ্ছে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে ইয়াবা ট্যাবলেট ঢোকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রথম অসমে সেই ট্যাবলেট আসে। সেগুলো বারবিশায় অসম-বাংলা সীমানা দিয়ে আলিপুরদুয়ারে ঢোকে বলে জানতে পারছে পুলিশ।

জেলায় মাদক করবার রুখতে এই সব দিকেই নজর রাখতে হচ্ছে পুলিশকে। সেইসঙ্গে লাগাতার চলছে সচেতনতার প্রচারও। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর কথায়, 'আলিপুরদুয়ারে তরুণসমাজকে মাদকের নেশা থেকে দূরে রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় ম্যারাথন সহ নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করি। সচেতনতা শিবিরও হয়।'

সেইসঙ্গে সীমানাগুলিতে নজর থাকে বলে জানাচ্ছে পুলিশ।

মদের নেশা

- চাপরেরপারের চালনিরপাকে সম্প্রতি দুটি খুনের ঘটনা ঘটেছে
- দুটি খুনের ঘটনাই ঘটেছে হাটবার, শুক্রবারে
- দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই জড়িতরা মাদকাসক্ত ছিল বলে অভিযোগ
- এলাকার প্রায় ২০টি বাড়িতে চোলাই-হাঁড়িয়া বিক্রি হয়

মাদকের নেশা

- কোচবিহার থেকে সিডেটিভ ড্রাগস, কাফ সিরাপ, ব্রাউন সুগার, হেরোইন, আফিম আসে আলিপুরদুয়ারে
- কোচবিহার ছাড়াও ব্রাউন সুগার ও হেরোইন আসছে মালদা থেকেও
- ইয়াবা ট্যাবলেট ঢোকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে

পুলিশকর্তারা বলছেন

> দুই জেলার পুলিশ মিলে সম্প্রতি অভিযান করা হয়েছিল। প্রচুর মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। কোচবিহারে এগুলো আসে উত্তরপ্রদেশ থেকে। এগুলো আটকানোর জন্য আমরাও অভিযান চালাই নিয়মিত।
>
> **দ্যুতিমান ভট্টাচার্য**
> এসপি, কোচবিহার

> আলিপুরদুয়ারে যুবসমাজকে মাদকের নেশা থেকে দূরে রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় ম্যারাথন সহ নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করি। সচেতনতা শিবিরও হয়। সেইসঙ্গে জেলার সীমানায় নজরদারি চলে।
>
> **ওয়াই রঘুবংশী**
> এসপি, আলিপুরদুয়ার

চোলাই, হাঁড়িয়ায় মজে চালনিরপাক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গত প্রায় এক মাসে একই জায়গায় পরপর দুটি খুনের ঘটনায় ভীতসন্ত্রস্ত চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চালনিরপাক এলাকার বাসিন্দারা। প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যে দুটি খুন এখন এলাকায় আলোচনার বিষয়। দুটি ঘটনাতেই একাধিক মিল রয়েছে। প্রথমত, দুটি খুনই হয়েছে স্থানীয় হাটবার শুক্রবারে। দ্বিতীয়ত, খুন করা হয়েছে মাদকাসক্ত অবস্থায়।

আসা যাক প্রথম ঘটনার কথায়। অভিযোগ, ১০ জানুয়ারি চালনিরপাক এলাকায় মদ খেয়ে গালিগালাজ করছিলেন এক প্রবীণ। প্রতিবাদ করায় তাঁর হাতে খুন হন প্রসেনজিৎ রায় নামে বছর ত্রিশের এক তরুণ। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর করে। আতঙ্কে ঘর ছাড়ে সেই বাড়ির পরিবার। প্রতিবাদী তরুণ খুনের ঘটনায় এলাকায় শোরগোল তৈরি হয়েছিল। এরপর ফের ১৪ ফেব্রুয়ারি ওই একই রাস্তার ধারে ধারালো অস্ত্র নিয়ে নিজের বড় দাদা ও বৌদির উপর চড়াও হয় সজয় দেবনাথ। ঘটনার সময় সে মাদকাসক্ত ছিল বলে অভিযোগ। দাদা-বৌদি জখম হন। রোষের মাঝে পড়ে পালটা মারে সজয়ের এক ছেলে সুকান্ত দেবনাথের মৃত্যু হয়। দুটি ঘটনার মূল অভিযুক্তরা প্রায় প্রতিদিন চোলাই, হাঁড়িয়া খেয়ে এলাকায় শোরগোল করত বলে অভিযোগ।

চাপরেরপারের চালনিরপাক সংলগ্ন দুই স্থান ধারেয়া ও চেকো এলাকায় শুক্রবার করে হাট বসে। এলাকায় ২০টির বেশি এমন বাড়ি রয়েছে, যেখানে চোলাই ও হাঁড়িয়া তৈরি হয় বলে অভিযোগ। সেসব বাড়িতেই নেশা করার ব্যবস্থা রয়েছে। মুরগি, হাঁস নিয়ে গেলে সেখানে রান্নাও করে দেওয়া হয়।

ফলে এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। নিত্যদিন গণ্ডগোল লেগে থাকে। মাঝেমধ্যে তা বড় আকার নেয়। বিশেষ করে হাটবারে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এককথায়, এলাকায় গণ্ডগোলের মূল কারণ যে চোলাই-হাঁড়িয়া, তাতে সহমত স্থানীয়রা।

নেশার কবলে পড়ে এরকম গুরুতর ঘটনা এলাকায় নতুন নয়। গত বছরও এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেখানেও মাদক সেবনের অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি এক আদিবাসী নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। চোলাই খেতে এসে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে ওই কাণ্ড ঘটানোর খবরে শোরগোল তৈরি হয়। স্থানীয় পড়ুয়াদের একাংশ মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে বলেও অভিযোগ। এলাকাবাসী একাধিকবার চেষ্টা করেও সেই চোলাই-হাঁড়িয়া কারবারের বিরুদ্ধে কিছু করে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এক্ষেত্রে প্রধান বাধা বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'চোলাই-হাঁড়িয়া ছাড়াও সাদা পাউডারের মতো মাদক মেলে এখানে। মাদকের প্রভাবে এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।'

যদিও আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বেআইনি মদ, চোলাইয়ের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান করা হয়। আবগারি দপ্তরের সঙ্গেও যৌথ অভিযান চলে।'

চালনিরপাক এলাকাটি আলিপুরদুয়ার থানা থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে। ফলে সেখানে অভিযান সহজ নয়। আর সেই সুযোগেই মাদকের ব্যবসার রমরমা সেখানে। খুনোখুনি সহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনা তারই ফল।

প্রকৃতির মাঝে।। *ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে ছবিটি তুলেছেন শুভ্রজিৎ বসুনিয়া।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অ্যাম্বুল্যান্স থেকে দেহ নামাল সহপাঠীরা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ছিল মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই কোনওরকমে বাড়িতে ব্যাগ রেখে সুকান্ত দেবনাথের বাড়িতে হাজির হল সহপাঠীরা। গত শুক্রবার পারিবারিক বিবাদের জেরে মারপিটের সময় মাথায় চোট লেগেছিল চাপরেরপারের বাসিন্দা, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুকান্তর। শনিবার তার মৃত্যু হয়।

সোমবার ময়নাতদন্তের পর সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সুকান্তর মৃতদেহ চাপরেরপারের চালনিরপাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য স্থানীয় কয়েকজন গৃহবধূ ছিলেন। সুকান্তের মৃতদেহ নিয়ে যেতেই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের চোখে জল দেখা যায়। অনেকে দুপুর থেকেই প্রতীক্ষা করছিল। বাড়িতে সুকান্তর ছোট ছোট ভাইরা রয়েছে। ফলে এখানে তার মৃতদেহ বেশিক্ষণ রাখা হয়নি।

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, মাধ্যমিক চলছে। তা সত্ত্বেও অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বন্ধুকে শেষবার দেখতে এসেছিল রোহিত রায়দের মতো কয়েকজন পরীক্ষার্থী। যেহেতু পরীক্ষা দেওয়ার পরই তাড়াহুড়ো করে সুকান্তর বাড়িতে চলে এসেছে, তাই অনেকেরই দুপুরে ঠিকমতো খাওয়া হয়ে ওঠেনি। খিদে পেটে সুকান্তকে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে তৈরি ছিল তারা। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় তাদের আর শ্মশানে যেতে হয়নি। ওই পড়ুয়ার দাহকার্যে যাতে কোনরওকম সমস্যা না হয় তার জন্য আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের বিশেষ টিম সেখানে ছিল। পুলিশ এদিন এসকর্ট করে সুকান্তর মৃতদেহ কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার নিয়ে আসে। এছাড়া মাঝপথে পুলিশের আরেকটি পেট্রলিং ভ্যান এলাকায় যায়। দাহকার্য সম্পন্ন করা পর্যন্ত পুলিশ সেখানেই ছিল। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

যদিও সুকান্তর মৃতদেহ বাড়িতে আসার পর সহপাঠীরাই তা অ্যাম্বুল্যান্স থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। রবিবারও সুকান্তরা সহপাঠীরা তার বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছিল। দেহ কখন আসবে, সেজন্য অপেক্ষা করছিল। তবে সেদিন ময়নাতদন্ত না হওয়ায় দেহ আর আসেনি। পুলিশের কথায় তারা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সুকান্তর পরিবারে জমি নিয়ে নিত্যদিনের ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। এছাড়া বাড়িতে আর্থিক অনটন ছিল। সুকান্তর বাবা সজয় ও তার স্ত্রীকে ঝগড়াঝাঁটি করতে দেখলেও সুকান্তর বিরুদ্ধে তেমন কোনও অভিযোগ করেননি প্রতিবেশীরা। শুক্রবারের ঘটনায় সে তাই কীভাবে জড়িয়ে পড়ল, তারপর কীভাবে যে এই ঘটনা ঘটে গেল, তা ভেবে প্রতিবেশীদের একটা অংশ এখনও হতবাক। যদিও সুকান্তকে মারধরে কিন্তু প্রতিবেশীদের একাংশকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। সেইমতো পুলিশের তরফে তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অকালমৃত্যুতে প্রতিবেশীদের অনেকেই মর্মাহত।

কথা হচ্ছিল এলাকার এক গৃহবধূর সঙ্গে। তিনি বললেন, 'সুকান্ত আমার ছেলের বয়সি। ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে তেমন কথা না হলেও সুকান্ত ও তার ভাইদের সঙ্গে কথা হত। বড়দের মারপিটের ঘটনায় একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে এভাবে প্রাণ দিতে হবে, তা ভাবতেই পারছি না।'

সুকান্তর দাদু অবিনাশ দেবনাথ বলেন, 'ঘটনার পরদিনই সুকান্তর অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। তাই ওকে যাতে না মারা হয়, সেজন্য বারবার কাতর সুরে অনুরোধ করছিল। কিন্তু কেউ কথা শোনেনি।'

এক বছরেও পাকা হয়নি রাস্তা

ধুলোয় নাজেহাল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর পর রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন এলাকার মানুষ। দু'কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দে এক বছর আগে ফালাকাটার কালীপুরে ছয় কিমি রাস্তার কাজ শুরু হয়। এই রাস্তা দিয়ে এখন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও যাতায়াত করছে। কিন্তু এতদিনেও রাস্তার কাজ শেষ হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক মাস থেকে রাস্তায় কোনও কাজই হচ্ছে না। বালি-বজরি ফেলে রাখায় যানবাহন চলাচল করলেই ধুলো উড়ছে। পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি ধুলোয় নাজেহাল হচ্ছেন অন্য পথচারীরাও। রাস্তাটি জুড়েছে নির্মীয়মাণ মহাসড়কের সঙ্গে। স্থানীয়দের এখন দুই রাস্তাতেই ধুলো মেখে যাতায়াত করতে হচ্ছে। যদিও দ্রুত বাকি কাজ শুরু হবে বলে জেলা পরিষদ জানিয়েছে।

ক্ষোভের স্বরে ভবেশ বালো নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার মন্তব্য, 'দ্রুত পিচের কাজ শেষ করার জন্য প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। রাস্তার কাজে টালবাহানা আমরা মানব না। কারণ সামনেই বর্ষাকাল। তার আগে কাজ না হলে বিপদ আরও বাড়বে।'

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিশাগোড় বাসস্ট্যান্ড থেকে ব্যাংকপাড়া, কালীপুর, মুসলিমটারি হয়ে বালুরঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি আগে কখনও পাকা হয়নি। গত লোকসভা ভোটের আগে স্থানীয়রাই 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে পাকা রাস্তার দাবি জানান। তারপরেই রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর রাস্তাটির জন্য প্রায় ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। গত বছর ১৬ মার্চ রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন এলাকার মানুষ। দুর্গাপুজোর আগে বালি, বজরি, পাথর বসানোর কাজটুকু শুধু হয়েছিল। পুজোর সময় কাজ বন্ধ ছিল। এখনও বাকি কাজ শুরু হয়নি।

বালি, বজরির রাস্তায় গাড়ি চললেই ওড়ে ধুলো। ফালাকাটার কালীপুরে।

> দ্রুত পিচের কাজ শেষ করার জন্য প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। রাস্তার কাজে টালবাহানা আমরা মানব না। কারণ সামনেই বর্ষাকাল। তার আগে কাজ না হলে বিপদ আরও বাড়বে।
>
> **ভবেশ বালো,** স্থানীয় বাসিন্দা

রাস্তার পাশেই ব্যাংকপাড়ায় বাড়ি পেশায় ব্যবসায়ী মানব তরফদারের। বললেন, 'কাজ শুরুর সময় বলা হয়েছিল দুর্গাপুজোর আগে রাস্তা পাকা হবে। কিন্তু এখনও পিচের কাজ শুরুই হয়নি। রোজ ধুলোয় নাজেহাল হতে হচ্ছে।' একই বক্তব্য ব্যাংকপাড়ার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অনুপম মণ্ডলেরও। দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছে সে। আরেক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা বিশ্বনাথ দাসের মন্তব্য, 'গ্রামের রাস্তায় তো ধুলো রুখতে জলও ছেটানো হয় না।'

তবে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ সূত্রের খবর, এই পাকা রাস্তার কাজে সময় কিছুটা বেশি লাগছে। কারণ, বর্ষাকালে কয়েক মাস সেভাবে কাজ হয়নি। তাছাড়া ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার মূল সড়কের বালুরঘাটে চরতোর্ষা ডাইভারশন গত বর্ষায় ভেঙেছিল। তখন রাস্তার কাজের সামগ্রী নিয়ে ডাম্পার গাড়ি যাতায়াত করতে পারেনি। দু'মাস আগে ডাইভারশনটি ঠিক করা হয়। এই এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'ওই ছয় কিমি রাস্তার মধ্যে একটি কালভার্টের কাজও হবে। এটাও সময় বেশি লাগার কারণ। তবে দ্রুত পিচের কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে।'

ফাঁকা বাড়িতে চুরি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল আলিপুরদুয়ারে। শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুতলিপট্টি রেলগেট এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে কেউ ছিলেন না। বাড়ির মালিক শুভ্রজ্যোতি সেন কলকাতায় কর্মরত রয়েছেন। আর সেই সুযোগেই এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। সোমবার সকালে বাড়িটি খোলা থাকায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তারাই চুরির বিষয়টি অনুমান করে এলাকার কাউন্সিলারকে জানান।

কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম ঘোষ পরে পুলিশে খবর দেন। তিনি বলেন, 'কিছু পুরোনো জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানায় খবর দেওয়ায় পুলিশ এসে ঘটনাস্থল দেখে গিয়েছে।' বাড়ির মালিক শুভ্রজ্যোতি বলেছেন, 'দুর্গাপুজোর পর আর আমার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। একটি পুরোনো টিভি ও ফ্যান চুরি হয়েছে। এছাড়া বাড়ি তছনছ করা হয়েছে বলে শুনেছি।'

বর্ষপূর্তিতে ড্রামাটিক হলে নাট্যোৎসব

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শতাব্দী প্রাচীন ফালাকাটা ড্রামাটিক হলের ১০৩তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। তিনদিন ধরে অনুষ্ঠান হবে। বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে পরপর দু'দিন হবে আমন্ত্রিত নাট্যদলের অনুষ্ঠান। ড্রামাটিক হল কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ২৩ তারিখ পতাকা উত্তোলনের পর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হবে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে নাট্য উৎসব। ইতিমধ্যেই এই নাট্য উৎসবকে সফল করতে জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

ফালাকাটা ড্রামাটিক হলের সম্পাদক প্রসেনজিৎ বর্মন বলেন, 'দু'দিনের নাট্য উৎসব ছাড়াও ২৫ তারিখ হবে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। আমরা ফালাকাটার মানুষকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।' ড্রামাটিক হলের যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিলীপ সরকার ও আশিস ঘোষের মন্তব্য, ব্রিটিশ আমল থেকেই ড্রামাটিক হল ডুয়ার্সের সংস্কৃতি বিস্তারে অন্যতম ভূমিকা পালন করে চলছে। এখনও সারা বছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলে। এবার তিনদিনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দর্শকাসন ভরে যাবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

ফালাকাটা ড্রামাটিক হলে মঞ্চস্থ হচ্ছে নাটক। ফাইল চিত্র

হল কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ২৩ তারিখ নাটক পরিবেশন করবে দমদম থিয়েটার অ্যান্ড সিনে লাভার্স। তাদের প্রযোজনা 'সাদা ঘোড়া'। এরপর বরনাথ নর্থ লখিমপুরের প্রয়োজনা 'বথফুলা'। ওইদিন তৃতীয় নাট্যদল কালপুরুষ কলকাতা মঞ্চস্থ করবে তাদের নাটক 'ফিরায়ে দিওনা মোরে'। ২৪ তারিখ হবে দুটি নাটক। প্রথম নাটক করবে সুহৃদ রহরামপুর। তাদের নাটক 'চোরদের লজ্জা হল'। দ্বিতীয় নাটক 'বইমেলা ও ধরনী মাহাতো' মঞ্চস্থ করবে সংবিৎ কলকাতা। শেষের দিন দুজন শিল্পী লোকগীতি ও বাংলা পুরোনো দিনের আধুনিক গান পরিবেশন করবেন।

> ড্রামাটিক হল আমাদের সংস্কৃতি প্রসারের ভিত্তিভূমি। এখনও ড্রামাটিক হলের মঞ্চে নাটক পরিবেশন করার জন্য নাট্য দলগুলি মুখিয়ে থাকে। এবারের নাট্য উৎসবে আমরাও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকব।
>
> **ভোলা দাশগুপ্ত,** সভাপতি
> রানার নাট্যদল

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলেছে ড্রামাটিক হল। তবে নিয়মিত নাটকচর্চা হত এখানে। এমনকি এখানে নাটক দেখার জন্য ব্রিটিশরাও আসতেন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছুদিন এখানে নাটকচর্চা বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে ফালাকাটা থেকে মার্কিন বাহিনীর সেনাক্যাম্প চলে যাবার পর ফের নাটক পরিবেশনের ঢল নামে এখানে। আনুমানিক ১৯৫৫-'৫৬ সালে ড্রামাটিক হলে একটি পরিবর্তন আসে। সেখানে সিনেমাও প্রদর্শিত হতে থাকে। ১০৩ বছরের ড্রামাটিক হল এখন অনেক আধুনিক মানের করে গড়ে তোলা হয়েছে। নাটক মঞ্চের আধুনিকীকরণের বসার আসনও পালটানো হয়েছে। এই হলে ব্যালকনি থেকে দেখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শহরের অন্যতম নাট্যদল রানার নাট্য সংস্থার সভাপতি ভোলা দাশগুপ্ত বলেন, 'ড্রামাটিক হল আমাদের সংস্কৃতি প্রসারের ভিত্তিভূমি। এখনও এই মঞ্চে নাটক পরিবেশন করার জন্য নাট্য দলগুলি মুখিয়ে থাকে। নাট্য উৎসবে আমরাও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকব।'

সুপারি বাগান পাহারায় অভিনব উদ্যোগ

চুরি রুখতে গাছে টংঘর

সুভাষ বর্মন

এই টংঘর থেকে বাগানে চলে নজরদারি। পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে।

পলাশবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : টংঘর নতুন কিছু নয়। জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামে হামেশাই তা দেখা যায়। গাছের ডালের ওপরে বানানো ছোট্ট একটি ঘরে রাত জাগেন স্থানীয়রা। জঙ্গলের হাতি বা বাইসন লোকালয়ে ঢুকলে যাতে আগাম বুঝতে পারেন, সেজন্যই এমন কৌশল। তবে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে ব্যাপারটা আলাদা। সেই গ্রাম জঙ্গল থেকে কিছুটা দূরেই। অথচ সেখানেই অনেকেই সুপারি বাগানে টংঘর তৈরি করেছেন। এই টংঘর কিন্তু বন্যজন্তুর আক্রমণের ভয়ে নয়। সুপারি চাষিরা বলছেন, গতবার রাতের অন্ধকারে অনেকের সুপারি চুরি গিয়েছে। তাই এবার সুপারি চুরি রুখতেই এমন টংঘরে পর্যায়ক্রমে রাত জাগছেন স্থানীয়রা। এই অভিনব কৌশলের জেরে এবার এখনও পর্যন্ত সুপারি চুরির ঘটনাও ঘটেনি বলে স্থানীয়দের দাবি।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে এখনও অনেকের জমিতে সুপারি বাগান দেখা যায়। ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে সাড়ে তিন বিঘা জমিতে সুপারি বাগান রয়েছে সুজয় বর্মনের। প্রতি বছর এই বাগান থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সুপারি বিক্রি হয়। কিন্তু গতবছর এক রাতে সুপারি চুরির ঘটনা ঘটে। যদিও পরে সেই সুপারি চোর ধরাও পড়ে। তাই এবার সুপারির ফলন শুরু হতেই চুরি কীভাবে রুখতে হবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন সুজয়। একদিন বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামে গেলে তাঁর চোখে পড়ে টংঘর। সেটা দেখে তিনিও নিজের বাগানে টংঘর তৈরি করেন। প্রথমদিকে নিজে সেই টংঘরে থাকতেন। এখন রাতপাহারার জন্য একজন লোক সেখানে নিয়মিত থাকেন। সুজয়ের কথায়, 'প্রতি বছর আড়াই লক্ষ টাকার সুপারি বিক্রি হয়। তবে, গত কয়েক বছর ধরে সুপারি চুরি যাচ্ছিল। এজন্যই এবার টংঘর বানিয়ে পাহারা দিচ্ছি। এখন আর চুরি হচ্ছে না।' একই গ্রামের বর্মনপাড়ার তাপস বর্মনের সুপারি বাগানেও এরকম টংঘর দেখা গেল। তাপসের কথায়, 'সুপারি যাতে কোনওভাবেই চুরি না যায় সেজন্যই এই পদক্ষেপ।'

সুপারি চুরি রুখতে এমন অভিনব পদক্ষেপের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা এলাকায়। তাই সুজয়, তাপসদের মতো আরও অনেকেই টংঘর তৈরি করবেন বলে ঠিক করেছেন। স্বপন রায় নামে আরেক গ্রামবাসী বলেন, 'আমার সুপারি বাগানেও টংঘর তৈরি করব বলে ঠিক করেছি।'

কীভাবে চুরি আটকানো সম্ভব তা নিয়ে স্থানীয়রা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। কারণ, অনেকের বাড়ি থেকেই সুপারি বাগান কিছুটা দূরে। তাই বাড়িতে থেকে বাগান রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার এসব চুরির কথা পুলিশ জানিয়েও লাভ নেই। কারণ, পুলিশ তো আর সুপারি বাগানে নজরদারি চালাবে না। তাই টংঘরই হয়ে উঠেছে একমাত্র কৌশল। কেউ কেউ নিজেরাই সেই টংঘরে রাত জাগছেন। কেউ আবার পারিশ্রমিক দিয়ে রাত জাগার জন্য পাহারাদার রেখেছেন।

নজরদারি

- সুপারি চাষ লাভজনক, লক্ষাধিক টাকার সুপারি বিক্রি হয়
- গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে সুপারি চোরের উৎপাত
- এখন টংঘরে রাতপাহারা দিচ্ছেন সুপারি বাগানের মালিকরা
- কেউ কেউ আবার টাকা দিয়ে পাহারাদারও রেখেছেন

চেয়ারম্যানের গাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য হেল্পলাইন চালু করেছিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। তাতে ফোন করে সাহায্য চাওয়ায় পাশে দাঁড়ালেন খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান।

সোমবার ছিল মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কীভাবে কেন্দ্রে পৌঁছাবে, তা ভেবে পাচ্ছিল না আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন গার্লস স্কুলের ছাত্রী সায়ন্তনী পাল। বাধ্য হয়ে পুরসভার হেল্পলাইনে ফোন করেন সেই ছাত্রীর বাবা। শেষে সেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে গাড়ি করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর ও ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী।

বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়ার পর অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন গার্লস স্কুলের ওই ছাত্রী। অঙ্ক পরীক্ষার দিন সকালে ওই ছাত্রীর বাবা পুরসভা থেকে চালু করা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে সমস্যার কথা জানালে সেদিনও কিন্তু পুরসভার গাড়ি করে তাকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার আবার ওই ছাত্রীর বাবা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন। এবিষয়ে প্রসেনজিৎ বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য আমাদের হেল্পলাইন নম্বর চালু ছিল। সেই নম্বরে ফোন আসার পর আমরা ওই ছাত্রীর বিষয়ে জানতে পারি। আমরা সবার সঙ্গে রয়েছি।'

পুরসভার পরিষেবায় খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরিবার। ওই পরীক্ষার্থীর বাড়ি কিন্তু আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকায় নয়। শহর সংলগ্ন জংশনের বাদলনগরে। তবুও সমস্যার কথা শুনে এগিয়ে গিয়েছে পুরসভা। পরীক্ষার্থীর বাবা প্রবীরকুমার পালের কথায়, 'মেয়ের হঠাৎ হিমোগ্লোবিন কমে যায়। অসুস্থতার কথা জানার পর পুরসভা এগিয়ে এসেছে। যেভাবে প্রশাসন পাশে দাঁড়িয়েছে এতে আমরা মানসিক শক্তি পাচ্ছি।'

চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও ওই হেল্পলাইন নম্বর চালু থাকবে।

ডুয়ার্সকন্যায় আয়োজিত রোজগার শিবিরে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রোজগার শিবিরে চাকরি ১২ তরুণের

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ওঁদের প্রতিদিনের শুরুটা হয় চাকরির স্বপ্ন নিয়ে। সোমবার সকালটা যে সেই স্বপ্ন পূরণের মুহূর্ত হবে তা ভাবেননি মৃন্ময় রায়, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিন ডুয়ার্সকন্যায় জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় চাকরিমেলা। সেখানে অংশ নিয়ে ১২ জন তরুণ কাজ পেয়েছেন। তাঁরা সকলেই জানালেন, স্মরণীয় হয়ে থাকল সোমবারের সকালটা।

এই শিবিরে অংশ নেন ৬৮ জন চাকরিপ্রার্থী। তাঁরা সকলেই ইন্টারভিউ দেন। এদিনের চাকরিমেলায় নিজেদের জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজে নিতে উপস্থিত ছিল দুটি বেসরকারি কোম্পানি। চাকরিপ্রাপকদের কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন সামগ্রীর সেলসের কাজ করতে হবে বলে জানা গিয়েছে।

অনূর্ধ্ব চল্লিশ বছর ও মাধ্যমিক পাশ ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি। যে ১২ জন চাকরি পেয়েছেন শুরুতে তাঁদের প্রায় ৮ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে। অপর কোম্পানি এখনও চাকরিপ্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করেনি। কয়েকদিনের মধ্যে সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে জানা গিয়েছে। শুরুতে বেতন দেওয়া হবে ১৬ হাজার টাকা।

জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের অফিসার ইনচার্জ সৌপর্ণ চক্রবর্তী জানান, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে অনেকেই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। তাঁদেরকে এই মেলায় যোগ দেওয়ার জন্য খবর দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্য থেকেই ৬৮ জন এদিন ডুয়ার্সকন্যায় আসেন। তিনি বললেন, 'অনেকেই খুব ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছেন। ইন্টারভিউতে সরাসরি চাকরি পাওয়ার পাশাপাশি অনেকেই ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন। আগামীদিনে সিলেক্ট হলে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে।'

> এতদিনে পরিবারকে সাহায্য করার ইচ্ছেটা ভালোভাবে পূরণ হল। এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জীবনে প্রথম চাকরি পেয়ে যে কতটা আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না।
>
> **- মৃন্ময় রায়**
> *চাকরি প্রাপক*

এদিন যাঁরা চাকরি পেলেন তাঁরা সকলেই খুব খুশি। আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের সোনাপুর এলাকায় বাড়ি মৃন্ময়ের। তিনি বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করেন। এখনও কলেজের গণ্ডি পেরোননি তিনি। সংসারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান তিনি। বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্যও করেন। তবে এদিন একটা নির্দিষ্ট চাকরি পেয়ে অনেকটাই ভরসা পেয়েছেন তিনি। মৃন্ময় বললেন, 'এতদিনে পরিবারকে সাহায্য করার ইচ্ছেটা অনেকটা পূরণ হল। এই দিনটি জীবনভর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জীবনে প্রথম চাকরি পেয়ে যে কতটা আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না।'

চাকরিমেলায় অংশ নিয়েছিলেন জংশন শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর ভট্টাচার্য। পুরোহিতের কাজের পাশাপাশি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করেন। তাঁর বাড়িতে আছেন বাবা ও স্ত্রী। তাঁর কথায়, 'একটা নির্দিষ্ট রোজগার না থাকলে সংসার চালানোর খরচ নিয়ে অনেক চিন্তায় থাকতে হয়। এবার সেই চিন্তা অনেকটাই দূর হল।'

সৌপর্ণ জানালেন, সরকারি উদ্যোগে এই চাকরিমেলায় বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। আশা করছি, 'আগামীতে এই চাকরিমেলাতে আরও বেশি করে জেলার তরুণ সম্প্রদায় অংশ নেবে। এই চাকরিমেলা জেলার তরুণদের কাছে চাকরি খুঁজে পাওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে।'

মাস্টারপাড়ায় রাজনীতির তাল ঠোকাঠুকি

রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভোটের মরশুম নয়। তবে খয়েরবাড়ির মাস্টারপাড়ায় রাজনীতির তাল ঠোকাঠুকি চলছেই। রাজনৈতিক রেষারেষিতে প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে। সোমবার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক প্রশাসনের কাছে দুই গ্রামবাসী অভিযোগ করেন, এলাকার আইসিডিএস কর্মী রাধারানি রায় জেলা পরিষদের কংক্রিটের রাস্তা খনন করে নোংরা জলের ট্যাংক ও আবর্জনা ফেলার জায়গা তৈরি করছেন। রাধারানি বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শৈলেন রায়ের বোন। শৈলেনও ওই খননকার্যে জড়িত বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এলাকার তৃণমূল নেতা ধনীরাম ওরাওঁ জানান, ওই

এই ফুটপাথ খনন নিয়েই চাপানউতোর। মাস্টারপাড়ায়।

অভিযোগ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং হরিপদ রায়। সেই দুই অভিযোগকারী আবার কট্টর তৃণমূল কর্মী। হরিপদর অভিযোগ, ফুটপাথ খননে পানীয় জল সরবরাহের পাইপ বেরিয়ে পড়েছে। এতে প্রভূত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা।

কিন্তু রাজনীতির কথা উঠছে কেন? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত ১৭ জানুয়ারি শৈলেন রায়ের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা দেবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনে অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগ, দেবেন্দ্র সরকারি রাস্তায় ঘর তৈরি করছেন। তবে অভিযোগ করা হলেও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি, অভিযোগ শৈলেনদের। এদিকে শৈলেনের বোনের বিরুদ্ধে দুই তৃণমূল কর্মী অভিযোগ করতেই তদন্তে ছোটে মাদারিহাট থানার পুলিশ। পুলিশের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শৈলেন। পুলিশের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'ওরা অভিযোগ করতেই আপনারা ছুটে এলেন। অথচ আমরা ৪০ জন অভিযোগ করার পরেও তৃণমূল কর্মীর রাস্তায় বাড়ি তৈরি করা বন্ধ করতে পারলেন না।'

কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযোগ পেয়ে তাঁরা খোঁজখবর করতে এসেছেন। দেখা গিয়েছে, রাস্তার ফুটপাথ খোঁড়া হলেও কংক্রিটের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। রাধারানি বলেন, 'জলনিকাশি পাইপ বসাতেই মাটি খোঁড়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের মৌখিক অনুমতিও নিয়েছি। পাইপ বসানোর পর ফের মাটি দিয়ে জায়গাটি ভরাট করে দেব।'

জখম ১

শামুকতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার শামুকতলা থানার ডাঙ্গি এলাকায় একটি টোটোকে মোটর সাইকেল ধাক্কা দেয়। সেই দুর্ঘটনায় টোটোচালক অল্প জখম হয়েছেন। তবে মোটর সাইকেলের চালক চোট পাননি। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এমন বেহাল দশা মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের। - ফাইলচিত্র

মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডে বরাদ্দ ৫০ লক্ষ

কাজ শুরু নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গত বছর দুর্গাপুজোর আগে আলিপুরদুয়ারের মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের সমস্যা নিয়ে বৈঠক হয়েছিল। মহকুমা শাসক, পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে সেই বৈঠকে ছিলেন ওই স্ট্যান্ডের ব্যবসায়ী সহ অটো-টোটোচালকরা। সেই বৈঠকে বাসস্ট্যান্ড সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের কাজ চালু হয়নি। দ্রুত সেই বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে তাঁরা প্রশাসনের প্রতি ভরসা রাখছেন।

মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের ব্যবসায়ী মুন্না পণ্ডিতের কথায়, 'ব্যবসা আর সেরকম হয় না। যাত্রীদের অধিকাংশ বাসস্ট্যান্ডের বদলে চৌপথি এলাকায় গাড়িতে উঠছেন। যাত্রী সেভাবে স্ট্যান্ডে না আসায় ব্যবসা মার খাচ্ছে। যদিও স্ট্যান্ডটি সংস্কারের টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে তবে কাজ শুরু হচ্ছে না কেন?'

এবিষয়ে জেলা শাসক আর বিমলা জানান, বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের বিষয়ে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিষয়টি টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। টেন্ডার হয়ে গেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। এছাড়া বাসস্ট্যান্ডের ভিতরের রাস্তাটি পেভার্স ব্লকের রাস্তা হতে চলেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের দাবি, 'ইতিমধ্যে মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

আলিপুরদুয়ার শহরে রয়েছে দুটি বাসস্ট্যান্ড। একটি সরকারি বাসস্ট্যান্ড। আরেকটি বেসরকারি মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ড। শহর সংলগ্ন শোভাগঞ্জ এলাকার মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের পুরোনো টিকিট কাউন্টার সেন্টার বর্তমানে জঙ্গলের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ভেতরে ঢোকার রাস্তা বর্তমানে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। সেখানে আগের মতোই মালবাহী গাড়ি বাসস্ট্যান্ডের ভেতর রাখা রয়েছে। ওই স্ট্যান্ডে তৈরি করা নতুন শৌচাগারের এখনও পর্যন্ত উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে অটো-টোটো বা ম্যাক্সিমো গাড়িগুলি স্ট্যান্ডের ভেতরে না গিয়ে বাইরে বিশেষ করে চৌপথি থেকে যাত্রী ওঠানামা করছে।

এবিষয়ে মনোজিৎ নাগ সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গোপাল সরকার বলেন, 'প্রায় চার মাস আগে বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল দ্রুত বাসস্ট্যান্ডটিকে সংস্কার করা হবে। এরপর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথাও শুনেছি বাসস্ট্যান্ডের সংস্কারের জন্য। কিন্তু বর্তমানে সেই সংস্কারের কোনও কাজ শুরু হয়নি। আমরা দ্রুত বাসস্ট্যান্ডটি সংস্কারের দাবি করছি।'

আরেক ব্যবসায়ী তপন সাহা জানান, ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাসস্ট্যান্ডের সংস্কারের জন্য শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় কী হল? বাসস্ট্যান্ডের উন্নতি হলে এলাকারও উন্নতি। শহরের মধ্যেকার এই এলাকাটি কেন উন্নয়নের হাত থেকে বঞ্চিত থাকবে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এবিষয়ে পুরসভার বিরোধী কংগ্রেস কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথের অভিযোগ, 'বাসস্ট্যান্ডটির উন্নতি নিয়ে কেউই সিরিয়াস নয় দেখা যাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে এলাকার মানুষজন অনেকটা আর্থিকভাবে বাসস্ট্যান্ডটির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডটির উন্নতি না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা মার খাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দেখা যাক অর্থবরাদ্দের কথা বলার পর কবে কাজ শুরু হয়।'

একনজরে

- মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের পুরোনো টিকিট কাউন্টারটি জঙ্গলের স্তূপে পরিণত
- রাতে নেশার আসর বসছে
- স্ট্যান্ডে গাড়ি সেভাবে না আসায় যাত্রী কমেছে
- বাসস্ট্যান্ডের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়
- প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের জন্য

নতুন ব্লক কমিটি

শামুকতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ ব্লক কমিটি ঘোষিত হল সোমবার। নতুন সেই কমিটিতে ৩৬ জনকে বিভিন্ন পদে বসানো হয়েছে। সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশমতো সক্রিয় সদস্যদের পদে আনা হয়েছে। শুভদীপ দেবনাথকে আবার সভাপতি পদে আনা হয়েছে। তবে সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নতুন মুখ আনা হয়েছে।

এদিন টটপাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাকাল চৌপথি এলাকায় এক সভা হয়। সেখানেই নতুন ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আগামী ১৬ মার্চ আলিপুরদুয়ার জেলার কমিটির সম্মেলনকে সফল করার ডাক দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, সহ সভাপতি শ্যামল নাথ, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাস প্রমুখ। সংগঠনের ব্লক সভাপতি শুভদীপ দেবনাথ বলেন, 'গত এক বছরে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পেরেছি। জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা আমাদের লক্ষ্য।'

সরকারি বাস পরিষেবা চালুর দাবি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শামুকতলা থেকে কোচবিহার জেলা শহর পর্যন্ত সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে আছে সাত বছরের বেশি সময় ধরে। বারবার দাবি জানিয়েও সে সমস্যার সমাধান হয়নি। কোচবিহার জেলা শহর যাওয়ার জন্য অবিলম্বে সরকারি বাস পরিষেবার দাবি তুলেছেন বাসিন্দা থেকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যুক্তরা।

বাস পরিষেবা চালু নিয়ে শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে'র বক্তব্য, 'শুধু ব্যবসা বা চিকিৎসাই নয়। কোচবিহার উত্তরবঙ্গের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। আর তাই সেখানকার ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখতে শামুকতলা থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ কোচবিহারে যান। বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে শামুকতলা-কোচবিহার রুটে বাস চালানোর দাবি জানিয়েছি। সুরাহা হয়নি। অবিলম্বে শামুকতলা-কোচবিহার রুটে অন্তত দুটি বাস চালু দাবি জানাচ্ছি।'

বাম চা শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিদ্যুৎ গুনের প্রতিক্রিয়া, 'শামুকতলা থেকে কোচবিহার সরাসরি বাস না থাকায় এলাকার দশটি চা বাগানের বাসিন্দারা দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রাক্তন ডিরেক্টর মৃদুল গোস্বামী জানালেন, শামুকতলা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত দ্রুত বাস পরিষেবা চালু করার বিষয়ে তিনি নিগমের চেয়ারম্যানের কাছে আর্জি জানাবেন।

অন্তত দশটি চা বাগান, ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দশ লক্ষের বেশি মানুষকে বিভিন্ন কাজে কোচবিহারে যান। কিন্তু এই এলাকাগুলি থেকে কোচবিহার শহরে যাতায়াতের সরাসরি সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস চলাচল করে না। এরফলে প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে কার্তিক, কোহিনুর, ধওলাঝোরা, তুরতুরি, জয়ন্তী, রায়ডাক, হাতিপোঁতা, ফাঁসখোয়া, চুনিয়া, মহাকালগুড়ি এবং শামুকতলার বাসিন্দাদের। ওই এলাকাগুলি থেকে দ্রুত কোচবিহার পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালুর দাবি তুলেছেন তাঁরা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শামুকতলা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করেও সেটা তুলে নেওয়া হয়। সাত বছরের বেশি সময় ধরে সে পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। সেই পরিষেবা চালু করতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কাছে বারবার দাবি জানালেও কোনও কাজ হয়নি।

এবিষয়ে রায়ডাক বাগানের কর্মী রাজা বসু বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে রায়ডাক চা বাগানে থাকি। মাঝেমধ্যেই কোচবিহারে যাই। কোচবিহারের ওপর নির্ভরশীল এলাকার বিশাল অঙ্কের মানুষ। বাস চালু হলে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ কমবে।'

টুকরো খবর

প্রসাদ বিলি

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশীধরপুর গ্রামে মহাপ্রভুর ভোগ খাওয়ানো হয়। এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বংশীধরপুর, কালীপুর, শিশাগোড়, এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয়। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়ানো হয় প্রসাদ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কালচিনি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণায় কর্মচারী মহলে উৎসাহ ছড়িয়েছে। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে কালচিনির বিডিও অফিস চত্বরে এই ঘোষণার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচি পালন করা হল।

হাতির হানা

শামুকতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাতেও বুনো হাতি হানা দিল ছোট চৌকিরবস গ্রামে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ছিপড়া জঙ্গল থেকে একটি বুনোটি প্রায় এক বিঘা জমির আলু নষ্ট করে দিয়েছে। বন দপ্তর ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে।

ডুয়ার্সের ভাষা, জনজাতির সংস্কৃতি নিয়ে উৎসব

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্সের নৃতত্ত্ব ও ভাষাগত বৈচিত্র্য গবেষকদের আগ্রহের বিষয়। এবার আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের ভাষা-জনজাতির সংস্কৃতিকে গবেষকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈচিত্র্যময় ভাষা ও লোক উৎসব হতে চলছে প্রথমবারের জন্য। আগামী ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি আপনকথা, সৃষ্টিলোক সংগঠন ও একটি কোম্পানি এই উদ্যোগ নিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই উৎসব হবে রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন বইগ্রাম পানিঝোরায়। ইতিমধ্যে উৎসব উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

আপনকথা সংগঠনের সম্পাদক পার্থ সাহা জানান, ডুয়ার্সের ভাষা, জনজাতি ও তাদের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা গবেষণা বিষবস্তুর আকর। সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরে তার চর্চা, সংরক্ষণ ও ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উৎসবের আয়োজন। তিনি বললেন, 'একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার তৈরি আমাদের লক্ষ্য। যেখান থেকে গবেষকরা তাদের প্রয়োজনমতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।'

দুইদিন মিলিয়ে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে পানিঝোরায়। তামাং, টোটো, কুরুক, রাভা সহ

সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। বইগ্রাম পানিঝোরায়।

সাতটি ভাষার লিপি প্রদর্শনী থাকছে। সেইসঙ্গে জেলার আদিবাসী পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার মোট ৫০টি লিটল ম্যাগাজিন স্টল থাকবে। চিত্রশিল্পীদের ডুয়ার্স বিষয়ক ছবির গ্যালারি, লাইভ আর্ট ও সেইসঙ্গে সরাসরি বিভিন্ন হাতের কাজের দেখা মিলবে এই উৎসবে। থাকছে সেলফি জোন।

মেচ, তামাং, রাভার মুখোশ প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হবে। অনুষ্ঠানের দু'দিন মিলিয়ে বিভিন্ন ভাষায় ১০০ জন কবি কবিতা পাঠ করবেন। সেইসঙ্গে ৬টি পত্রিকা ও একাধিক বইও প্রকাশ পাবে অনুষ্ঠানে। মোট ৩৫০ জন শিল্পী অংশ নিতে চলেছেন প্রথমবারের ডুয়ার্সের ভাষা-জনজাতির সংস্কৃতি উৎসবে।

উৎসব প্রাঙ্গণে নানা ধরনের স্থানীয় খাবার থাকবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। নেপালিদের শেলরুটি, গোর্খা সম্প্রদারের আচার থাকছে। পাশাপাশি থাকছে গারোদের ফুরাকারী, রাভাদের গুগলি, অরুকান্দার মতো বিশেষ খাবারগুলি। পর্যটক থেকে শিল্পীদের মন কাড়বে সেই খাবারগুলি। বাঙালি সহ অন্য সম্প্রদায়ের খাবার যে উৎসব প্রাঙ্গণে থাকবে তা নিয়ে সংশয় নেই।

এ বছর সাদরি ভাষা ও বাংলা ভাষায় দুজনকে ভাষা সম্মান দেওয়া হবে ওই অনুষ্ঠানে। দুইদিনের অনুষ্ঠান মিলিয়ে ৩০টি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জমজমাট হতে চলেছে। এই আয়োজন বৈচিত্র্যময় ভাষা ও লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি অন্যতম ক্ষেত্র তৈরি করবে বলে আয়োজকদের আশা। যার মধ্য দিয়ে ডুয়ার্সের পর্যটন আরও ব্যাপ্ত হবে।

অনুষ্ঠানের আকর্ষণ

- টোটো, রাভা সহ ৭টি ভাষার লিপি প্রদর্শনী
- জেলার আদিবাসীদের নিয়ে তথ্য প্রদর্শন
- ৫০টি লিটল ম্যাগাজিন স্টল
- বিভিন্ন ভাষায় কবিতা পাঠ
- নেপালি, গোর্খা গারোদের বিভিন্ন খাবার

ট্যাংকে মৃত ২

নন্দীগ্রামে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ক'দিন আগেই কলকাতায় ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মারা যান অনেকে।

দুষ্কৃতী হামলা

শনিবার গভীর রাতে খাস কলকাতার নিউমার্কেট এলাকায় দুই ব্যবসায়ীর ওপর হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। ওই দুই ব্যবসায়ীর গলায় কোপ মারা হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

সর্বস্ব লুট

বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধ দম্পতিকে অস্ত্র দেখিয়ে খুনের হুমকি দিয়ে সর্বস্ব লুট করল দুষ্কৃতীরা। রবিবার রাতে ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে দমদমে।

ধৃত ২

শনিবার রাতে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে অস্ত্র সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর জেলার পুলিশ।

পলাতক স্ত্রী, আদালতে ভর্ৎসিত স্বামী

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্বামীর কিডনি বিক্রির টাকা নিয়ে পলাতক স্ত্রী। কিন্তু আদালতে ভর্ৎসিত হতে হল স্বামীকে। আগেই হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেছিলেন স্বামী। কিন্তু স্ত্রী জানান, স্বেচ্ছায় প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছেন তিনি। তাই ওই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এবার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বামী। হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা আদালতে সোমবার অভিযোগ করেন, স্ত্রী তাঁর কিডনি বিক্রির টাকা, গয়না নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। অথচ পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। উলটে বারবার তাঁর বাড়িতে এসে হেনস্তা করছে তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিরাপত্তা ও স্ত্রীর নিয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার দাবি করেন। অভিযোগ শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এটা তো আপনাদের ঘরোয়া বিষয়। আদালত কী করবে? পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলে যাবেই।' তবে রাজ্যের থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি।

আরজি করে নিষিদ্ধ আরও এক স্যালাইন

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মেদিনীপুর হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডের পর বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যালসের রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন বাতিল করা হয়েছিল আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এবার বাতিল করা হল ভিশন পেরেন্টাল প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্লুইড মেডিসিন ইনজেকশন। হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ থেকেই ওই ওষুধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্যালাইন কাণ্ডের পরই আরজি কর সহ রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল থেকে অভিযুক্ত সংস্থার স্যালাইন তুলে নেওয়া হয়। এবার বাতিল করা হল ফ্লুইড মেডিসিন ইনজেকশন। সম্প্রতি ওই ইনজেকশন দেওয়ার ফলে রোগীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে খবর। এরপরে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই ওষুধ বন্ধের নির্দেশ দেন আরজি কর কর্তৃপক্ষ। মেদিনীপুর কাণ্ডের পর ১৩ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয় ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। যে মামলার তদন্ত করছে সিআইডি।

আহা, আজি এ বসন্তে...

ফাল্গুন এসে গেছে। বসন্ত আবাহনে বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা নেমে পড়েছেন পথেই। সোমবার শান্তিনিকেতনে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

পাহাড়ের দুর্নীতিতে প্রশ্নে রাজ্য

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ের নিয়োগ দুর্নীতিতে আবারও হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য। সোমবার রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মন্তব্য করেন, 'পাহাড়ে যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া আদৌ মানা হয়? সেখানে কমিশন আদৌ আছে? পাহাড়ে নিয়োগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও ভূমিকা রয়েছে?' এদিন জিটিএ এলাকায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'পাহাড় ছাড়া সারা রাজ্যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া মানা হয়। পাহাড়ে কেন হয় না? পাহাড়ে কমিশনের আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে মূল দপ্তরের সমন্বয় আদৌ আছে কি?' এভাবেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন বিচারপতি।

জিটিএ এলাকায় গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য। পাহাড়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিতে আদালত-বান্ধব নিয়োগ করে সমাধান সূত্র পেতে চায় হাইকোর্ট। এদিন আইনজীবী কৌশিক গুপ্তকে আদালত-বান্ধব হিসাবে নিযুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন বিচারপতি। তবে এই মামলায় আবেদনকারী আইনজীবী সহ অন্যান্য আইনজীবীর উপস্থিতি নিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কেন আইনজীবীরা উপস্থিত থাকেন না? আমি মামলা খারিজ করে দিতে বাধ্য হব।' সাতদিন পর ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে। তখন বিচারপতি নির্ধারণ করবেন মামলাটি শুনবেন কি না।

এর আগেও পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে একটি মামলায় বেনামি চিঠিতে তৃণমূল নেতাদের নামে অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। তা নিয়ে বিধাননগর উত্তর থানায় ওই তৃণমূল নেতাদের নামে এফআইআরও দায়ের করা হয়। এই সংক্রান্ত মামলায় তদন্ত করছে সিআইডি। তবে সেই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট নয় আদালত।

পুরসভায় বিক্ষোভ ইঞ্জিনিয়ারদের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না পদোন্নতি, শূন্যপদও পূরণ হচ্ছে না। এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার কলকাতা পুরসভার অতিরিক্ত পুর কমিশনার প্রবালকান্তি মাইতির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা।

এদিন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা 'ছিছি' লেখা পোস্টার গলায় ঝুলিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন। অতিরিক্ত পুর কমিশনার প্রবালকান্তি মাইতির অফিসের সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের দাবি, সাড়ে তিন বছর ধরে কোনও পদোন্নতি হচ্ছে না। এজন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁরা। পুরসভাও পালটা মামলা দায়ের করে ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু আজও সমস্যার সমাধান হয়নি। বিক্ষোভকারী ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ১৫ জন আধিকারিককে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। তাতে আন্দোলনকারীদের কথা শোনা হয়। কিন্তু একটি চক্র সমস্যা সমাধানে বাধা দিচ্ছে। এর প্রতিবাদেই এই বিক্ষোভ।

আজ টিভিতে

অনির প্রতি তীব্র অভিমান নিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসবে রাই?
মিঠি ঝোরা রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদাঠাকুর, ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৭.৩০ মহান, রাত ১০.৩০ জামাইরাজা, ১.০০ কালপুরুষ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ এই ঘর এই সংসার, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ পুত্রবধূ, রাত ১০.০০ মাটির মানুষ, ১২.৩০ দেখ কেমন লাগে
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.০৫ হানিমুন, সন্ধে ৬.৩০ সংগ্রাম, রাত ৯.৩৫ অমানুষ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ডাকাতের হাতে বুলু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১.৫০ ভিভেগম, বিকেল ৪.৫১ বিবি নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৯ সত্যভামা, রাত ১০.৩৩ কয়েদি নম্বর ১৫০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩০ দোবারা, ২.৪৬ কঞ্জুস মক্ষীচুস, বিকেল ৪.৫১ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৪৫ ইয়ে শালি আশিকী, রাত ৯.০০ ফোন ভূত, রাত ১১.১৬ লায়লা মজনু

অমানুষ রাত ৯.৩৫ **জলসা মুভিজ**

ওয়ান্টেড দুপুর ১.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

কঞ্জুস মক্ষীচুস দুপুর ২.৪৬ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.১১ স্পিড, দুপুর ১.০৬ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ২.৩২ এক্স-মেন : ফার্স্ট ক্লাস, রাত ৮.৪৫ রকি-ফোর, ১০.৩০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ

র‍্যাপটরস
দুপুর ১২.৩৫
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

বকেয়া আদায়ে মমতার নির্দেশ

ভুয়ো জব কার্ড বাতিলে অবস্থান পালটাতে নারাজ কেন্দ্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে একশো দিনের কাজে ভুয়ো জব কার্ডে টাকা তোলা নিয়ে এখনও ব্যতিব্যস্ত রাজ্য সরকার। বারবার এই নিয়ে কেন্দ্রের অভিযোগের মাশুল গুনে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। মূলত এই অভিযোগেই ২০২২ সাল থেকে রাজ্যের একশো দিনের বকেয়া প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রককে একাধিকবার সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান পেশ করলেও ছবিটা বদলায়নি। রাজ্যের বকেয়া টাকা মঞ্জুর করেনি কেন্দ্র। ভুয়ো জব কার্ডের অজুহাত ধরেই এখনও বসে আছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক। অতি সম্প্রতি আবার কেন্দ্র রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে ভুয়ো জব কার্ড সংক্রান্ত সমস্যাকেই মূল বিষয় বলে উল্লেখ করে। এই সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর কথা আবার মনে করিয়েছে তারা। এমনকি ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশিকা রয়েছে, সেটাও আবার উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

একশো দিনের কাজে কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া অর্থ না পাওয়ায় তিন বছর ধরে বিপাকেই পড়ে রয়েছে রাজ্য। উলটে কেন্দ্রের এই ভূমিকা মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার নিজেই তার অর্থে এই ধরনের প্রকল্প চালু করেছে। একশো দিনের জায়গায় রাজ্যের মানুষের ৫০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে পালটা প্রকল্প নিয়েছে সরকার। বকেয়া পাওনা মেলা এখনই সম্ভব হবে না ধরে নিয়ে রাজ্যকে তার নিজের টাকায় এই প্রকল্প চালাতে হচ্ছে। এতে রাজকোষের ওপর আর্থিক বোঝাও বাড়ছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, একদিকে যেমন কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। অন্যদিকে টাকা পেতে কেন্দ্রের শর্তপূরণে যা যা করা দরকার করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য ও পরিসংখ্যান রাজ্যের হাতে রাখতে হবে।

মোদি ও মমতা : সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা পাওনা নিয়ে বিতর্ক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'কেন্দ্রের কাছে বকেয়া আদায়ে চাপ সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের ব্যাপারে কেন্দ্র যা যা শর্ত চাপাচ্ছে, তা মেনে নিয়ে আমাদেরও এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি রাখতে হবে। টাকা আদায়ের চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না।' এই নিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথাও হয়ে গিয়েছে বলে সোমবার নবান্ন সূত্রের খবর।

দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে এদিন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কেন্দ্র টাকা দেবে না বলেই ধরে নিয়েও আমাদের আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্রের কাছে এই নিয়ে আমাদের দরবার করার রাস্তাও বন্ধ হচ্ছে না।'

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, আবার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার জন্য রাজ্যের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে এই নির্দেশই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেই সূত্রেই বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রের শর্ত রাখতে যা যা প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তার জন্য তৈরি থাকতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতি হিসেবে পঞ্চায়েত দপ্তর এখন রাজ্যের সব জেলাকে জব কার্ড বাতিল সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান রিপোর্ট পাঠানোর জন্য আবার নির্দেশ দিয়েছে। সঙ্গে জব কার্ড বাতিল হওয়ার পর উপভোক্তাদের পাওয়া টাকা ফেরত পাওয়া গিয়েছে কি না তাও জানাতে বলা হয়েছে। ভুয়ো জব কার্ড বাতিল করার জন্য কেন্দ্রের নির্দেশিকা ঠিকমতো মানা হয়েছে কি না, তাও সবিস্তারে জানাতে বলা হয়েছে।

সিপিএমে চর্চায় জেলা সম্পাদকের নতুন নাম

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে নতুন কমিটির গঠনের সময় ভোটাভুটিতে হেরেছেন বিদায়ি জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। ফলে ওই জেলার সিপিএমে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের চিত্র প্রকট হয়েছে। খোদ জেলা সম্পাদকের পরাজয়ে স্পষ্ট হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনায় আলিমুদ্দিনের দূরদর্শিতার ব্যর্থতা।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার নতুন জেলা সম্পাদক ঘোষণা করা হবে। তা নিয়ে এখন জেলা সিপিএম ও আলিমুদ্দিনের অন্দরে বিস্তর চর্চা চলছে। কাকে ওই পদে বসানো হবে এবং তাতে বাকিদের সন্তুষ্ট করা যাবে কিনা এই বিষয়টি এখন ভাবাচ্ছে আলিমুদ্দিনকে।

দলের একাংশের বক্তব্য, তরুণ ও অভিজ্ঞ কোনও নেতাকে জেলা সম্পাদকের পদে বসানো হোক। এই পরিস্থিতিতে বুধবার নতুন জেলা কমিটিকে ডাকা হয়েছে আলিমুদ্দিনে। সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মৃণাল চক্রবর্তীকে নিয়ে আগেই জেলা সিপিএমের অন্দরে ক্ষোভ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাই সম্মেলনের সময় তাঁকে সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া বক্তব্য রাখা হয়েছিল রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। তবে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। নীচু স্তরের কর্মীদের মনোভাব বুঝতে শীর্ষ নেতাদের খামতি রয়েছে বলে মনে করে দলের একাংশ নেতা। তাই উত্তর ২৪ পরগনার পরিস্থিতি বুঝতে দেরি হয়েছে আলিমুদ্দিনের।

গত রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলন শেষ হয়েছিল। কিন্তু নতুন কমিটি গঠন করা যায়নি। ৭৪ জনের যে নামের প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছিল, তার পালটা আরও ২৭ জনের নাম জমা পড়ে। শেষ পর্যন্ত ২৫ জন নাম প্রত্যাহার করলেও মধ্যমগ্রাম ও সল্টলেকের দুই নেতা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। সুজন চক্রবর্তী, মানস মুখোপাধ্যায়ের মতো শীর্ষ নেতারা ভোটাভুটির বিষয়টি এড়াতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

ব্যতিক্রমীভাবে প্রথম উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন জেলা কমিটি গঠন করতে হয়েছে। জেলা কমিটিতে মধ্যমগ্রামের ওই নেতা সনৎ বিশ্বাস জয়ী হয়েছেন। ফলে তিনি জেলা কমিটিতে থাকছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই মৃণাল চক্রবর্তী। তাঁর পরাজয়ের ফলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে আলিমুদ্দিনের বিচক্ষণতার অভাব এবং জেলায় একাধিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

'আধার কার্ড থাকলেই কি ভারতীয়'

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : 'আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকলেই ভারতীয় নাকি? বহু বাংলাদেশির কাছে এই ধরনের নথি রয়েছে। কেউ কেউ নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে আয়করও দেন', একটি জামিন সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। একটি জামিন সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'অনুপ্রবেশকারী অনেক বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে এদেশের ভুয়ো আধার, ভোটার, র‍্যাশন কার্ড, পাসপোর্ট রয়েছে। তাঁরা এদেশে বসবাস করছেন। এদেশের নাগরিক প্রমাণ করার জন্য আয়করও দেন অনেকে। দেখছেন না আমেরিকা তো অবৈধভাবে থাকার অভিযোগে আমাদের দেশের কতজনকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই নথি থাকলেই তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।'

অনুপ্রবেশের অভিযোগে বর্ধমানের এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ১৩ মাস ধরে তাঁরা বন্দি রয়েছেন। তাই হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান ওই দম্পতি। তখনই বাংলাদেশিদের ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। আবেদনকারীদের আইনজীবীর দাবি, ২০১০ সালে ওই দম্পতি বাংলাদেশ থেকে পূর্ব বর্ধমানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের ভারত সরকার প্রদত্ত আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তাঁরা বাড়িও পেয়েছেন। পুলিশ বিনা কারণে ভুয়ো পাসপোর্ট থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে ওই দম্পতিকে। তখনই ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'জাল পাসপোর্ট তৈরি করে ভারতে আসা অনেক বাংলাদেশির কাছে এরকম আধার ও ভোটার কার্ড রয়েছে। এই দম্পতি ভারতীয় নাগরিকত্বের সরকারি নথি ও প্রমাণপত্র নিয়ে আসলে তবেই জামিন মঞ্জুর করবে আদালত।' তবে আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন, ফরেন সিটিজেনশিপ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের ধারা দুই অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁরা ফরেন সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের আওতায় পড়বেন না। তবে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এই যুক্তি মানতে নারাজ। ওই দম্পতির জামিনের আবেদন খারিজ করে আদালত।

বেআইনি নির্মাণ রুখতে কমিটি গঠন রাজ্যের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি নির্মাণ রুখতে রাজ্য পর্যায়ের বিল্ডিং কমিটি গঠন করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এই কমিটিতে ৮ জন সদস্য রয়েছেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এই কমিটির চেয়ারপার্সন। খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞরাও থাকছেন কমিটিতে। রাজ্যের কোনও জায়গায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় হেলে পড়া বাড়ির ঘটনা সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। তাই শুধু কলকাতা পুরসভাই নয়, সারা রাজ্যের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাতে বেআইনি নির্মাণ রোখা যায়।

বেআইনি নির্মাণ বা এই সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা থাকলে তা খতিয়ে দেখে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ দেবে এই কমিটি। বিপজ্জনক বাড়ির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের সঙ্গে আলোচনাও করতে পারবেন কমিটির সদস্যরা। রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তাঁদের কাছে থাকবে। প্রয়োজনে কোনও পুর দপ্তর অঞ্চলভিত্তিক বিষয়ে কমিটির সদস্যদের থেকে পরামর্শ চাইতে পারে। পুর দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে এই কমিটির বিষয়ে জানানো হয়েছে।

সিবিআইয়ের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে আর্থিক দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সোমবার সিবিআইয়ের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, সিবিআই কি কাজ করবে না বলে এ ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে? বাংলায় থেকে সিবিআইয়ের এমন দশা হয়েছে? সাধারণ মানুষের টাকা তছরুপ হয়েছে, সেখানে রাজ্যের অনুমোদনের জন্য এফআইআর দায়ের করেনি সিবিআই।

বিচারপতি বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে এফআইআর করতে গেলে রাজ্যের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। নথি ও তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী সিবিআই সিদ্ধান্ত নেবে এফআইআর করা হবে কি না।' ব্যাংক দুটিতে আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় কয়েক বছর আগে অভিযোগ হলেও সিবিআই কোনও এফআইআর দায়ের করেনি। তাই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের অনুমোদনের জন্য কেন অপেক্ষা করবে সিবিআই? কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, পাবলিক সেক্টর সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য রাজ্যের অনুমোদন নিষ্প্রয়োজন।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধান করে প্রথমে ব্যাংকগুলিকে জানিয়ে তাদের মতামত নেবে। তারপর দ্রুত এফআইআর দায়ের করবে। সিবিআইয়ের ডিআইজিকে দুটি মামলায় তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৫ ফাল্গুন ১৪৩১

ক্ষমাহীন অপরাধ

মহাকুম্ভের পথে নিঃসন্দেহে মহাবিপর্যয়। পুণ্য করতে গিয়ে এমন বিপদের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এর আগে কুম্ভে অগ্নিকাণ্ড, হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনাগুলি আকস্মিক। কিন্তু দেশের রাজধানীর বুকে যা হল, তাতে রেল কর্তৃপক্ষের দায়সারা মনোভাবকে বেআব্রু করে দিয়েছে। নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুকে একেবারেই আকস্মিক দুর্ঘটনা বলা যাবে না। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ঘোরালো হয়েছে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তা দেখেও দেখেনি।

রাত ১০টার কিছুক্ষণ আগে বিপত্তিটা হলেও রাত ৮টা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, স্টেশনে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। দেশের রাজধানীর বুকে নয়াদিল্লির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এমনিতেই নিরাপত্তার কারণে নজরদারি বেশি থাকার কথা। সিসিটিভিতে মোড়া থাকে এ ধরনের স্টেশন। থাকে কন্ট্রোল রুম, যেখান থেকে পুরো স্টেশনের ওপর লাগাতার নজরদারি চলে। রেলের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী সবসময় লক্ষ রাখে স্টেশনের আনাচে-কানাচে।

এই পরিস্থিতিতে ওপচানো ভিড় দেখে সতর্ক হওয়াই নিয়ম রক্ষীবাহিনীর। রেল প্রশাসনেরও পরিস্থিতি অজানা থাকার কথা নয়। কুম্ভগামী জনতার সংখ্যা যে নেহাত কম হবে না, আগাম টিকিট কাটার বহর দেখে তা বুঝে যাওয়া উচিত রেল কর্তৃপক্ষের। সেই টিকিটের সিংহভাগই ছিল সাধারণ শ্রেণির। ঘটনার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে রাত ৮টার পরই স্টেশনের আজমেরি গেটের দিকের ওভারব্রিজটিতে জনস্রোত দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় অচল হয়ে গিয়েছিল।

সিসিটিভি ও মোতায়েন রেল রক্ষীবাহিনীর চোখে যদি তাতে বিপদসংকেত পৌঁছে না থাকে, তবে তার চেয়ে রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি আর কিছু হতে পারে না। ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপর ওভারব্রিজটিতে যে পরিমাণ লোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও ছিল। চেষ্টা করেও লোক এগোতে পারছিল না। এসবই রেল প্রশাসনের আগাম বোঝার কথা। বোঝার সমস্ত রকম বন্দোবস্ত রেলের আছে।

তা সত্ত্বেও যদি রেল না বুঝে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে হয় বোঝার বন্দোবস্তগুলি অচল বা অকেজো হয়েছিল, নচেৎ বুঝেও পদক্ষেপ করেনি রেল কর্তৃপক্ষ। যখন কুম্ভে পুণ্যার্থীদের আমন্ত্রণের জন্য এত প্রচার চলছে সরকারি তরফে, তখন তাঁদের যাত্রাপথ মসৃণ করা সাধারণ প্রশাসনের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ট্রেনে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় গত কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল। উঠতে না পেরে ট্রেনে ভাঙচুর, অন্য যাত্রীদের ওপর হামলার ভিডিও যে হারে ভাইরাল হয়েছিল, তাতেও বিপদের আঁচ স্পষ্ট ছিল।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইসব হামলা বা তাণ্ডব ঠেকানোর চেষ্টা করেনি রেল। অপরাধ করেও সবাই পার পেয়ে গিয়েছে। কুম্ভে শেষ স্নানের আগে প্রয়াগরাজমুখী ভিড় যে মারাত্মক চেহারা নিতে পারে, তার সমস্ত আভাস ওইসব ঘটনায় ছিল। কিন্তু না রেল কর্তৃপক্ষ, না সাধারণ প্রশাসন যাত্রীদের এই স্রোতকে ট্রেনে তোলার, স্টেশনে জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ফলে রেল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সাধারণ প্রশাসনকেও সমানভাবে কাঠগড়ায় তোলা যায়। মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীর সংখ্যার রেকর্ড গড়ার বাসনাতেই সরকারের বেশি নজর ছিল। নিরাপত্তার দিকটা বরং অবহেলিত থেকে গিয়েছে। এতবড় মেগা ইভেন্ট সামলানো শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকারের দায়িত্ব নয়। যে যে রাজ্য থেকে পুণ্যার্থীরা যাচ্ছেন বা যেসব রাজ্যের ওপর দিয়ে তাঁরা যাচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির অধিক সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের আশপাশের রাজ্যগুলির দায়িত্ব ও নজরদারি থাকা অত্যন্ত জরুরি। নয়াদিল্লির ঘটনা প্রমাণ করল সেই দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সবাই ব্যর্থ হয়েছে। তার ওপর ঘটনার পর রেল প্রশাসন যেভাবে প্রথম প্রথম ঘটনাটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ওই গাফিলতি ফৌজদারি অপরাধের সমতুল। অতীতে এরকম বিপর্যয়ে রেলমন্ত্রীদের ইস্তফার নজির আছে। বর্তমান রেলমন্ত্রী টুঁ শব্দ না করে রেলের ক্ষমাহীন মনোভাবকে বেআব্রু করে দিলেন।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যাস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

লালনকে মুছলে আরও বিপন্ন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে লালন উৎসব বন্ধে প্রশাসনের অবস্থান চিন্তার। ধর্মীয় নেতাদের হুমকিতে মাথা নত করেছে প্রশাসন।

অংশুমান কর

অশান্ত বাংলাদেশে মৌলবাদ যে ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ক'দিন আগেই তসলিমা নাসরিনের বই স্টলে রাখার জন্য হামলা করা হল অমর একুশে গ্রন্থমেলায় সব্যসাচী প্রকাশনার স্টলে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বন্ধ হয়ে গেল লালন স্মরণ উৎসব, যে আয়োজনটি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ টাঙ্গাইলের মধুপুরে। ২০১৭ সালে টাঙ্গাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লালন সংঘ। এই সংঘই প্রতিবছর এই লালন উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এবছর এই আয়োজনটি করা গেল না, তার কারণ মধুপুর হেফাজতে ইসলাম এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। স্মরণ অনুষ্ঠানটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তাই হেফাজতে ইসলামের তরফে অনুষ্ঠান বন্ধ করার হুমকি দেওয়ার পরেই হেফাজতের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন লালন সংঘের কর্তাব্যক্তিরা। কিন্তু সেই বৈঠকেও বরফ গলেনি।

সাম্প্রতিক অতীতে এই প্রথম লালন উৎসব বা লালন-স্মরণ যে বন্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশে, এমনটা নয়। গতবছরের নভেম্বর মাসেও এই ঘটনা ঘটেছিল। দশ বছর ধরে চলা 'লালনমেলা' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। সেবারও এই মেলা বন্ধে হুমকি এসেছিল হেফাজতে ইসলামের তরফেই। হুমকির বহর ছিল এমনই যে, বিভিন্ন জায়গা থেকে লালনভক্তরা এসে মেলা প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন শেষপর্যন্ত মেলার অনুমতি দেয়নি।

সেই লালনমেলার আয়োজক ছিলেন ফকির শাহাজালাল। মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, মেলাটি আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে পড়তে হয়েছিল হুমকির মুখে। নারায়ণগঞ্জের মেলাটি বন্ধ করে দেওয়ার পেছনে হেফাজতে ইসলাম একটি অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিল। এই সংগঠনটির নেতারা বলেছিলেন, ওই মেলাতে নাকি অপসংস্কৃতির চর্চা করা হয়! তাঁদের আপত্তির পরেও যদি মেলার আয়োজন করা হয় তাহলে যে কোনওভাবে মেলাটিকে ভন্ডুল করে দেওয়ার হুমকিও তাঁরা দিয়েছিলেন। এই হুমকির উলটো দিকে দাঁড়িয়ে নারায়ণগঞ্জের সংস্কৃতিকর্মীরা পালটা কর্মসূচি পালন করেছিলেন নারায়ণগঞ্জ শহরে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এই অজুহাত দিয়ে মেলার অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন।

নারায়ণগঞ্জের মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের মুক্তমনা উদারপন্থী চিন্তকদের অনেকেই বলেছিলেন যে, লালনমেলায় অপসংস্কৃতির চর্চা হয়- হেফাজতের এই যুক্তি নেহাত অজুহাত মাত্র। হেফাজতে ইসলাম চায় না লালনের মতাদর্শের প্রচার।

টাঙ্গাইলের মধুপুরের লালন স্মরণ উৎসব বন্ধ করার জন্য যে-হুমকি হেফাজতে ইসলাম দিয়েছে, তা কিন্তু প্রমাণ করেছে উদারপন্থী চিন্তকরা যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই সত্য। মধুপুরের হেফাজতে ইসলাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল্লাহ পরিষ্কার জানিয়েছেন, লালন স্মরণ উৎসব বন্ধ করা হয়েছে, কারণ ইসলামের সঙ্গে অনুষ্ঠানটির মতবিরোধ আছে।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় লালন ফকিরের মূর্তি ও সমাধিস্থল। পদ্মাপারের নব্য নেতাদের অনেকের কাছে লালনও যেন পরিত্যক্ত।

অর্থাৎ, লালনের মতাদর্শের সঙ্গে ইসলামের সংঘাত রয়েছে।

সত্যিই ইসলামের আদর্শের সঙ্গে লালনের মতাদর্শের কোনও বিরোধ আছে কি না তা গূঢ় দার্শনিক প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে না খোঁজার চেষ্টা করাই ভালো। এইটুকু বরং বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, হেফাজতে ইসলাম মনে করছে লালনের উদার, মানবতাবাদী, ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে-ওঠা মতাদর্শটি তাদের জন্য বিপজ্জনক। এই ধারণাটি মান্যতা পায় লালন স্মরণ উৎসবের সংগঠকদের একটি কথা থেকেও। এই উৎসবের আয়োজক সবুজ মিয়াঁ একটি সংবাদপত্রকে জানিয়েছেন যে, হুমকি এসেছিল এই মর্মে যে লালনের মতাদর্শ মধুপুরে প্রচার করতে দেওয়া হবে না। যে লালন লিখেছিলেন, 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/নারীলোকের কী হয় বিধান', কট্টরপন্থী মুসলিমরা যে তাঁকে এক কালাপাহাড় হিসেবেই দেখবেন তা বোধহয় প্রত্যাশিতই।

দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই চিন্তার হল প্রশাসনের অবস্থান। দুটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নেতাদের হুমকির কাছে মাথা নত করেছে প্রশাসন। হুমকির কাছে মাথা নত না করে প্রশাসনের উচিত ছিল লালনমেলা এবং লালন স্মরণ উৎসবকে সংগঠিত করতে সাহায্য করা। প্রশাসন তা করেনি। একই কথা প্রযোজ্য বইমেলায় সব্যসাচীর স্টলে হামলা প্রসঙ্গেও। সরকারি বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দে করা হলেও একজন হামলাকারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। উলটে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সব্যসাচী প্রকাশনার শতাব্দী ভবকে।

একইভাবে সরকার নীরব দর্শক হয়ে দেখেছে ৩২ ধানমন্ডি রোডে শেখ মুজিবুর স্মৃতিধন্য বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নীরব থেকেছে সাতক্ষীরার বইমেলায় বামপন্থী মতাদর্শের সংগঠন উদীচীর স্টলে হামলা হওয়ার সময়ও।

এ নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, শেখ হাসিনার আমলে অন্যায় হয়েছে বহু। জাতিসংঘের রিপোর্টেও একথা স্পষ্ট করা হয়েছে, জুলাই গণ অভ্যুত্থানে বলপ্রয়োগ করে, পরিকল্পিতভাবেই হত্যা করা হয়েছে ছাত্রছাত্রী সহ অসংখ্য নিরীহ মানুষকে। এই ক্ষত এখনও বাংলাদেশের স্মৃতিতে দগদগে।

একথাও মানতেই হয়, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও একটি মূলগত পরিবর্তন হয়েছে। এত সহজে ওই দেশে শান্তি আসবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, শান্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী ইউনূস ও তাঁর সরকারের সদিচ্ছা কতটুকু? মুখে তাঁরা শান্তির কথা বলছেন বটে, কিন্তু কাজে সে কথার প্রতিফলন ঘটছে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একটি নিউজ পোর্টালকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে ইউনূসের প্রেস উপদেষ্টা শফিকুল আলম বলেছেন, 'আপনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নাস্তিক- যা খুশি হতে পারেন। যে কোনও লিঙ্গের হতে পারেন। মানবাধিকারই সবচেয়ে বড় কথা।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের প্রেস উপদেষ্টা মুখে একথা বলছেন বটে, কিন্তু মানবাধিকার রক্ষণে সরকার কতখানি উদ্যমী এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ঠিক যেমন লালনমেলা ও লালন স্মরণ উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার পরে হাস্যকর ঠেকছে শফিকুল আলমের বলা এই কথাটিও যে, তাঁদের চিন্তায় 'নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আছেন। লালন ফকির আছেন'।

ইউনূস সরকারের বোঝা উচিত যে, কোনও ধরনের ধর্মীয় সংগঠনের চাপের কাছে মাথা নত করা আসলে বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কবি সোহেল হাসান গালিবের গ্রেপ্তার এই বার্তাই দিচ্ছে। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পক্ষ নিয়েছিলেন গালিব। কিন্তু একটি কবিতায় তিনি নবির অসম্মান করেছেন মৌলবাদীরা এই দাবি তোলায়, তাঁকে জেলে পুরতে বাধ্য হয়েছেন ইউনূস সরকার। ইউনূস সরকার কথায় ও কাজে ফারাক দেখাতে থাকলে, এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে।

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া ইউনূসের মনে রাখা উচিত যে, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব বিশেষ করে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। দায়িত্ব মাজার-মন্দিরে হামলা রোখা। নতুন সংবিধান রচনা করার চেয়ে এই কাজ কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ক্রমশ সংঘটিত হতে শুরু করেছে। হিন্দু এবং মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়েরই কট্টরপন্থী মানুষজনের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য ভালো কোনও বার্তা বয়ে আনবে না। মনে রাখা উচিত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে মূলগত তফাত রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বলিদান দিয়ে বাংলাদেশ শান্ত ও সুস্থির থাকবে না। লালনকে বাদ দিলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আশা করি দেশটির বর্তমান কান্ডারি স্মরণে রেখেছেন যে, দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই উপমহাদেশের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে লিখেছিলেন, ''হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/ কান্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!'

(লেখক সাহিত্যিক, অধ্যাপক)

আজ

১৮৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

১৯৭৭

অভিনেত্রী কাবেরী বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে ভারতকে প্রথমে তিস্তার পানি দিতে হবে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই বন্ধুত্ব হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ভারত বন্ধুত্ব পাতাতে চাইলে কোনওমতেই ওদের দাদাগিরি করা যাবে না।

- ফখরুল ইসলাম
(বাংলাদেশের বিএনপির মহাসচিব)

ভাইরাল/১

ট্রেনে ফের অপ্রীতিকর ঘটনা। এবার ছোলা লুটের ভিডিও ভাইরাল। ভিড় ট্রেনে ছোলা বিক্রি করতে উঠেছিলেন এক বিক্রেতা। সুযোগ বুঝে কয়েকজন তাঁর মাথায় রাখা ঝুড়ি থেকে মুঠো মুঠো ছোলা তুলে খেতে থাকেন। ছিছিক্কার নেটিজেনদের।

ভাইরাল/২

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বক্সারে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের মাঠটি ফুলের টব দিয়ে সাজানো। মুখ্যমন্ত্রী চলে যেতেই জনতা টবগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। মুহূর্তে মাঠ প্রায় ফাঁকা। কিছু কচিকাঁচাকেও মাথায় করে টব নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

জনমন
জনমত

বাজেট বাড়লেই গবেষণার মান নাও বাড়তে পারে

এবারের বাজেটে গবেষণার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে ১০ হাজার নতুন ফেলোশিপের। সংখ্যার দিক থেকে দেখলে এটা অবশ্যই ভালো খবর। কিন্তু শুধু বাজেট বাড়লেই কি গবেষণার মানোন্নয়ন হবে? বরাদ্দ করা টাকা ঠিকমতো কাজে না লাগলে বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আটকে থাকলে, গবেষকদের সমস্যার আসল সমাধান হবে না।

ভারতে গবেষণার অন্যতম বড় সমস্যা আমলাতান্ত্রিক বাধা। গবেষণার অনুদান পাওয়ার জন্য অনেক ধাপে অনুমোদন নিতে হয়। ফলে টাকা হাতে আসতে দেরি হয়। ল্যাবের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। এত ঝামেলার মধ্যে অনেক মেধাবী গবেষক হতাশ হয়ে যান। তাই শুধু টাকা বরাদ্দ করলেই হবে না, বরং সেটার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাটাই আসল চ্যালেঞ্জ।

আরেকটি বড় সমস্যা, গবেষণায় বেসরকারি বিনিয়োগের অভাব। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে গবেষণায় বিনিয়োগ করে। গুগল, মাইক্রোসফট বা টেসলার মতো কোম্পানিগুলো গবেষণায় প্রচুর অর্থব্যয় করে এবং নতুন উদ্ভাবনগুলো সরাসরি প্রযুক্তি ও শিল্পে কাজে লাগে। কিন্তু ভারতে গবেষণার মূল ভরসা শুধু সরকারি তহবিল। ফলে গবেষণার গতি ধীর হয়ে যায় আর অনেক প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্প মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতীয় গবেষকদের বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা ('ব্রেন ড্রেন') আরেকটি বড় সমস্যা। শুধু বেশি বেতনের জন্য নয়, বরং উন্নত গবেষণার সুবিধা, ভালো ল্যাব, অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা এবং কম প্রশাসনিক ঝামেলার কারণেই গবেষকরা বিদেশে যেতে চান। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া এই সমস্যার ভালো সমাধান করেছে। তারা গবেষকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বড় বৃত্তি, গবেষণা অনুদান এবং অত্যাধুনিক ল্যাব সুবিধা দিয়েছে। ফলে, তারা 'ব্রেন ড্রেন'-এর বদলে 'ব্রেন গেন' ঘটাতে পেরেছে।

ভারতেও যদি গবেষকদের জন্য উন্নত সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা যায়, ল্যাবগুলোর মান বাড়ানো হয় এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানো হয়, তাহলে গবেষণার মানও বাড়বে। সরকার গবেষণার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছে, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। কিন্তু সেই টাকা গবেষকদের হাতে সঠিক সময়ে পৌঁছাচ্ছে কি না, সেটাও দেখতে হবে। শুধু বাজেট বাড়িয়ে গবেষণার মান বাড়ানো সম্ভব নয়, বরং তার সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কারও দরকার।

নীলাচল রায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নগরজীবনে বিষণ্ণতার প্রান্তরে একাকিত্ব

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক গবেষণা বলছে, ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের ৭০ শতাংশই নির্দিষ্ট সময় পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

রুদ্র সান্যাল

শহরজীবন যত আধুনিক হচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে বাড়ছে একাকিত্বের সমস্যা। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, নগরজীবনে বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্ণতা ও মানসিক চাপে ভোগার হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে মানুষ আজ বাস্তব সম্পর্কগুলোকে অবহেলা করছে, ফলে তারা ভার্চুয়াল জগতে বন্ধুত্বের আশ্রয় নিচ্ছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর।

ভারতের বড় শহরগুলোতে চাকরি ও শিক্ষার কারণে একা বসবাসের প্রবণতা বেড়েছে। এক সার্ভে অনুযায়ী, কলকাতায় বসবাসরত প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ তাদের কর্মব্যস্ত জীবনের কারণে পরিবার বা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করার সুযোগ পায় না। প্রতিযোগিতার এই শহরে মানুষ দিনশেষে ক্লান্ত শরীরে বাড়িতে ফিরলেও, তাদের মনের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য তেমন কেউ থাকে না। ফলে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বর্তমানে কৃত্রিম সম্পর্কের বিস্তারও একাকিত্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সম্পর্কগুলো দিন-দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের ৭০ শতাংশই নির্দিষ্ট সময় পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কারণ এসব সম্পর্ক মূলত তাৎক্ষণিক বিনোদন বা প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব জীবনে কাউকে সময় দেওয়া বা

মানসিকভাবে সমর্থন করা যেখানে কঠিন, সেখানে ভার্চুয়াল জগতে কয়েক সেকেন্ডেই 'লাইক' বা 'কমেন্ট' দিয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখা সম্ভব।

একাকিত্ব মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিষণ্ণতা হবে বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা, যার বড় একটি অংশ শহুরে একাকিত্বের কারণেই হবে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩৫ শতাংশ তরুণ-তরুণী একাকিত্বজনিত বিষণ্ণতায় ভুগছেন, যা তাঁদের কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিগত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে একাকিত্বের হার আরও বেশি। শহরজীবনের ব্যস্ততায় অনেক পরিবার তাদের বয়স্ক সদস্যদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারে না, ফলে তাঁরা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। পরিবার ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ভার্চুয়াল সম্পর্কের চেয়ে বাস্তব যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গবেষকরা মনে করেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, নিয়মিত পারিবারিক সময় কাটানো, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে একাকিত্ব অনেকটাই কমানো সম্ভব। এছাড়া, কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে সময় বের করে প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়া, বই পড়া ও ব্যায়ামে মনোযোগী হওয়াও একাকিত্ব দূর করতে সহায়ক হতে পারে।

শহরজীবনের আধুনিকতা ও প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু আন্তরিকতা কমিয়ে দিয়েছে। যদি আমরা কৃত্রিম সম্পর্কের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিই, তবে নগরজীবনের একাকিত্ব অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। বাস্তব সম্পর্ক ও মানবিক সংযোগই পারে আমাদের জীবনকে সত্যিকারের অর্থবহ করে তুলতে।

(লেখক বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৮

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। আখরি বা সর্বশেষ ৫। গরিব দুখিদের মধ্যে সমগ্রী বিতরণ ৬। স্থানও হতে পারে, ভূসম্পত্তিও হতে পারে ৭। কাঁটাওয়ালা গাছ ৯। আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ১২। পদ্মফুলের ডাঁটা ১৩। যাঁরা পাটি বা মাদুর তৈরি করেন।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার ২। ম্লান, নিষ্প্রভ বা কলঙ্কযুক্ত ৩। আশ্বাস বা ভরসা দেওয়া ৪। সাহায্য, সহযোগিতা বা উৎসাহ দেওয়া ৫। নিক্ষেপ করা, ঠকানোও হতে পারে ৭। এক ধরনের মাছ, বন্যাও হতে পারে ৮। এক নাগাড়ে, যেখানে থামার প্রয়োজন নেই ৯। ধারণা বা আন্দাজ করা ১০। চোখের পাতা পড়তে যেটুকু সময় লাগে ১১। চলতে চলতে থেমে যাওয়া।

সমাধান ■ ৪০৬৭

পাশাপাশি : ১। ফালতু ৪। মুখর ৫। হাবা ৭। নাকাল ৮। শরিকানা ৯। বাতায়ন ১১। সীবন ১৩। চাড় ১৪। চশমা ১৫। নাচার।

উপর-নীচ : ১। ফাতনা ২। তুমুল ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। বাগিচা ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। সীমানা ১২। নজির।

চর্চায়

বিয়েবাড়িতে অতিথি হিসেবে হাজির গায়ক শংকর মহাদেবন। মঞ্চে উঠে তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন বরকে। ''আমার এখানে আসতে পারেন। কিন্তু শর্ত হল, আমার সঙ্গে 'ব্রেথলেস' গানটি গাইতে হবে।'' বর সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান মঞ্চে। বিয়ে তখনও শেষ হয়নি। তিনি নির্দ্বিধায় শংকরের সঙ্গে গাইতে শুরু করেন।

তিস্তার জল চেয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি বিএনপি-র

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতবিদ্বেষের খেলায় এবার তিস্তার জলকে ঘুঁটি করছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। ওই সরকারের অন্যতম প্রধান মদতদাতা বিএনপি-র তরফে সোমবার রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, ভারত যদি বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে তাদের তিস্তানদীর জলের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে। পাশাপাশি তিস্তার মহাপ্রকল্পের বাস্তবায়নেরও দাবি তোলা হয়েছে। সোমবার থেকে লালমণিরহাটের কাউনিয়ায় তিস্তা পাড়ে দু-দিন ব্যাপী লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি এবং সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

ওই সমাবেশে যোগ দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, তিস্তা রক্ষার আন্দোলন বাঁচা-মরার লড়াই। জনগণ লড়াইয়ের মাধ্যমে তিস্তাকে রক্ষা করবে। 'জাগো বাহে, তিস্তা বাঁচাই' শীর্ষক ওই সমাবেশে তিস্তার জলের ভাগ আদায়ে ইউনূসের সরকারকে জোরালো ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান ফখরুল। পাশাপাশি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ বিক্রি করে তিস্তার জল আনতে পারেননি বলেও তোপ দাগেন বিএনপি-র এই শীর্ষনেতা। ফখরুল বলেন, 'একদিকে যখন ভারত সব বাঁধ ছেড়ে দেয় এবং গেটগুলি খুলে দেয় তখন সেই জলের তোড়ে আমাদের ঘরবাড়ি, গ্রাম, ধানের খেত সব ভেসে যায়। আবার যখন সেইসব বন্ধ করে দেয় তখন আমাদের সমস্ত এলাকা খরায় শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। তিস্তা পাড়ের মানুষের দুঃখ আর যায় না।'

তিস্তার জলের ন্যায্য ভাগ দেওয়ার দাবিতে মিছিল। সোমবার বাংলাদেশে।

খালেদা জিয়ার দলের এই নেতা বলেন, 'বহু আগে থেকে আমরা তিস্তার ন্যায্য পাওনা চাইছি। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানিরা বলেছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা বলেছি। আওয়ামি লিগের সরকার আসার পর সবাই ভেবেছিলেন, ভারতের বন্ধু আওয়ামি লিগ। সুতরাং তিস্তার জল বোধহয় এবার পেয়ে যাব। কিন্তু গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশটাকে বেচে দিয়েছেন। তিস্তার একফোঁটা জলও আনতে পারেননি।'

ভারতবিদ্বেষের পালে হাওয়া দিয়ে ফখরুলের তোপ, 'শুধু তিস্তা নয়, ভারত থেকে ৫৪টি নদী আমাদের দেশে এসেছে। সবগুলির উজানে তারা বাঁধ দিয়েছে। জল তুলে নিয়ে যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আর আমাদের দেশের মানুষ এখানে ধান ফলাতে পারেন না। ফসল ফলাতে পারেন না। তাঁদের জীবন-জীবিকা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। আমাদের জেলেরা মাছ ধরতে পারেন না।'

বিএনপি তিস্তা নিয়ে আন্দোলনের শেষ দেখে ছাড়বে বলেও হুমকি দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে তিস্তার দুই পাড়ে ২৩০ কিলোমিটার অংশে ১১টি স্থানে ওই ৪৮ ঘণ্টার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাতে মানুষের নিশিযাপনের জন্য কয়েকশো তাঁবু তৈরি করা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তার জলবণ্টন সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের পাওয়ার কথা তিস্তার ৩৭.০৫ শতাংশ জল। অপরদিকে ভারতের প্রাপ্ত ৪২.০৫ শতাংশ জল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে শেষপর্যন্ত তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

ছেলের পিঠে সওয়ার... মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সঙ্গমের পথে। প্রয়াগরাজে।

'অনেক হয়েছে', ধর্মস্থান নিয়ে নতুন আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইন সংক্রান্ত মামলায় একের পর এক নতুন আবেদন জমা পড়ায় বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট সোমবার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছে। এই আইন অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট যে উপাসনাস্থলের ধর্মীয় পরিচয় যেমন ছিল, তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সোমবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না স্পষ্টভাবে বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। এর একটা শেষ থাকা উচিত।' তিনি জানিয়ে দেন, 'এই বিষয়ে নতুন করে কোনও আবেদন আর গ্রহণ করা হবে না।' বিচারপতি খান্না আরও বলেন, 'এত আবেদন জমা পড়ছে যে, আমাদের পক্ষে সব শুনে ওঠা সম্ভব নয়।' বিচারপতি খান্না একইসঙ্গে এও বলেন, 'তবে নতুন আবেদনে যদি এমন কোনও যুক্তি উত্থাপন করা হয় যা আগে বলা হয়নি, তবে সেটি গ্রহণ করা যেতে পারে।'

সোমবার ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইনের বৈধতা নিয়ে দায়ের করা মামলাগুলির শুনানি চলাকালীন এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। ওই আইনে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের অবস্থান অনুযায়ী উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র পরিবর্তন বা পুনরুদ্ধারের আর্জি নিয়ে মামলা দায়ের নিষিদ্ধ করা হয়। তবে রাম জন্মভূমি বিরোধ এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

উপাসনাস্থল আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রথম আবেদনটি করেছিলেন অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায়। তবে গত বছর আদালত ১০টি মসজিদ পুনরুদ্ধারের দাবিতে হিন্দুপক্ষের ১৮টি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে এবং মন্দির-মসজিদ সংক্রান্ত সব মামলা একত্রিত করে। এর মধ্যে শাহি ইদগাহ-কৃষ্ণ জন্মভূমি, কাশী বিশ্বনাথ-জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং সম্ভাল মসজিদ সংক্রান্ত মামলাও রয়েছে।

আবেদনকারীদের পক্ষে সিনিয়ার অ্যাডভোকেট বিকাশ সিং আদালতকে জানান, কেন্দ্রের কাছ থেকে এখনও উত্তর মেলেনি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে।

শপথের দিন ঠিক, মুখ্যমন্ত্রী খুঁজতে হিমসিম

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে? আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিজেপি। দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি। বিজেপি ৪৮টি আসনে জয়ী হয়। ১০ দিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় বিজেপি। তবে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে না পারলেও শপথগ্রহণের দিনক্ষণ এবং স্থান নির্ধারণ করে ফেলেছে পদ্মব্রিগেড। বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে বিকাল সাড়ে চারটেয় দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি কেন মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করতে পারছে না, সেই প্রশ্ন তুলে সোমবার তোপ দেগেছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। তিনি বলেন, 'ফলপ্রকাশের পর থেকে ১০ দিন কেটে গিয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বাসিন্দারা নতুন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার বাকি সদস্যদের নাম জানতে পারবে বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে, দিল্লিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মুখের অভাব রয়েছে।' বিজেপির অন্দরের ডামাডোলে পরিষদীয় দলের বৈঠকও পিছিয়ে গিয়েছে। সোমবার ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি পিছিয়ে বুধবার করা হবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু

মাইসুরু, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কর্ণাটকের মাইসুরুতে দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া। এক ব্যবসায়ী, তাঁর স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও ব্যবসায়ীর মায়ের দেহ মিলেছে মাইসুরু এক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। মাইসুরুর পুলিশ কমিশনার সীমা লটকর জানিয়েছেন, রবিবার তাঁরা সকলে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক অনুমান, ঋণে জর্জরিত হয়ে এই কাণ্ড। বাড়ির সবাইকে বিষ খাইয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন পরিবারের কর্তা চেতন। দেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

যাবজ্জীবন

পানাজি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ২০১৭ সালে গোয়ায় এক আইরিশ-ব্রিটিশ পর্যটককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আসামিকে আট বছর পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল গোয়ার মারগাঁও জেলা দায়রা আদালত। সোমবার বিকট ভগত নামে ৩১ বছরের ওই তরুণকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনানো হয়েছে। বিকটের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, খুন ছাড়াও চুরি এবং প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার সব ক'টি আদালতে প্রমাণিত হয়। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তথ্যপ্রমাণ লোপাট সহ একাধিক কারণে মোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে অপরাধীকে।

জোর সীমান্ত নিরাপত্তায়, অনুপ্রবেশ বন্ধে

বিজিবি-বিএসএফ বৈঠক শুরু দিল্লিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে বিএসএফ-বিজিবি-র ডিজি পর্যায়ের ৫৫তম সীমান্ত বৈঠক শুরু হল। চারদিনের এই বৈঠক নিয়ে ভারত আশাবাদী। কেন্দ্র জানিয়েছে, তারা আশা করে 'সমস্ত পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক (মউ) ও অন্য চুক্তিগুলিকে যথাযথভাবে সম্মান করা হবে।' এদিন সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিজিবির ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী সহ ১৩ সদস্যের বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান বিএসএফ প্রধান দলজিৎ সিং চৌধুরী। গত ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের পট পরিবর্তনের পর বিজিবি-বিএসএফের এটাই প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক।

বৈঠক প্রসঙ্গে বিজিবির তরফে বলা হয়েছে, 'সীমান্ত সম্পর্কিত নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং দুই বাহিনীর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলাই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য।' বিজিবি প্রতিনিধিদলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশ মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধি দপ্তর এবং যৌথ নদী কমিশনের কর্মকর্তারাও রয়েছেন।

দুই দেশের ডিজি পর্যায়ের এই বৈঠকে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে তার মধ্যে রয়েছে, সীমান্ত হত্যা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন, অননুমোদিত পরিকাঠামো নির্মাণ, সমন্বিত বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া ও অন্যান্য উন্নয়নকাজ এবং উপযুক্ত পানীয় জলের শোধনাগার স্থাপন। আগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছিলেন, 'এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশ 'ভিন্ন সুরে' কথা বলবে।'

সম্মেলনে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে কাঁটাতারের বেড়া। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী দাবি করেছেন, সীমান্তের পাঁচটি স্থানে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদে তা সফল হয়নি। এর মধ্যে লালমণিরহাটের তিনবিঘা করিডর, নওগাঁর পত্নীতলা এবং আরও তিনটি এলাকা রয়েছে, যেখানে ভারত ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিতে চেয়েছে।

যদিও ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্ত নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তারা আগের সব সমঝোতা বাস্তবায়ন করতে চায় এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে সহযোগিতামূলক মনোভাব আশা করছে। ভারতের মতে, সীমান্তে বেড়া, নিরাপত্তা লাইটিং, প্রযুক্তিগত নজরদারি ও গবাদিপশুর বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি 'সীমান্ত সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ' হিসেবেই নেওয়া হচ্ছে।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির ওপর ভিত্তি করেই দুই দেশের সীমান্ত সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোন পথে এগোবে, তা স্পষ্ট হবে।

মুখোমুখি বিএসএফ এবং বিজিবি-র দুই ডিজি। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

অহং ছাড়ুন, কেন্দ্রকে কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অহং বাদ দিয়ে দেশের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি নিয়োগের বার্তা দিল কংগ্রেস। দেশের প্রধান বিরোধী দলের সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু সিইসি নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন আইন নিয়ে মামলা চলছে তাই আপাতত এই নিয়োগ স্থগিত রাখা উচিত। মঙ্গলবার

নতুন সিইসি নিয়োগ

বর্তমান সিইসি রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁর জায়গায় দেশের পরবর্তী নতুন সিইসি কে হবেন তা নিয়ে সোমবার নিয়োগ কমিটির বৈঠক বসে। আইন অনুসারে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পাশাপাশি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও যোগ দেন। বৈঠকের পর একটি ডিসেন্ট বা অসম্মতি নোট জমা দেন রাহুল। তাতে তিনি জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু সিইসি নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের শুনানি চলছে তাই এই বৈঠক ডাকা উচিত হয়নি।

অজয় মাকেন বলেন, 'আজ সিইসি নিয়োগ নিয়ে বৈঠক বসেছিল। আমরা মনে করি, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট ১৯ ফেব্রুয়ারি শুনানি করে সিদ্ধান্ত জানাবে যে নিয়োগ কমিটির কাঠামো কেমন হওয়া উচিত, তাই বৈঠক স্থগিত রাখা উচিত ছিল।' অভিযোগ, প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ কমিটি থেকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। বরং কমিশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে চাইছে। পরবর্তী সিইসি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

সাতসকালে কাঁপল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি। বহু মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সোমবার ভোর ৫টা ৩৬ নাগাদ দিল্লি, গাজিয়াবাদ, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা ছাড়াও ভূমিকম্প অনুভূত হয় আগ্রা, হরিয়ানা ইত্যাদি এলাকায়। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'দিল্লি ও রাজধানীর লাগোয়া এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সবাইকে শান্ত থাকতে এবং সুরক্ষা বিধি মেনে চলার পাশাপাশি সম্ভাব্য আফটারশকের জন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।' ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল দিল্লির ধৌলাকুঁয়া। মাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীর ছিল কম্পনের কেন্দ্রস্থল। কম্পনের মাত্রা ছিল ৪। এদিনই বিহারের সিওয়ান জেলার বিস্তীর্ণ অংশে ভূমিকম্প হয়।

প্রশ্ন মোদির আর্থিক উপদেষ্টার

'ভারতে কারা মার্কিন অনুদানের প্রাপক?'

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রকে মজবুত করতে অনুদান দিত আমেরিকা। সেই নীতি মেনে ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতেও ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছিল তারা। ইউএসএআইডি-র মাধ্যমে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছিল। ক্ষমতায় এসেই সরকারি খরচ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর 'গাইডলাইন' মেনে ভারত সহ বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র মজবুত করার খাতে দেওয়া অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলন মাস্ক পরিচালিত আমেরিকার দক্ষতা বিষয়ক মন্ত্রক। তাদের সেই ঘোষণাকে সামনে রেখে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগছে বিজেপি। এবার শাসকদলের সুরে

> ভারতে ভোটারদের উৎসাহিত করতে বরাদ্দ ২ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নতি করার জন্য ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের প্রাপকদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।
>
> **সঞ্জীব সান্যাল**
> প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

সুর মেলাতে শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারাও।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যাল প্রশ্ন তুলেছেন, আমেরিকা থেকে এই খাতে বরাদ্দ অনুদান কাদের কাছে যাচ্ছিল? ইউএসএআইডিকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সান্যাল বলেন, 'ভারতে ভোটারদের উৎসাহিত করতে বরাদ্দ ২ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নতি করার জন্য ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের প্রাপকদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। নেপালের উন্নতির জন্য ব্যয় করা ২ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।' প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টার মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ২০১২-য় ভারতে ভোটদানের হার বাড়াতে একটি মার্কিন সংস্থা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থাকে নাকি অনুদান দিয়েছিল। সোমবার সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি। তিনি বলেন, '২০১২ সালে যখন আমি সিইসি ছিলাম, তখন ভারতের নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়াতে একটি মার্কিন সংস্থার সঙ্গে মিলিয়ন ডলার তহবিলের জন্য নির্বাচন কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে গণমাধ্যমের একাংশের প্রতিবেদনে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই।' কুরেশি জানিয়েছেন, ২০১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ সুবিধা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও অনুদানের প্রতিশ্রুতি ছিল না।

বিজেপি অবশ্য এই ইস্যুতে জমি ছাড়তে নারাজ। রবিবার দলের মিডিয়া সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেছিলেন, 'ভোটদানের হার বাড়াতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার? এটা তো ভারতের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ। এর ফলে কে লাভবান হয়েছে? বলাই যায় যে সেটা শাসকদল নয়।' তাঁর আরও বক্তব্য ছিল, 'কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারের সঙ্গে সোরোসের যোগাযোগের কথা সবাই জানেন। আমাদের ভোট প্রক্রিয়ায় ওঁর ছায়া পড়েছে।' সোমবার কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুযোগে বিদেশি অনুদান নিয়ে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। ত্রিবেদী বলেন, 'আমরা কংগ্রেসকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই... এই শক্তি কারা, যারা ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত এবং সংকটে ফেলার জন্য অনুদান দিয়েছে?' কংগ্রেস অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন অনুদান বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে ভারতে শাসক শিবির যে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, ঘটনাপ্রবাহ সেদিকে ইঙ্গিত করছে।

ভুবনেশ্বরে আত্মঘাতী নেপালি ছাত্রী

ভুবনেশ্বর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : এক নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যার জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে ওড়িশার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজি (কেআইআইটি)। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন নেপাল থেকে আসা অন্যান্য পড়ুয়ারা। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ক্যাম্পাস সূত্রে খবর, আত্মঘাতী ছাত্রীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই ছাত্রীটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

নেপালি পড়ুয়াদের অভিযোগ, মৃত্যুর ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পরেই নেপালি ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি কেআইআইটির কোনও আধিকারিক। রবিবার হস্টেলের ঘর থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীটির দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বন্ধুদের দাবি, ছাত্রীর সঙ্গে অদ্বিক শ্রীবাস্তব নামে এক ছাত্রের সম্পর্ক ছিল। ছাত্রীটিকে নাকি মাঝেমধ্যে হেনস্তা করতেন অদ্বিক। তাঁর প্ররোচনায় নেপালি পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অদ্বিককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

রবিবার ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্যাম্পাসে জড়ো হন কয়েকশো নেপালি ছাত্রছাত্রী। 'আমরা বিচার চাই' বলে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। সোমবারও কেআইআইটি ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা লক্ষ করা গিয়েছে।

পুতিন-ট্রাম্প বৈঠক হচ্ছে

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষপূর্তি আসন্ন। লড়াই বন্ধ করার লক্ষ্যে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠক মঙ্গলবার হতে চলেছে সৌদি আরবের রিয়াধে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, দ্রুত পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে। যদিও তারিখ ঠিক হয়নি।

যুদ্ধ বন্ধ করতে মরিয়া ট্রাম্প। সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছেন তিনি। ১২ ফেব্রুয়ারির সেই ফোনালাপের পর মার্কিন বিদেশসচিব মার্ক রুবিওর নেতৃত্বে রিয়াধ যাচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়ালজ এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। আগামীকালের বৈঠকটি হবে দ্বিপাক্ষিক। আলোচনার বিষয় ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা। রাশিয়ার প্রতিনিধিদলে থাকছেন সেই দেশের বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভ ও পুতিনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা ইউরি উষাকভ।

খবর, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার সস্ত্রীক সৌদি আরবে পৌঁছোচ্ছেন। জেলেনস্কি আগেই জানিয়েছেন, সৌদি সফরে তাঁর রুশ বা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা নেই। যুদ্ধ বন্ধ করতে পুতিন কি আগ্রহী? উত্তরে ট্রাম্প বলেছেন, 'এটা তাঁর কাছে আমারও প্রশ্ন।' শনিবার লাভরভের সঙ্গে রুবিওর কথা হয়েছে ফোনে। রুবিও বলেছেন, 'একটি ফোনালাপ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না।'

কংগ্রেসকে ফের বিপদে ফেললেন পিত্রোদা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চিনের বিপদ নিয়ে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ড্রোন এবং এআই প্রযুক্তির দৌলতে বেজিং কীভাবে ভারতকে টেক্কা দিচ্ছে সেই কথা হাতে-কলমে ড্রোন উড়িয়ে বুঝিয়েও দিয়েছেন তিনি। তবে রায়বেরেলির সাংসদ যাই বলুন, তাঁর দলের নেতা তথা নেহরু-গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ স্যাম পিত্রোদা মনে করেন, চিনকে শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয় ভারতের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই চিনের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যুটি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখা হয়।

কংগ্রেসের প্রবাসী ভারতীয় শাখার চেয়ারম্যান পিত্রোদা এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য করে দলকে বিপাকে ফেলেছিলেন। তাঁকে সতর্ক করা হলেও তিনি যে নিজেকে শোধরাতে নারাজ সেটা ফের প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা বলেন, 'চিনের বিপদ বলতে যে কী বোঝানো হয় সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। নিজেদের শত্রুকে দেগে দেওয়াটা যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যাস তাই আমি মনে করি, চিন-ভারত বিষয়টি নিয়েও অহেতুক বাড়াবাড়ি করা হয়।' স্যাম পিত্রোদার কথায়, 'সীমান্ত নিয়ে চিন-ভারত মতভেদ গোড়া থেকেই রয়েছে। আমাদের এই ঝোঁকটা পরিবর্তন করতে হবে। চিনকে তাই শত্রু হিসেবে দেখা ঠিক নয়। শুধু চিন নয়, বাকিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যোগাযোগ, সহযোগিতা, সমন্বয় এবং একসঙ্গে তৈরি করার বিষয়টি শেখার সময় এসে গিয়েছে। শুধু নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক নয়।'

> সীমান্ত নিয়ে চিন-ভারত মতভেদ গোড়া থেকেই রয়েছে। আমাদের এই ঝোঁকটা পরিবর্তন করতে হবে। চিনকে তাই শত্রু হিসেবে দেখা ঠিক নয়। শুধু চিন নয়, বাকিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
>
> **স্যাম পিত্রোদা**

> 'স্যাম পিত্রোদা চিন নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই কংগ্রেসের মত নয়। ওই মন্তব্যে দলের অবস্থানের প্রতিফলন হয়নি।
>
> **জয়রাম রমেশ**

চিনকে নিয়ে পিত্রোদার কথায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক উসকে উঠেছে। বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী তাঁর মন্তব্যের নিন্দা করে বলেন, '২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষে যে ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন এই মন্তব্য

চিন শত্রু নয়

শুধু তাঁদেরই অসম্মান করেনি, বরং সীমান্ত সংঘাতে যাঁদের বলিদান হয়েছে তাঁদের আত্মত্যাগকেও অপমান করা হয়েছে।'

বিতর্কের জেরে পিত্রোদার মন্তব্য থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্যাম পিত্রোদা চিন নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই কংগ্রেসের মত নয়। ওই মন্তব্যে দলের অবস্থানের প্রতিফলন হয়নি।' কেন্দ্রকে বিঁধে রমেশ বলেন, 'চিন আমাদের বিদেশনীতি, নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থাকবে। চিনকে নিয়ে মোদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে কংগ্রেস বারবার প্রশ্ন তুলেছে।'

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সদ্যসমাপ্ত মার্কিন সফরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা মেটাতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি সাফ জানিয়ে দেন, চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা মোকাবিলায় কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

সম্প্রীতির

হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলার নাম শোনেননি, উত্তরবঙ্গে এমন মানুষ পাওয়া হয়তো দুষ্কর। শুধু মুসলিমরা নন, মাজারে গিয়ে চাদর চড়ান অন্য ধর্মাবলম্বীরাও। ফলে ধীরে ধীরে সম্প্রীতির উৎসব হয়ে উঠেছে হুজুর সাহেবের মেলা।

হুজুর সাহেবের মেলা

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, ড্রোনে নজরদারি

হলদিবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলার (এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব) উদ্বোধন হল। সোমবার বিকেলে এর উদ্বোধন করেন কমিটির সভাপতি গদিনশিন পির সৈয়দ খন্দকার নুরুল হক ওরফে রুমি হুজুর। মঙ্গল ও বুধবার অনুষ্ঠিত হবে হুজুর সাহেবের মেলা। এই উপলক্ষ্যে পুলিশের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার মেলা চত্বর পরিদর্শন করেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ অন্য আধিকারিকরা। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলছেন, 'নিরাপত্তার দিকটি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দোকানদাররা তাঁদের পসরা সাজিয়েছেন মেলা প্রাঙ্গণে। এদিন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। তবে মেলা শুরু হবে মঙ্গলবার থেকে।

এত বড় মেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশও তৎপর রয়েছে। ৫৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও চলবে নজরদারি। হলদিবাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা চত্বরে নিরাপত্তার তদারকি করবেন খোদ পুলিশ সুপার। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন এসডিপিও, ডিএসপি র‍্যাংকের সাতজন, ইনস্পেকটর পদমর্যাদার ১৫ জন পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি ১১০ জন সাব-ইনস্পেকটর, ৭০ জন লেডি কনস্টেবল এবং ৩০০ সিভিক ভলান্টিয়ার মেলা চত্বরে মোতায়েন থাকবেন। সেইসঙ্গে থাকছে পর্যাপ্ত সাদা পোশাকের পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্সও। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের সকল প্রকার ছুটি বাতিল করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার জন্য ইসালে সওয়াব কমিটির তরফে ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগানো হচ্ছে।

এদিন মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, দিদারুল আলম সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক জালালউদ্দিন সরকার, কোষাধ্যক্ষ নবিউল ইসলাম, হুজুরের বংশধর সহ অন্যরা। বুধবার দোয়ার মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘটবে।

অন্যদিকে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা। মেলা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ।

বিভেদের মাঝেও মিলন মহান

আধ্যাত্মিকভাবে প্রচার করতে করতে হুজুর সাহেব বাংলার উত্তরভাগে এসে উপস্থিত হন। রংপুর, রাজশাহি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সুফিবাদের প্রচার করতে করতে অতঃপর ১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে মরদেহ হলদিবাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়।

দেবব্রত চাকী

কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ তথা অসম, বিহার ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের গন্তব্য হয়ে ওঠে কোচবিহার জেলার সীমান্ত শহর হলদিবাড়ি। একটাই গন্তব্য হুজুর সাহেবের মাজার বা দরগা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অর্থাৎ জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে, সে ধনী-দরিদ্র যা-ই হোক না কেন বিশাল সংখ্যক মানুষ ইসালে সওয়াব নামে পরিচিত এই উৎসবে শামিল হন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এক মেলাও বসে যা হুজুর সাহেবের মেলা নামে পরিচিত। ১০৪৫ সাল থেকে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হলদিবাড়ি শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মাজারটি অবস্থিত হলেও সমগ্র মেলাটির বহর পুর এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে পড়ে।

হুজুর সাহেবের মাজারের অদূরে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা কাঁটাতার দ্বারা সুরক্ষিত থাকার কারণে ওপারের মানুষজনের বর্তমানে মেলায় যোগদানের সুযোগ না থাকলেও সুদূর অতীতে এই মেলাকে কেন্দ্র করে ওপারের মানুষের ঢল নামত। উভয় পাড়ের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

প্রশ্ন হল কে এই হুজুর সাহেব? কার আকর্ষণে এত মানুষের সমাগম কিংবা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের পাশাপাশি হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের আগমন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে এই অঞ্চলের ইতিহাসে চোখ ফেরাতে হবে। স্থানিক চর্চার সূত্র ধরে যেটা জানা যায় তা হল, উনবিংশ শতকের এক সুফি সাধকের আকর্ষণই এর মূলে। হুজুর সাহেব নামে পরিচিত এই সুফি সাধকের পুরো নাম সুলতামুল আরিফিন কুদওয়াতুস সালিফিন হজ্জাতুল কামিলিন সানাদুল ওয়াসিলীন সিরাজ কামিলীন মজহারুল উলুম আল মাসদুম সায়িদ্য হজরত মাওলানা এক্রামুল হক রমমতুল্লা আলায়হে। ১৮৫১ সালে তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকার ঝলঝলি এস্টেটে তাঁর মাতুলালয়ে হুজুর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। শাহসুফি সায়িদ মুহাম্মদ ইব্রাহিম (রহঃ) ও সাইয়্যিদা হাজেরা বিবি (রহঃ)-র সন্তান সাইয়িদ মুহাম্মদ এক্রামুল হকের মাতুল সায়্যিদ মুহাম্মদ আজিজার রহমান ছিলেন কোচবিহার রাজদরবারের রাজ-হাকিম। যাইহোক সৈয়দ এক্রামুল হক বা হুজুর সাহেবের শৈশবের পাঠ বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) কালিজিয়েট স্কুলে শুরু হলেও তা সম্পূর্ণ না করে তিনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে অনেক সাধকের সান্নিধ্য লাভ করেন। দীর্ঘ ১৯ বছরের বেশি সময় সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ বা খেলাফত লাভ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। হুজুর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বাংলা ও অসমে ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর হুজুর সাহেব আধ্যাত্মিকতা প্রচারের মনোনিবেশ করেন। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। নমাজ, রোজা, শরা-শরিয়তের বিভিন্ন দিকে বিশ্লেষণ করে সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে আনতে তিনি প্রয়াসী হন।

এইভাবে আধ্যাত্মিকভাবে প্রচার করতে করতে হুজুর সাহেব বাংলার উত্তরভাগে এসে উপস্থিত হন। রংপুর, রাজশাহি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সুফিবাদের প্রচার করতে করতে অতঃপর ১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে মরদেহ হলদিবাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়। জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়িতে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বেশকিছু অলৌকিক কাহিনী জনমানসে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করে। যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশিষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হুজুর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়। তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল থেকে ইসালে সওয়াব সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়। বিভেদের শত আয়োজনের মাঝেও আজও হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা ও ইসালে সওয়াব বাংলার উত্তরভাগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্যা নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত।

দোয়া, দরুদে মুখরিত হয় মাজার শরিফ

লুৎফর রহমান

(সম্পাদক, এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি)

হলদিবাড়ি মাজার শরীফ। উত্তরবঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পীঠস্থান, দরবারে এক্রাম। সুফি সাধক, মানবতার প্রতীক হজরত ফতেহ আলি ওয়সি (রহঃ)-এর সুযোগ্য খলিফা কুতুবুজ্জামান হাদিয়েজ্জামান শাহ সুফি সৈয়দ খন্দকার এক্রামুল হক (রহঃ), যিনি শায়িত রয়েছেন হলদিবাড়ির জমিনে। উত্তরবঙ্গের এই মহান দরবারে এক্রাম থেকে প্রতিবছর বাংলা সন ৫ ও ৬ ফাল্গুন এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব উদযাপন করা হয়ে থাকে।

১৮৫১ সাল, বাংলায় ১২৫৮ সনে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের ঝলঝলিয়া নামে একটি গ্রামে হুজুর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। হুজুর সাহেবের আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশি গ্রাম। তাঁর ডাক নাম ছিল এক্রাম। তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাংলা, ইংরাজি ও উর্দু ভাষায় সমান পারদর্শী। অল্পবয়সেই তিনি সাধনার দিকে ব্রতী হন। কঠোর সাধনায় আধ্যাত্মিক জগতে সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর ৯৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। হুজুর সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। তাঁরই স্মরণে ৫ ও ৬ ফাল্গুন ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

হুজুর সাহেব কথাটির অর্থ অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে যিনি সকলের কাছে হুজুর সাহেব নামে খ্যাত, তিনিই হলেন হলদিবাড়ির সুবিখ্যাত পির শাহ সুফি খন্দকার এক্রামুল হক (রহঃ)। হলদিবাড়ির ইসালে সওয়াবে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমন হয়। এই হলদিবাড়ি ইসালে সওয়াব সাধারণ মানুষের মধ্যে 'হুজুর সাহেবের মেলা' নামে পরিচিত। একসময়ে ওপার বাংলা থেকেও প্রচুর পির অনুরাগীর সমাগম দেখা যেত। কিন্তু সেসব আজ অতীত। হলদিবাড়ির ইসালে সওয়াবকে বর্তমানে সম্প্রীতির এক মহা মিলনক্ষেত্র বলা যায়।

শুরুর দিকে ইসালে সওয়াবের মাঠে কোনও স্থায়ী পরিকাঠামো ছিল না। তাই তখন গোরু-মহিষের গাড়িতে যে সমস্ত পুণ্যার্থী উপস্থিত হতেন, তাঁরা গাড়িতে বাঁশের ঠেঙ্গা (ঠেকনা) লাগিয়ে গাড়িতে শুয়ে-বসে ওয়াজ শুনতেন এবং মাঠে নিজেরাই রান্না করে খেতেন। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা থেকে অনেকে হেঁটেই আসতেন মেলায়। এছাড়া বিহার এবং অসম থেকে বাসে বা ট্রেনেও লোকজন আসতেন। তখন তো আর এখনকার মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল না। ১৯৬৫ সালের আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হলদিবাড়িতে ট্রেন আসত। সেই ট্রেনেও বহু মানুষ আসতেন। ১৯৬৫ সালের পর অবশ্য সেই ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। তবুও হলদিবাড়ির ইসালে সওয়াবে উত্তরোত্তর লোক সমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইসালে সওয়াবের রাতে বহু আলেম-উলেমাদের আগমন ঘটে। তাঁদের আগমনে জায়গাটি পবিত্র হয়ে উঠে। আলেম ও উলেমারা কোরান এবং হাদিসের আলোচনা করেন।

এই ইসালে সওয়াবে ভিক্ষুকের সমাবেশও নেহাত কম হয় না। তাঁদের উপার্জনও কম হয় না। এককথায় বলা যায় আপামর জনগণ এই ইসালে সওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সকলের দোয়া, দরুদে হলদিবাড়ির মাজার শরিফ মুখরিত হয়ে ওঠে।

অনুলিখন : অমিতকুমার রায়

উৎসবের জৌলুস বাড়িয়েছে জয়ী সেতু

অমিতকুমার রায়

ঝুঁকি নিয়ে তিস্তা নদী পার হয়ে মেলায় আসা। অথবা প্রায় ৭২ কিলোমিটার সড়কপথ অতিক্রম করে মেলায় আসা। এসব এখন অতীত। জয়ী সেতুর দৌলতে হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় আসাটা এখন যেন 'মুখের কথা'।

একথা মানতেই হবে, জয়ী সেতুর দৌলতে জৌলুস বেড়েছে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলার। যোগাযোগের সুবিধায় ভিড়ও বেড়েছে। এই যোগাযোগের সুবিধার কথা বলতে গেলে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন ও মেলার ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানোর কথা অস্বীকার করলে কিন্তু চলবে না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম উদাহরণ হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াব উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা। কোচবিহার জেলার সীমান্ত ঘেঁষা মহকুমা মেখলিগঞ্জ। এই মেখলিগঞ্জ মহকুমার দুই ব্লক মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির বুক চিরে চলে গিয়েছে স্রোতস্বিনী তিস্তা নদী। আগে এই তিস্তা নদীর কারণে মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভার মানুষ সড়কপথে প্রায় ৭২ কিমি পথ অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি হয়ে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলায় শামিল হতেন। অথবা তিস্তা নদীর চর দিয়ে হেঁটে, জীবন হাতে নিয়ে লাইফজ্যাকেট ছাড়াই নৌকায় নদী পার করে মেলায় আসতে হত। এছাড়াও অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা জলপাইগুড়ি হয়ে ঘুরপথে মেলায় শামিল হতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেখলিগঞ্জ মহকুমাবাসীর দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি মেনে তিস্তা নদীর ওপর হয়েছে জয়ী সেতু। এটি আবার রাজ্যের দীর্ঘতম সেতুও বটে। আর তার ফলে মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির সড়কপথে দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ কিমি।

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অংশ, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে যে মানুষের ঢল আগে জলপাইগুড়ি হয়ে হুজুর সাহেবের মেলায় উপস্থিত হত, এখন তারা খুব সহজে এবং কম সময় ও অর্থব্যয় করে জয়ী সেতু হয়ে মেলায় আসছেন।

মেলা কমিটির তরফে কার্যনির্বাহী সম্পাদক জালালউদ্দিন সরকার বলেন, 'দূরত্বের কারণে এতদিন যাঁরা মেলায় আসতে পারেননি। তাঁরাও এখন খুব সহজেই মেলায় আসতে পারছেন।'

কথা হচ্ছিল মফিজুল হকের সঙ্গে। অসমের বাসিন্দা মফিজুল প্রতি বছর মেলায় আসেন বাড়ির লোকজনকে নিয়ে। পুরোনো দিনের সমস্যার কথা বলছিলেন। মফিজুলের কথায়, 'আগে আমাদের জলপাইগুড়ি হয়ে হলদিবাড়িতে যেতে হত। এর ফলে সময় বেশি লাগত। অনেক টাকাও খরচ হত। কিন্তু জয়ী সেতুর দৌলতে এখন খুব সহজেই মেখলিগঞ্জ হয়ে কম সময়ে ও কম খরচে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলায় যেতে পারছি। খুব সুবিধা হয়েছে।'

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সাদ্দাম হকের মুখেও জয়ী সেতুর প্রশংসা। আগে সময় ও টাকা বাঁচাতে চর দিয়ে হেঁটে বা নৌকায় চেপে তিস্তা নদী পেরিয়ে হুজুর সাহেবের মেলায় যেতেন। এখন জয়ী সেতুর দৌলতে খুব সহজে বাইক নিয়ে হলদিবাড়ি চলে যান।

অন্যদিকে, আজও হুজুর সাহেবের বংশধর তথা বড় ছেলের পরিবার ওপার বাংলায় রয়েছে। তাঁরা প্রতিবছর হুজুর সাহেবের মেলায় অংশ নেন। আগে তাঁদের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হয়ে হলদিবাড়িতে আসতে হত। কিন্তু মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হওয়ার পর তাঁরা খুব সহজেই এনজেপি চলে যান। সেখান থেকে হলদিবাড়ি। তবে এবছর অবশ্য পরিস্থিতি আলাদা। বাংলাদেশে অশান্তির জন্য মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে ভিসা দেওয়াও। তাই হুজুর সাহেবের বড় ছেলের পরিবারের সদস্যরা এবারের মেলায় আর অংশ নিতে পারছেন না।

হুজুরের মেলা উপলক্ষ্যে রেলমন্ত্রকের তরফে অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো হয়। সেই ট্রেনে চেপে বহু লোক সহজেই হলদিবাড়িতে আসতে পারছেন। এতে মেলার ভিড় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জয়ী সেতু থেকে শুরু করে বিশেষ ট্রেন- সব মিলিয়ে খুশি হুজুর সাহেবের এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি।

ফালাকাটার এই দিনবাজারেই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করবে পুরসভা। - সংবাদচিত্র

সুপার মার্কেট হবে দিনবাজারে

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মানল ফালাকাটা পুরসভা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার পর এই প্রথম সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স বানানোর উদ্যোগ নেওয়া হল। ফালাকাটার দিনবাজারকে পুরসভা পরিচালিত সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স করা হবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই বোর্ড মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কমপ্লেক্সের জন্য অর্থ চেয়েও রাজ্যে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে।

ফালাকাটা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'খোদ মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এসে ফালাকাটায় মার্কেট কমপ্লেক্স করার বিষয়ে বলেছিলেন। আমরা তাই দিনবাজারকে পুরসভা পরিচালিত মার্কেট কমপ্লেক্স করতে উদ্যোগ নিয়েছি। ঝাঁ চকচকে অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ার ডিপিআর করে দ্রুত রাজ্যে পাঠানো হবে।'

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে খবর, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জেলা সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য আধিকারিকরা ফালাকাটায় মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাব পেয়েই লুফে নেওয়ার চেষ্টা করে পুরসভা। সম্প্রতি বোর্ড মিটিং করে ফালাকাটা শহরের বাবুপাড়ার দিনবাজারকে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ার প্রস্তাব পাশ করা হয়। এমনকি গোটা মার্কেট কমপ্লেক্সটির কাজ যাতে আগামী অর্থবর্ষেই শুরু করা যায় তার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মার্কেট কমপ্লেক্সটি হবে দ্বিতল। প্রথম তলে সবজি, মাছ, মাংস থেকে নানা ধরনের খুচরো বিক্রির দোকান বসবে। ওপরে গোডাউন, অফিস এমনকি পাইকারি দোকানের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও পার্কিং জোন, টয়লেট এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

দিনবাজারে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ একটা সময় খাজনা আদায় করত। সেখানে একটা সময় ৬০ থেকে ৭০ জন ব্যবসায়ী সন্ধ্যার পর দোকান নিয়ে বসতেন। মাছ, মাংস, সবজি, মুদির দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই মেলে এখানে। ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরেই এখানে ব্যবসা করছেন। এই বাজারের ভেতরে আছে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও একটি ক্লাব। অভিযোগ, দিনবাজার দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই এখন হাতেগোনা কয়েকজন ব্যবসায়ী দোকান করেন। অনেকে আবার প্লটভাড়া দিয়ে রেখেছেন। তবে এই মুহূর্তে শহরের নাগরিকদের বিশেষ করে চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীদের কথা ভেবে সন্ধ্যার পর বাজারটি রমরমা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ফালাকাটা শহরে একটি মার্কেট কমপ্লেক্সেরও দাবি দীর্ঘদিনের। এই অবস্থায় দ্রুত দিনবাজারে মার্কেট কমপ্লেক্সে গড়ার উদ্যোগ শুরু হচ্ছে।

পুরসভার এমন উদ্যোগে অবশ্য খুশি সেখানকার ব্যবসায়ীরা। দিনবাজারের ব্যবসায়ী মৃন্ময় সরলার বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে আমরা যে পরিমাণ জায়গায় ব্যবসা করছি সেটা যাতে থাকে তা পুরসভাকে নিশ্চিত করতে হবে।'

এদিকে, সন্ধ্যার পর একটি ভালোমানের বাজার চালু হলে সকলের সুবিধা হবে বলে দাবি পুরসভার। তাঁদের এমন উদ্যোগে খুশি ফালাকাটার নাগরিকরা।

কী কী থাকবে

- দিনবাজারের মার্কেট কমপ্লেক্সটি দ্বিতল বিশিষ্ট হবে
- প্রথম তলে সবজি, মাছ-মাংস সহ নানা ধরনের খুচরো বিক্রির দোকান বসবে
- উপরে গোডাউন, অফিস এমনকি পাইকারি দোকানের ব্যবস্থা থাকবে
- শুধু তাই নয়, পার্কিং জোন, টয়লেট এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও থাকবে

ঝিল নিয়ে জোর টানাটানি

শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল এখন চর্চায়। বারবার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল বলে উল্লেখ করা হলেও এই জলাশয় কিন্তু শহরের ৩টি ওয়ার্ডে ছড়িয়ে রয়েছে। ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু হয়ে ১২ নম্বর ওয়ার্ড হয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকেছে। দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রসেনজিৎ কর। প্রাক্তন, বর্তমান সব চেয়ারম্যানই এই ঝিলকে দখলমুক্ত করার কথা বলছেন বারবার।

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নতুন কিছু নয়। আগুন নেভাতে এসে দমকলকর্মীরা পর্যাপ্ত জল পাচ্ছেন না বলে সমস্যায় পড়েছেন, এটাও নতুন কিছু নয়। গত কয়েক দশক ধরে এই চিত্রই দেখে অভ্যস্ত জেলা সদরের বাসিন্দারা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে দমকলের জলের অভাব পূরণে ১৭ বছর আগেও তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেখানেই এখন আবার একই উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। প্রশ্ন উঠছে শহরের বুকে থাকা অন্য ঝিলগুলো নিয়ে কেন উদ্যোগ নেই প্রশাসন ও পুরসভার?

আলিপুরদুয়ার পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বলেন, 'কে কী উদ্যোগ নিয়েছিল তা আমি জানি না। তবে এখন শহরের উন্নয়ন এবং দমকলের জলের অভাব পূরণে ওই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিলটি সংস্কার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডটি অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত। শহরের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, ব্যাবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষক, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের বসবাস এই ওয়ার্ডেই। শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত আলিপুরদুয়ার চৌপথি, বাটা মোড়, স্টেশনপাড়া, বাবুপাড়া এই ওয়ার্ডকে কেন্দ্র করেই চারপাশে ঘিরে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ওয়ার্ডেই জমির দাম অগ্নিমূল্য। সেজন্যই কি ওই ঝিল জমি মাফিয়াদের নজরে সোনার টুকরো? আর পুরসভাও কি সেজন্যই ওই ঝিল নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে?

তবে শুধুমাত্র ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল সংস্কার হোক, তা চাইছেন না আলিপুরদুয়ার পুরসভার বাসিন্দারা। মানুষ চাইছেন শহরের উন্নয়নে সমস্ত ঝিলের সংস্কার করা হোক। আলিপুরদুয়ার জলাশয় বাঁচাও কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রাতুল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা জলাশয় নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করব। এই বিষয়ে হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছি। ১৮ নম্বর ওয়ার্ড সহ জেলা শহরের সমস্ত ঝিল প্রায় দখল হয়ে যাচ্ছে। ঝিল দখল হয়ে হোটেল, নার্সিংহোম গড়ে তোলা হচ্ছে। এই বিষয়ে পুরসভা প্রশাসনের কোনও নজর নেই।'

বিগত প্রায় দুই দশকে আলিপুরদুয়ার বড় বাজার এলাকায় বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই দমকলকর্মীদের জলের অভাবে ভুগতে হয়েছে। এরজেরে সবমিলিয়ে সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের প্রায় ৭০ কোটি টাকার ওপর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে দমকলের পর্যাপ্ত জলের কেন অভাব হচ্ছে? কেননা শহরের বুকেই যেখানে ছোট-বড় মিলিয়ে ২২-২৩টির ওপর সরকারি ঝিল ও জলাশয় রয়েছে। এর উত্তর খুঁজতে কোনও গোয়েন্দার দরকার নেই। উত্তরটা খুব সহজ। প্রশাসন ও পুরসভার উদ্যোগের অভাবে এখন মৃতপ্রায় সেইসব জলাশয়। দশকের পর দশক ধরে রাজনৈতিক মদতে ফুলেফেঁপে উঠছে জমি মাফিয়ারা।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজন রায়, পরীক্ষিৎ দাস, নিরঞ্জন পাল, বিদিশা চক্রবর্তীরা বলেন, ঝিল সংস্কারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে এই উদ্যোগ তো ১৭ বছর আগেও নেওয়া হয়েছিল। আবার কাজ হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, সংস্কারের নামে সরকারি টাকা নয়ছয় হবে, তা যেন না হয়।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সেই ঝিলের এখন বেহাল দশা। জবরদখলে জেরবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> কে কী উদ্যোগ নিয়েছিল তা আমি জানি না। তবে এখন শহরের উন্নয়ন এবং দমকলের জলের অভাব পূরণে ওই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিলটি সংস্কার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
>
> **প্রসেনজিৎ কর,** *চেয়ারম্যান আলিপুরদুয়ার পুরসভা*

চৌহদ্দি

এই ঝিলের পূর্বদিকে রয়েছে আলিপুরদুয়ার চৌপথি। পশ্চিমে রয়েছে স্টেশনপাড়া। উত্তরে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা সড়ক। আর দক্ষিণে বাবুয়া গ্যারাজ।

দখলদারি

৩টি ওয়ার্ডজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই জলাশয়ের একাধিক জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে লায়েন্স ক্লাব সংলগ্ন এলাকা ও এলিট পর্যটক আবাস সংলগ্ন এলাকায় ঝিলের অনেকটাই দখল হয়ে গিয়েছে। কোথাও ঝিল দখল করে বাড়ি বানানো হয়েছে। কোথাও গড়ে উঠেছে হোটেল বা রেস্তোরাঁ।

হাসপাতালেই পরীক্ষা প্রিয়া ও বিশেষের

বীরপাড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার বীরপাড়া হাসপাতালেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল দুই পড়ুয়া। মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়া বড়াইকের সিট পড়েছে বীরপাড়া গার্লস হাইস্কুলে। সে রহিমপুর চা বাগানের বাসিন্দা। অসুস্থতার কারণে শনিবার থেকে সে বীরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি। সোমবার হাসপাতালেই পরীক্ষা দিয়েছে সে। এদিন পরীক্ষা চলাকালীন হাসপাতালে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার মা ফুলমইত বড়াইক। তিনি বলেন, 'জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিচ্ছে মেয়ে। অথচ এই সময়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবে ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।'

এদিকে, এদিন ভগতরাম বিদ্যাপীঠের ছাত্র বিশেষ ওরাওঁ মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকেও বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষের বাড়ি কালচিনি ব্লকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা শেষে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার বীরপাড়ার সেন্টার সেক্রেটারি জয়ব্রত ভট্টাচার্য বলেন, 'এক্ষেত্রে একজন ইনভিজিলেটার হাসপাতালেই ডিউটি করেন। পুলিশও সহযোগিতা করে। সোমবারও ওই দুই পরীক্ষার্থীর হাসপাতালে পরীক্ষা নিতে সহযোগিতা করেছে পুলিশ-প্রশাসন।'

অঙ্ক পরীক্ষার দিন মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলের এক ছাত্রী অতিরিক্ত আতঙ্কের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দিয়েছিল সে।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার কুম্ভ দর্শনার্থীদের নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। এদিন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ারের জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'আমরা রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। রেলের অব্যবস্থা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।' জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছাড়াও এদিন জেলা সাধারণ সম্পাদক অজিত ঘোষ, জেলা সহ সভানেত্রী ছবি দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ এই অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মহকুম্ভগামী রেলযাত্রীদের ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় প্রায় ১৮ জনের। মৃতদের মধ্যে ২ জন শিশুও ছিল।

বীরপাড়ায় বাইকের দাপট

৩৫০ মিটার রাস্তায় নয়টি স্পিডব্রেকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ৩৫০ মিটারের রাস্তা। সেখানে রয়েছে নয়টি স্পিডব্রেকার। স্থানীয়দের দাবি, এ তো অনেক কম! আরও ডজনখানেক হলে ভালো হত। দুর্ঘটনা রুখতে ২০১৮ সালে এতগুলো স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে বীরপাড়ার রবীন্দ্রনগরে।

বাড়ির গেট খুলতে পিচের সরু রাস্তাটা। কারও আবার বাড়ির সিঁড়িই নেমে গিয়েছে রাস্তায়। এই গলিপথটি কিন্তু খুবই ব্যস্ত। মেরেকেটে পনেরো ফুট চওড়া ওই গলি দিয়ে প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। বিশেষ করে মোটরবাইকের দৌরাত্ম্যটা একটু বেশিই। আর একেকটা মোটরবাইক যেন আতঙ্ক ওই এলাকার মানুষদের কাছে। বাইকের ধাক্কায় যে কোনও মুহূর্তে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সবচেয়ে বেশি ভয় খুদেদের নিয়ে। তাই মোটরবাইকের বেপরোয়া গতিতে বেড়ি পরাতে ওই স্বল্পদৈর্ঘ্যের রাস্তাটিতে বসানো হয়েছে একের পর এক স্পিডব্রেকার। বীরপাড়ার বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস থেকে জুবিলি ক্লাব চত্বর পর্যন্ত মোটামুটি সাড়ে তিনশো মিটার দীর্ঘ রাস্তাটিতে ডজনখানেক স্পিডব্রেকার ছিল, বলছেন স্থানীয়রা। বর্তমানে রয়েছে নয়টি। রবীন্দ্রনগরের বাপি পাল বলছেন, 'স্পিডব্রেকার ছাড়া দুর্ঘটনা রোখার কোনও উপায় নেই। রাস্তায় স্পিডব্রেকার থাকলে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয় ঠিকই। কিন্তু সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরাই স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি করেছিলাম। না হলে প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটত।'

বীরপাড়ার মহাত্মা গান্ধি রোডে প্রায়ই ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি চলাকালীন ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ। সেসময় মোটরবাইক, টোটো এবং অনেক ছোট গাড়ি রবীন্দ্রনগরের ওই গলিপথ দিয়ে যাতায়াত করে। এদিকে, ওই রাস্তা দিয়ে বীরপাড়া হাইস্কুল এবং বীরপাড়া গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়ারাও যায়। ফলে গলিপথ হলেও যানবাহনের বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণে স্পিডব্রেকার বসানো ছাড়া বিকল্প উপায় ছিল না বলে বক্তব্য মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্যা শিউলি চক্রবর্তীর। তিনি বলেন, '২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের পর জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে রাস্তাটি পাকা করা হয়। সেসময় স্থানীয়দের দাবিতে স্পিডব্রেকারগুলো বসানো হয়।' রাস্তার একদিকের বাসিন্দারা গলিটি পেরিয়ে আরেকদিকের বাড়িতে যাতায়াত করেন। রাস্তায় খুদেরাও ছুটোছুটি করে।

এলাকার সঞ্জয় জৈনের কথায়, 'সাধারণত এই রাস্তায় স্পিডব্রেকার থাকার কথা নয়। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু আমাদের পাড়ায় বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক চলাচল নিয়ন্ত্রণে স্পিডব্রেকার বসানোই একমাত্র উপায় ছিল।' যদিও স্পিডব্রেকারগুলো নিয়ে অভিযোগও রয়েছে স্থানীয়দের মনে। সঞ্জয় বলেন, 'অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে স্পিডব্রেকারগুলি তৈরি করা হয়েছে। একেকটির আকার এবং উচ্চতা একেকরকম। মাঝে মাঝে ছোট গাড়ির নীচের অংশ স্পিডব্রেকারে লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

বীরপাড়ার রবীন্দ্রনগরের রাস্তায় স্পিডব্রেকার। - সংবাদচিত্র

গতিতে বাধা

- মহাত্মা গান্ধি রোডে কোনও র‍্যালি বেরোলে সেখানে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়
- সেসময় বাইক সহ টোটো, গাড়ি রবীন্দ্রনগরের ওই গলি দিয়ে যাতায়াত করে
- বাইক এবং গাড়ির বেপরোয়া গতিতে লাগাম টানতে স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

ডাকটিকিট সাঁটা খামে স্কুলে পুনর্মিলনের আমন্ত্রণ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তনী কথাটা শুনলেই যেন নানা স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে আসে। সুখ-দুঃখের অনেক গল্প। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একসময় সেই গল্পগুলো ধূসর স্মৃতিতে পরিণত হয়। এরপর যদি হঠাৎ একটি ছোট চিঠি এসে সেই স্মৃতিগুলো একটু নাড়িয়ে দেয়। তাহলে চোখে জল আসতে বাধ্য। ঠিক যেমন হয়েছে আন্দামানের বাসিন্দা পিংকি বর্মনের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'হঠাৎ একদিন শুনি পোস্টম্যান ডাক দিচ্ছেন। হাতে একটি চিঠি ধরালেন। খামের উপরে জ্বলজ্বল করে স্কুলের নাম লেখা। খুলে দেখি পুনর্মিলন উৎসবের আমন্ত্রণপত্র। এত দূরে থাকি তাও যে স্কুল আমাকে মনে রেখেছে সেটা ভেবেই আমার চোখে জল এসে যায়।'

পোস্ট কার্ড, কিংবা খামে ভরা চিঠি আর আসে না ডাকে। বাড়ির ডাকবাক্সও থেকে যায় খালি। বিশেষ করে পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে বার্তা পাঠানো এখন অতীত। তার জায়গায় এসেছে ই-মেল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ। তাই ডাকটিকিট সাঁটা পোস্ট কার্ডে যে স্পর্শ ছিল, তা আর অনুভূত হয় না। তাই যখন প্রাক্তনী ও বর্তমানের পড়ুয়াদের পুনর্মিলনের কথা আসে স্মৃতিচারণ তো হবেই। সেকারণে প্রাক্তনীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য স্ট্যাম্প সাঁটা চিঠিকেই হাতিয়ার করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ফালাকাটার পারঙ্গেরপার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাঃ প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'ডাকটিকিট সাঁটা চিঠি পাওয়া এখন যেন নস্টালজিয়া। স্কুলের প্রাক্তনীদের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে নানা সুখস্মৃতি। আমরা পুনর্মিলন উৎসবে সেই নস্টালজিয়াই ফিরিয়ে আনতে চাইছি। আমাদের বিশ্বাস দূরদূরান্তে যেসব প্রাক্তনী থাকেন তাঁরা ডাকটিকিট সাঁটা এই চিঠি পেয়ে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়বে। তারা উৎসবে শামিল হলেই আমাদের এমন উদ্যোগ সফল হবে।'

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২২, ২৩ এবং ২৪ মার্চ স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। ২৩ মার্চ পুনর্মিলন উৎসব। স্কুল প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই ২৫ বছরে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পাশ করে প্রাক্তনী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের দূরদূরান্তে বিয়েও হয়ে গিয়েছেন। কেউ আবার কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। তাই রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুনর্মিলন উৎসবে একেবারে স্কুলের রেজিস্টার দেখে প্রাক্তনীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। আর সেই কাজে অভিনবত্ব আনতে বেছে নেওয়া হয়েছে স্ট্যাম্প সাঁটা চিঠি।

স্কুলের শিক্ষক সুশান্তকুমার রায় বলেন, 'আমরা ২৩০০ প্রাক্তনীকে চিঠি পাঠাচ্ছি। এর জন্য পোস্ট অফিস থেকে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার স্ট্যাম্প কিনে আনা হয়েছে। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরাই চিঠি তৈরি করে পোস্ট করছে।'

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন প্রাক্তনী চিঠি পেয়েও গিয়েছেন। স্কুলের চিঠি পেয়ে এখন স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ছেন প্রাক্তনীরা। আরেক প্রাক্তনী সুপর্ণা সরকার বর্তমানে অসমের ধীমাজি এলাকায় থাকেন। তাঁর কথায়, 'সেই ছোটবেলায় দেখেছি বাড়িতে স্ট্যাম্প সাঁটা পোস্ট কার্ডের চিঠি আসত। তাও শুধু পুজোর সময়। এবার স্কুল থেকে এমন চিঠি এসেছে। আমি অবশ্যই স্কুলের পুনর্মিলন উৎসবে অংশ নেব।'

চিঠি পেয়ে চোখে জল প্রাক্তনীদের

স্ট্যাম্প সেঁটে চিঠি তৈরি করতে ব্যস্ত পড়ুয়ারা।

> ডাকটিকিট সাঁটা চিঠি পাওয়া এখন যেন নস্টালজিয়া। স্কুলের প্রাক্তনীদের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে নানা সুখস্মৃতি। আমরা পুনর্মিলন উৎসবে সেই নস্টালজিয়াই ফিরিয়ে আনতে চাইছি। আমাদের বিশ্বাস দূরদূরান্তে যেসব প্রাক্তনী থাকেন তাঁরা ডাকটিকিট সাঁটা এই চিঠি পেয়ে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়বেন। তাঁরা উৎসবে শামিল হলেই আমাদের এমন উদ্যোগ সফল হবে।
>
> **–ডাঃ প্রবীর রায়চৌধুরী**
> *প্রধান শিক্ষক, ফালাকাটা পারঙ্গেরপার হাইস্কুল*

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : প্রেরণা নামে একটি সংস্থার দশম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান হয় দিনভর। প্রথমে জংশনে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সামনে পতাকা উত্তোলনের পরে মাঝেরডাবরি চা বাগানে নদীর ধারে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এরপর প্রেরণা পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে স্পেন ও কলকাতা, বাঁকুড়া সহ নানা জায়গার ৮০ জনের লেখা আছে। অনুষ্ঠানের শেষে কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সীমান্তে মজুত জাল নোট

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসে জাল নোট পাচারের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই জাল নোট আসছে পাকিস্তান থেকে। সেখান থেকেই ছোট, ছোট ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অগাস্ট থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তে মজুত করা হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার জাল নোট। কমপক্ষে ১৬টি বড় স্ট্যাক ইয়ার্ড বানানো হয়েছে। পরিস্থিতি দেখে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বিএসএফের তরফে।

কাঁটাতার টপকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা যাতে দেশে ঢুকতে না পারে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আধিকারিকদের তরফ থেকে। পাশাপাশি জাল নোটের পাচার রুখতে বিএসএফের গোয়েন্দাদের সাদা পোশাকে মোতায়েন করা হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। দুই দেশের পাচারকারীদের মধ্যে যে সমস্ত নাম বিএসএফের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে ও একাধিক মোবাইল ফোন নম্বর রয়েছে তার উপরেও নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফের গোয়েন্দা দপ্তর। কি কথা হচ্ছে? তাদের লোকেশন কোথায়? সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন বিএসএফের গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে রাজশাহি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলার বেশ কিছু জায়গায় জাল নোট মজুত রাখা হয়েছে। যে কোনও সময় সেখান থেকে কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশের দুষ্কৃতী ও জঙ্গিরা। মহম্মদ ইউনূসের জমানায় 'নতুন' বাংলাদেশে ফের পুরোদমে মদত দিচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। পাকিস্তান থেকে আসা পণ্যের 'ফিজিকাল ভেরিফিকেশন' হাসিনার আমলে ছিল বাধ্যতামূলক।

সেসব এখন বন্ধ রয়েছে মহম্মদ ইউনূসের নির্দেশে। এই রাজ্যের মালদহ সংলগ্ন চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন রাজশাহির বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে সেগুলি। সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম এবং বিমানপথে ঢাকা হয়ে পাকিস্তান থেকে আনা হচ্ছে ভারতীয় জাল নোট। সেগুলি মজুতের জন্য নতুন করে ২০টি ট্রানজিট ক্যাম্প চালু করেছে আইএসআই।

গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারত বিরোধী এই চক্রান্তে পাক গুপ্তচর সংস্থার 'অফিস' ইউনিটের দোসর হয়েছে বাংলাদেশের সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই'এর 'ব্যুরো এক্স'। বিভিন্ন সূত্র থেকে এপারের গোয়েন্দারা জেনেছেন, সীমান্তের ওপারে যে জাল নোট মজুত হয়েছে, সেগুলির সিংহভাগই ২০০ টাকার। রয়েছে ৫০০ টাকার নোটও, যা ছাপা হয়েছে দাউদের ভাই আনিস ইব্রাহিমের 'মেহেরান পেপার মিলে'। পাকিস্তানের সিন্ধে কোটরি এলাকার ওই পেপার মিলটি আইএসআই-এর 'অফিস'

পাকিস্তান থেকে সরবরাহ

ডেস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন পাকিস্তান সিকিওরিটি প্রিন্টিং কন্ট্রোলের অধীন।

এপারের গোয়েন্দাদের দাবি, গত সেপ্টেম্বর থেকে একের পর এক ভারতীয় জাল নোটের কনসাইনমেন্ট পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কনসাইনমেন্টটি এসেছে চট্টগ্রামে। সেটাও গত নভেম্বর মাসে করাচি থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজে চেপে।

এছাড়া দুবাই থেকে ঢাকার কিছু উড়ানে পাকিস্তানের 'ডিপ্লোম্যাটিক ট্যাগ' লাগানো ট্রলি ব্যাগ ও স্যুটকেসে ভরে আনা হয়েছে এদেশের জাল নোট।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসিনার সময়ে বারবার অভিযান চালিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল ঢাকার আইএসআই'এর ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি।

যাত্রাবাড়ি, কদমতলি, বাদামতলির ওই ঘাঁটিগুলি ফের সক্রিয়। সেখান থেকেই ট্রাক, লরিতে চাপিয়ে জাল নোট নিয়ে গিয়ে মজুত করা হয়েছে মালদহের কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর লাগোয়া নানা স্ট্যাক ইয়ার্ডে।

ক্ষুদ্র চাষিদের ৩০ শতাংশ জায়গা

হিমঘরে আলু মজুতে নির্দেশ

উত্তরে প্রস্তুতি

- গতবছর ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছিল
- এবছর ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হওয়ার আশা রয়েছে
- আগামী ১১ মার্চ থেকে জলপাইগুড়ির হিমঘরগুলিতে আলু মজুত
- ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ হিমঘরগুলি আলুর বন্ড ইস্যু করবে
- ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কারা বন্ড পাচ্ছেন তার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে

নিউজ ব্যুরো

১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে এবছর রেকর্ড পরিমাণ আলুর ফলনের আশা করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে উৎপাদিত আলু হিমঘরে রাখতে পারেন, এজন্য হিমঘরে ৩০ শতাংশ জায়গা ফাঁকা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকবন্ধু কার্ড বা বাংলা শস্যবিমা যোজনার সাম্প্রতিক প্রমাণপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের কাছে আবেদন করলেই হিমঘরে জায়গা পাবেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা। তবে তাঁরা সর্বোচ্চ ৩৫ কুইন্টাল আলু রাখতে পারবেন।

রাজ্যজুড়ে নতুন আলু তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ১ মার্চ থেকে ওই আলু হিমঘরে ঢোকানোর কাজ শুরু হবে। এবার আলুর উৎপাদন ১ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন হওয়ার আশা রাখছে কৃষি দপ্তর।

গতবছর উত্তরবঙ্গে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছিল। সেখানে এবছর ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হওয়ার আশা করছে সরকার। রাজ্যের প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানান, রাজ্যে নতুন করে আরও ১২টি হিমঘর চালু হচ্ছে। সেই হিসাবে রাজ্যে ৫০৮টি হিমঘরে আলু মজুত করা যাবে। এ বছর ৮২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘরে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য হিমঘরে ৩০ শতাংশ জায়গা সংরক্ষণ করার যে নির্দেশ দিয়েছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই নির্দেশ আগেও ছিল। বাস্তবে হিমঘরে সবসময় আগে আসার ভিত্তিতে আলু রাখা হয়। তবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য ২০ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন হিমঘর মালিকরা।' লালুবাবুর বক্তব্য, 'এসব না করে সরকার যদি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ৩০ শতাংশ আলু সহায়কমূল্যে কিনত, তাহলে উপকার হত। এর ফলে চাষিরা যেমন লাভবান হতেন, তেমনই সরকারের কাছেও আলু মজুত থাকত। অসময়ে সেই আলু খোলাবাজারে বিক্রি করতে পারত। কালোবাজারি বন্ধ হত।'

রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের যাতে অভাবী বিক্রি করতে না হয় বা স্বল্প মূল্যে আলু বিক্রি করতে বাধ্য না হন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।'

আগামী ১১ মার্চ থেকে জলপাইগুড়ির হিমঘরগুলিতে আলু মজুত করা শুরু হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে হিমঘরগুলি আলুর বন্ড ইস্যু করবে। ৭ মার্চ পর্যন্ত বন্ড ইস্যু হবে। সোমবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে বৈঠক শেষে এই খবর দিয়েছেন জেলা শাসক শামা পারভিন।

তিনি জানিয়েছেন, আলুর বন্ড ইস্যু করা নিয়ে কোনও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কারা বন্ড পাচ্ছেন তার তালিকা চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। গ্যাস লিকের ঘটনা নিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বন্ড ইস্যু করার আগেই সমস্ত হিমঘরের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। আলুর সহায়কমূল্য ঘোষণা করে সরাসরি কৃষকদের থেকে সরকারকে আলু কেনার দাবি জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন। সোমবার আট দফা দাবি নিয়ে সংগঠনের তরফে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া করা হয়। দাবি, প্রকৃত চাষিদের উৎপাদিত আলু হিমঘরে রাখার অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমস্ত ফসলকে সহজ শর্তে কৃষিবিমার আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রস্তুতি সভা

শালকুমারহাট ও সোনাপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলের কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করা হল। সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ায় এবং আলিপুরদুয়ার-১ কৃষক বাজারে এই সভা হয়। সেখানে শাসকদলের কৃষক সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, জেলা সহ সভাপতি শ্যামল নাথ, জেলা সাধারণ সম্পাদক কুলদাস বর্মন, কেশব রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ জানান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক নানা আলোচনা এদিনের সভায় করা হয়।

এআই

প্রথম পাতার পর

ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় রেল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নয়াদিল্লি স্টেশনে বাড়তি মোতায়েন হয়েছে সিআরপিএফ ও দিল্লি পুলিশ। ভিড়ে বা অন্য কারণে যাত্রীদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে শিয়ালদা স্টেশনে চিকিৎসক, প্যারামেডিক ও অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত থাকবে বলে বিভাগীয় রেল ম্যানেজার জানিয়েছেন। এছাড়া বয়স্ক ও অসুস্থদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ি, হুইলচেয়ার এমনকি স্ট্রেচার থাকছে। উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন ৪টি রাজ্যে মোট ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে মহাকুম্ভগামী ভিড়ের চাপ অত্যধিক। ভক্তদের ৯০ শতাংশই ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করছেন। সেদিকে লক্ষ রেখে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করেছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির প্রশাসন।

মহাকুম্ভের সময় ত্রিবেণি সংগমে ডুব দিতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাবেশ হচ্ছে। শাহি স্নানের দিনগুলিতে সংখ্যাটা কয়েক কোটিতে পৌঁছে যাচ্ছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভের শেষ শাহি স্নানে ফের ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ার আগে যাবতীয় সতর্কতায় এখন নজর রেল কর্তৃপক্ষ ও সরকারের।

ফেরতদের

প্রথম পাতার পর

বেতনের সর্বভারতীয় গড় ছিল ২১,১০৩ টাকা। এই তালিকায় আমাদের রাজ্যও পিছনে ফেলেছে মোদির রাজ্যকে। কৃষিশ্রমিকের রোজকার রোজগার ২৪২ টাকা। অকৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ২৭৩ টাকা গড়ে। দেশের লিস্টে গুজরাট তলা থেকে দ্বিতীয় স্থানে। নির্মাণশ্রমিকদের গড়ে আয় লিস্টের একেবারে তলা থেকে তৃতীয় স্থানে। আদতে গুজরাটে ধনবান যত, তার বহুগুণ হাভাতেরা। শিল্প বলতে যা লগ্নি হচ্ছে তা বড় বড় পুঁজিনির্ভর, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। ফলে বেকারি মাত্রাছাড়া, চাকরির সুযোগ একান্তই সীমিত।

এইসব শুকনো সংখ্যার কচকচিতে মুখে হাসি ফিরে আসবে না কেতুল প্যাটেলের। মাত্র এক বছর আগে সুরাটে তাঁর ফ্ল্যাট বিক্রি করে আমেরিকায় সপরিবার গিয়েছিলেন বেআইনি পথে। ধরা পড়ে স্ত্রী মিত্তলবেন, ছেলে হেয়াংশের সঙ্গে তিনি হাতে-পায়ে বেড়ি নিয়ে ফিরেছেন অমৃতসরে।

পদ্ম বিধায়ক

প্রথম পাতার পর

জন্য সাসপেন্ড করেন। অধ্যক্ষের কথায়, বিরোধী দলনেতার আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'আমি একা ওয়েলে নেমেছিলাম। তাও অগ্নিমিত্রা সহ আরও তিনজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।' বিজেপির দাবি, তারা যাতে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিবাদ করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনামাফিক চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাজেট অধিবেশনের প্রথম থেকেই বিজেপি বিধায়করা সভায় গোলমাল করছেন। রাজ্যপালের ভাষণের সময়ও তাঁরা চিৎকার করেছিলেন। বিজেপি বিধায়করা ক্রমাগত অসংসদীয় আচরণ করছেন। তাঁরা বিধানসভার গরিমা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন।'

বাদ বিধায়ক পদপ্রার্থীই

প্রথম পাতার পর

প্রাক্তন সভাপতিদের জেলা কমিটির বিভিন্ন পদে আনা হতে পারে। আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা বিধানসভার মণ্ডলগুলোতেও একজন করে পুরোনো সভাপতিকে রেখে বাকিদের বদলে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি মণ্ডলে সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়নি।

কালচানি বিধানসভায় তো একটিও মণ্ডল সভাপতির নামও ঘোষণা করা হয়নি। যে ১০টি মণ্ডলের সভাপতির নাম ঘোষণা করা যায়নি, তার পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যে মণ্ডলে ৫০ শতাংশের বেশি বুথ কমিটি তৈরি হবে না, সেখানে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন হবে না। জেলায় প্রায় ৪০ শতাংশ বুথে বুথ কমিটি তৈরি করতে পারেনি পদ্ম শিবির। বিভিন্ন মণ্ডলে সেই কারণে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনও হয়নি।

এছাড়াও দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও রয়েছে। বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতিদের নিয়ে জেলা নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন চর্চা রয়েছে। সেই কারণে কয়েকটি সভাপতি ঘোষণা করা হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ে বাকি সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হবে বলেই জানা গিয়েছে। বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আলিপুরদুয়ারের রিটার্নিং অফিসার শংকর ঘোষের কথায়, 'দল থেকে যে নিয়মে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন করতে বলা হয়েছিল, সেইভাবেই করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ এলে বাকি জায়গাগুলোতেও করা হবে।'

বন্ধু চল

আলিপুরদুয়ারের শিবকাটা এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। সোমবার।

কুম্ভগামী

প্রথম পাতার পর

তাও নজরে রাখছে স্টেশন কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের রেল ট্র্যাক পারাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে।

নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি ট্রেনের প্রয়াগরাজে স্টপ রয়েছে। যেমন

আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে প্রয়াগরাজ যাওয়ার সুবিধা থাকায় এই ট্রেনে কুম্ভ যাত্রীদের ভিড় রয়েছে। এছাড়াও নিউ আলিপুরদুয়ারে স্টপ রয়েছে কামাখ্যা-টুন্ডলা জংশন কুম্ভ স্পেশাল, গুয়াহাটি-বারমেঢ় এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি-বিকানির এক্সপ্রেস, নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের।

নিউ কোচবিহার থেকে আগরতলা-লোকমান্য তিলক এসি এক্সপ্রেস, নিউ নাহারলাগুন-টুন্ডলা জংশন কুম্ভ স্পেশাল, রাঙ্গাপাড়া-নর্থ টুন্ডলা স্পেশাল, ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, আগরতলা-রানি কমলাপতি স্পেশাল, নাহারলাগুন-হাপা স্পেশাল প্রয়াগরাজ ছুঁয়ে চলাচল করে। এই ট্রেনগুলির যাত্রী সুরক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার পর থেকে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে তেমন ভিড় দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিতে চাইছে না রেল। কোনওরকম গুজব যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত মাইকিং করে সকলকে সতর্ক থাকতে বারবার বলা হচ্ছে।

চোলাই রুখতে

প্রথম পাতার পর

চোলাই ভাঁটি সব গুঁড়িয়ে দিয়েছি। পুলিশের লাগাতার অভিযানের ফলে কারবারিরা বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে গিয়ে চোলাই ভাঁটি বানিয়েছিল। সেটাও আমরা গুঁড়িয়ে দিয়েছি।' তবে এটাও মানছেন যে প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়িতে চোলাই ঠেক চললে সেটা অনেক সময় পুলিশ জানতে পারে না। আর সেখানেই এই মহিলাদের উদ্যোগের সার্থকতা। এভাবে অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারা সচেতন হলে চোলাইয়ের কারবার বন্ধ করা সহজ হবে। মত ওসির।

এদিন হলফনামা দেওয়া এক চোলাই কারবারি মেনে নিয়েছে যে, বেশি আয়ের লোভে পড়ে বাড়িতে চোলাই বিক্রি করছিল। বলল, 'মহিলাদের কথা শুনে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অন্য কোনও কাজ করব, কিন্তু আর চোলাই বিক্রি করব না। তাছাড়া আইনি ঝামেলায় পড়তে চাই না। তাই হলফনামা দিয়ে চোলাই বিক্রি বন্ধ করলাম।'

ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণাচক্রের দুই মাথা গ্রেপ্তার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্র পুলিশ ব্যর্থ হলেও সফল হয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। অন্ধ্রপ্রদেশে বসে একইদিনে কোচবিহার ও মহারাষ্ট্রে ডিজিটাল অ্যারেস্টের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা করেছিল একটি বড় চক্র। দুই জায়গাতেই পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যদিও মহারাষ্ট্র পুলিশ সেই তদন্তে এগোতে না পারলেও সেখানে সাফল্য পেয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। অন্ধ্রপ্রদেশের বাবুজিনগর থেকে সেই চক্রের দুই মাথা সাকালা মহেশ এবং শেখর বারলাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল কোচবিহার জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। যদিও তাদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নানা বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। ওই প্রতারণার ঘটনায় এর আগে ৩১ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লা নানি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল জেলা পুলিশ। তাকে জেরা করেই সাকালা ও শেখরের হদিস মেলে।

পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'উত্তরবঙ্গে কোচবিহার জেলা পুলিশই প্রথম ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে প্রথমে একজন ও পরে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রেও সাইবার প্রতারণার মামলা রয়েছে। আমরা মহারাষ্ট্র পুলিশকে এই সংক্রান্ত তথ্য পাঠিয়েছি।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। ফলে তাদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে জেলা পুলিশকে নানা বাধার মুখে পড়তে হয়। ৮ জানুয়ারি বক্সিরহাটের ভানুকুমারীর প্রাক্তন শিক্ষক উত্তমকুমার পালের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন কল আসে। সেখানে প্রতারক নিজেকে সিবিআইয়ের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানায়, উত্তম আর্থিক প্রতারণার একটি মামলায় জড়িত রয়েছেন। তাই তাঁকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হল। জেরার নামে ৮ জানুয়ারি উত্তমের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এরপর ফের টাকা চাইলে ওঁর সন্দেহ হয়। এরপর তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। তখনই বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পিল্লা নানিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে রয়েছে।

মোহনের মৃত্যুতে বনধের হুমকি

কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দু'দিন আগেই বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে অসুস্থ হয়ে দুটি মোহনের মৃত্যু হয়। সোমবার ফের আরও দুটি মোহনের মৃত্যু হল সেখানে। আরেকটি মোহনেরও মরণাপন্ন অবস্থা। এবার শীতের মরশুমে এই নিয়ে অসুস্থ হয়ে শিবদিঘিতে ৩০টি মোহনের মৃত্যু হয়েছে। এভাবে একের পর এক মোহনের মৃত্যুতে শিবদিঘি প্রায় ফাঁকা হয়ে যেতে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বাণেশ্বরে ২৪ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি।

কর্মসূচি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ব্রিগেড চলো সমাবেশকে সফল করতে সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরে প্রচার করা হল সারা ভারত কৃষকসভার তরফে। এদিন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। শহরের বলাই মোড় এলাকায় যে শ্রমিক-কৃষক ভবন রয়েছে, তার সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শেষ হয় চৌপথি এলাকায় পৌঁছে। দেশ বাঁচাতে ও রাজ্যে বদল আনার ডাক দিয়ে আগামী ২০ এপ্রিল কলকাতায় হবে ব্রিগেড সমাবেশ। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখে মিছিলের আয়োজন করা হয় এদিন।

দু'লেনের হবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

গড়করির কথায় আশার আলো

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ডানপাশে সবুজ তিস্তা এবং বাঁ পাশে পাহাড়কে সাক্ষী রেখে সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটছে। পথের কোথাও খানাখন্দ বা ধসের মাটি-পাথরের স্তূপ নেই, উধাও উপর থেকে বোল্ডার আছড়ে পড়ার আশঙ্কা।

'সিকিমের লাইফলাইন'-এর এমন ছবি সামনে নিয়ে এলে, অনেকেই ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু লোকসভায় দাঁড়িয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন, তা বাস্তবায়িত হলে সেবক থেকে গ্যাংটকের রাস্তার চেহারাটা আমূল বদলে যাবে। সেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই মন্ত্রক সূত্রে খবর।

যা আভাস, তাতে গোটা রাস্তাটাই আগামীতে দুই লেনের হবে। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে? সূত্রের খবর, রাস্তা চওড়া করার জন্য একদিকে যেমন কিছুটা পাহাড় কাটা হতে পারে, তেমনই তিস্তার গা ঘেঁষে তোলা হতে পারে কংক্রিটের দেওয়াল। তাতে জলের ধাক্কায় রাস্তার নীচের মাটি ক্ষয়ে যাওয়ার যে সমস্যা ছিল, তাও খানিকটা মিটবে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে বাঁচাতে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই পরামর্শ অনেক আগেই দিয়েছিলেন।

ফি বর্ষায় সিকিমের লাইফলাইন বা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চলাচল রীতিমতো ঝক্কির। কখনো-কখনো তো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়। ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর তো পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বর্ষার সময় তো বটেই, পরবর্তী সময়ও দিনের পর দিন বন্ধ থেকেছে জাতীয় সড়কটি। বোল্ডার আছড়ে পড়ে পৃথক দুটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। মার খেয়েছে সিকিম এবং কালিম্পংয়ের পর্যটন। পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে দার্জিলিংয়েও।

> গড়করিজি যখন আশ্বাস দিয়েছেন লোকসভায়, তখন আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী। আশা করছি দু'এক বছরের মধ্যে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকৃত অর্থে লাইফলাইন হয়ে উঠবে।
>
> **ইন্দ্র হাং সুব্বা**
> সিকিমের সাংসদ

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলবে কবে, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় এই প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা। জবাব দিতে গিয়েই পরিস্থিতি বদলের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন গড়করি। তিনি বলেছেন, 'শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নতুন করে তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কাজ করা হচ্ছে এবং হবে। দ্রুত বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। ভবিষ্যতে জাতীয় সড়কটি নিয়ে আর কোনও সমস্যা বা অভিযোগ থাকবে না।'

মন্ত্রক সূত্রে খবর, কয়েকটি ধাপে জাতীয় সড়কটির হাল পরিবর্তন করা হবে।

ইতিমধ্যে বালাসন সেতু থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক সেতু (করোনেশন ব্রিজের বিকল্প) পর্যন্ত চার লেন এলিভেটেড করিডরের অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে এবং ডিপিআরও তৈরি হচ্ছে। আবার সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত দুই লেনের রাস্তার জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সির পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। এই পথেই রয়েছে ধসপ্রবণ বিরিকদাড়া, শ্বেতিঝোরা, মেল্লি সহ একাধিক এলাকা। সেই কারণেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছে মন্ত্রক।

সিকিমের সাংসদ বলছেন, 'গড়করিজি যখন আশ্বাস দিয়েছেন লোকসভায়, তখন আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী। আশা করছি দু'এক বছরের মধ্যে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকৃত অর্থে লাইফলাইন হয়ে উঠবে।'

সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত দুই লেনের রাস্তার জন্য পাহাড় কাটার পাশাপাশি তিস্তা বরাবর গার্ডওয়াল দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

রংপো থেকে রানিপুল পর্যন্ত দুই লেনের রাস্তার জন্য ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে। রানিপুল ও গ্যাংটকের রাস্তার মাঝে কোনও ব্যারিয়ার না থাকলেও এই পথটি কার্যত দুই লেনের রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে প্রকৃত অর্থেই গোটা রাস্তাটিকে টু-লেন তৈরি করতে চাইছে মন্ত্রক।

উত্তরের হোমস্টে-তে নজর রাজ্যের

পর্যটনকে আকর্ষণীয় করতে উদ্যোগ

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে জঙ্গল এলাকায় পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হোম স্টে-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর জন্য এবারের বাজেটে একগুচ্ছ প্রস্তাব আনা হয়েছে। সোমবার বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের এক প্রশ্নের উত্তরে এই কথা জানান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

জঙ্গলে প্রবেশ কর তুলে দেওয়ার জন্য পর্যটকের সংখ্যা ডুয়ার্সে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ পর্বে মন্তব্য করেন সুমন। মুখ্যমন্ত্রীকে তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে পর্যটনমন্ত্রীর কাছে তিনি জানতে চান, জঙ্গলে পর্যটকদের থাকার জন্য হোম স্টে একমাত্র উপযোগী হতে পারে। রাজ্য সরকার কি এই নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নিয়েছে? প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রনীল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এই পরিকল্পনা নিজেই তৈরি করেছেন।'

পর্যটনমন্ত্রী এই ব্যাপারে জানান, রত্নেশ্বর ঝিলকে পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্র ও জলদাপাড়া গ্রামকে ভিলেজ ট্যুরিজম ও হোম স্টে ট্যুরিজম করা নিয়ে পরিকল্পনা এগিয়ে গিয়েছে। এছাড়াও পর্যটন, বন এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা মোট ৫৩২২টি হোম স্টের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এই হোম স্টেগুলির মাধ্যমে ৪১৩২০টি কর্মসংস্থান হয়েছে।

তার মধ্যে ২৫৮২৫টি প্রত্যক্ষ ও ১৫৪৯৫টি পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। হোম স্টের সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বাজেট ভাষণেই অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, নতুন এবং অভিজ্ঞ ট্যুরিস্ট গাইডদের স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র দেওয়ার জন্য ট্যুরিস্ট গাইডস সার্টিফিকেশন স্কিম চালু করা হয়েছে। গত বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৭৫৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১৮৪৩ জন সফলভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে মহিলা টুরিস্ট গাইডের সংখ্যা ৩১৫ জন।

পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, হোম স্টে-কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিচ্ছে। হোম স্টে-র সংখ্যা বাড়াতে স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ওই এলাকার স্থানীয় সংস্কৃতি যাতে পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। প্রতিটি হোম স্টে-তে আরও ঘরোয়া পরিবেশ তৈরির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

পর্যটন দপ্তরের ইকো ট্যুরিজম বিভাগের চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, '২০২২ সালেই হোম স্টে পলিসি তৈরি হয়েছিল। সেই নীতি সংশোধনের জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। হোম স্টে-কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে জমাও দেওয়া হয়েছে। হোম স্টে-তে আগ্রহীরা রেজিস্ট্রেশনের পর আগে তিন কিস্তিতে দেড়লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে পেতেন। এখন তাঁরা দুই কিস্তিতে ১ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন। আশা করা যায়, হোম স্টে-র আকর্ষণ আরও বাড়বে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ক্রীড়াসূচি

গ্রুপ 'এ'
ভারত, বাংলাদেশ
নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান

গ্রুপ 'বি'
আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া,
ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
১৯ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	করাচি
২০ ফেব্রুয়ারি	বাংলাদেশ বনাম ভারত	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুবাই
২১ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	দুপুর ২.৩০ মিনিট	করাচি
২২ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	লাহোর
২৩ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম ভারত	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুবাই
২৪ ফেব্রুয়ারি	বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	রাওয়ালপিন্ডি
২৫ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	দুপুর ২.৩০ মিনিট	রাওয়ালপিন্ডি
২৬ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম ইংল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	লাহোর
২৭ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ	দুপুর ২.৩০ মিনিট	রাওয়ালপিন্ডি
২৮ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২.৩০ মিনিট	লাহোর
১ মার্চ	ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	দুপুর ২.৩০ মিনিট	করাচি
২ মার্চ	ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড	দুপুর ২.৩০ মিনিট	দুবাই

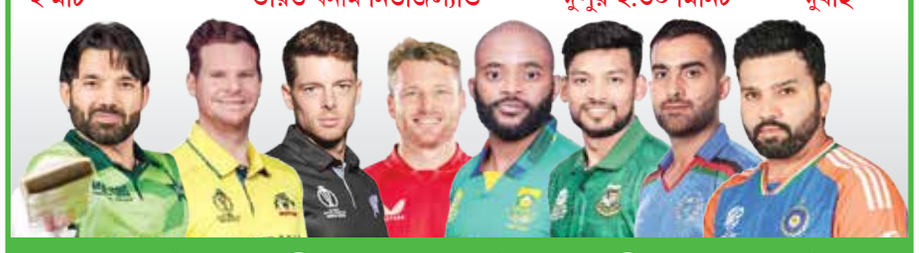

৪ মার্চ
প্রথম সেমিফাইনাল
দুপুর ২.৩০ মিনিট
দুবাই

৫ মার্চ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
দুপুর ২.৩০ মিনিট
লাহোর

৯ মার্চ
ফাইনাল
দুপুর ২.৩০ মিনিট
লাহোর/দুবাই

পাক ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কাঠগড়ায় আইসিসি-ও

করাচি, লাহোরে নেই তেরঙা

লাহোর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির।

এবার বিতর্কের কেন্দ্রে ভারতের জাতীয় পতাকা। ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড। আর সেই করাচি স্টেডিয়ামে অংশগ্রহণকারী বাকি সাত দেশের জাতীয় পতাকা থাকলেও দৃষ্টিকটুভাবে নেই ভারতের তেরঙা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও প্রকাশ পাওয়ার পর বিতর্ক তুঙ্গে।

> আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে শুধুমাত্র ম্যাচ আয়োজন নয়, পাক ক্রিকেটের সম্মান পুনরুদ্ধারও। পাকিস্তানের লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর আবেগের মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হবে দেশ।
>
> **মহসিন নকভি**
> পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রধান

একই দৃশ্য লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামেও। গতকাল এক বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বেশ কিছু মানুষের সমাগম হয়েছিল সেখানে। ভারতের পতাকা না থাকার বিষয়টি তাদের চোখে পড়ে। কেউ কেউ ভিডিও পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমেও। বাকি সাত দেশের পতাকা থাকলেও 'ব্রাত্য' ভারতীয় পতাকা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। এমনকি যদি ফাইনালে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা ওঠেন, তাহলেও খেতাবি যুদ্ধ লাহোর থেকে সরে দুবাইয়ে হবে। এর পালটা জবাব হিসেবে ভারতীয় পতাকা নিয়ে পাকিস্তানের এহেন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা আইসিসি-র তরফে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আইসিসি অবশ্য দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ, টুর্নামেন্টের চারটি স্টেডিয়ামের ভার এখন সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার হাতে। পিসিবি-র তরফে লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়াম তুলে দেওয়া হয়েছে আইসিসি-র হাতে। সেক্ষেত্রে আইসিসি-র নজর কীভাবে পতাকার বিষয়টিতে এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। যদিও পিসিবি-র যুক্তি, যে দলগুলি পাকিস্তানে খেলবে শুধু তাদের পতাকাই স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে। ভারত যেহেতু দুবাইয়ে নিজেদের ম্যাচ খেলবে তাই টিম ইন্ডিয়ার পতাকা নেই।

লাহোর, করাচির স্টেডিয়ামে অংশগ্রহণকারী বাকি সাত দেশের পতাকা থাকলেও নেই ভারতের জাতীয় পতাকা।

এদিকে, আইসিসি ইভেন্ট ঘিরে শুধু বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী দেখছে পাকিস্তান। ৩০ বছর পর বহুদেশীয় কোনও বড় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে সেখানে। যার হাত ধরে ক্রিকেট-বাণিজ্যের পাশাপাশি ঝিমিয়ে পড়া ট্যুরিজমে অক্সিজেন খুঁজছে তারা। পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি (ইন্টিরিয়র মিনিস্টার ও সিকিউরিটি চিফ) বলেছেন, 'আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে শুধুমাত্র ম্যাচ আয়োজন নয়, পাক ক্রিকেটের সম্মান পুনরুদ্ধারও। পাকিস্তানের লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর আবেগের মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হবে দেশ।'

আগামী কয়েক সপ্তাহ পাকিস্তানের জন্য সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নকভির মতে, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শুরুর পর পাকিস্তান সুপার লিগ সেদেশের মাটিতে আইসিসি টুর্নামেন্ট প্রত্যাবর্তনের রাস্তা সুগম করেছে। এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে প্রচুর ক্রিকেট-পর্যটকের আগমন ঘটবে। যাঁদের সামনে পাকিস্তান নিয়ে গত কয়েক দশকে তৈরি নেতিবাচক ছবিটা বদলানোই পাখির চোখ পিসিবি-র। পাক ক্যাবিনেটের অন্যতম মন্ত্রী তথা পিসিবি প্রধান নকভির যে প্রত্যাশা কতটা মিটবে, সেটাই এখন দেখার।

আয়ের নিরিখে শীর্ষে রোনাল্ডো

নিউ ইয়র্ক, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রেকর্ড যেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পিছনে ছোটে। বয়স চল্লিশের ঘরে। অথচ ব্র্যান্ড ভ্যালু এতটুকু কমেনি পর্তুগিজ মহাতারকার। সম্প্রতি এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, গত একবছরে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ২০২৪ সালে তাঁর মোট উপার্জনের পরিমাণ ২৬০ মিলিয়ন ডলার। এরমধ্যে আল নাসেরের হয়ে খেলে শুধু ২১৫ মিলিয়ন ডলার রোজগার করেছেন তিনি।

আয়ের নিরিখে বিশ্বের প্রথম দশজন ক্রীড়াবিদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি স্টিভেন ক্যারি। তাঁর মোট উপার্জনের পরিমাণ ১৫৩.৮ মিলিয়ন ডলার। এই তালিকায় রোনাল্ডোর থেকে অনেকটাই পিছনে রয়েছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। তিনি চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। তাঁর মোট রোজগারের পরিমাণ ১৩৫ মিলিয়ন ডলার।

এছাড়া ক্রীড়াবিদদের মধ্যে আয়ের নিরিখে প্রথম দশে রয়েছেন নেইমার, করিম বেঞ্জেমা ও কিলিয়ান এমবাপেরা। ষষ্ঠ স্থানে থাকা নেইমারের গত একবছরে মোট উপার্জন ১৩৩ মিলিয়ন ডলার। ১১৬ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে অষ্টম স্থানে রয়েছেন ফরাসি তারকা করিম বেঞ্জেমা। তার ঠিক পরেই রয়েছেন আরেক ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর মোট উপার্জন ১১০ মিলিয়ন ডলার।

ভারত দৌড়াবে সামি ছন্দে থাকলে : বালাজি

চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই বৃহস্পতিবার থেকে দুবাইয়ের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করে দেবে টিম ইন্ডিয়া।

রোহিত শর্মাদের মাঠে নামার আগে বারবার সামনে আসছে দলের সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতির বিষয়টি। বুমরাহর অনুপস্থিতির কারণে কি ভারতীয় বোলিং দুর্বল হয়ে যাবে? মহম্মদ সামি কি পারবেন বুমরাহর অভাব মেটাতে? প্রশ্ন অনেক। আপাতত সদুত্তর নেই।

> সামির মতো অভিজ্ঞর সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করার সময় হর্ষিত-অর্শদীপরাও আত্মবিশ্বাস পাবে। সামিও ওদের থেকে সেরাটা বার করে আনতে পারবে।
>
> **লক্ষ্মীপতি বালাজি**

এমন অবস্থায় আজ সামির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজি। তাঁর মনে হচ্ছে, সামি যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুতেই বল হাতে ছন্দ পেয়ে যান, তাহলে টিম ইন্ডিয়া দৌড়াবে। আর সেই দৌড় থামবে খেতাব জয়ের মধ্যে দিয়েই। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বালাজি আজ বলেছেন, 'ভারত বরাবরই শক্তিশালী দল। কিন্তু দলের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স হয়তো তেমন ভালো নয়। উপরি হিসেবে বুমরাহ চোটের কারণে নেই দলে। তারপরও অভিজ্ঞ সামির উপর আস্থা রয়েছে আমার। বিশ্বাস করি, ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা ও ক্ষমতা রয়েছে সামির।'

কেন সামিকে নিয়ে এমন আশার কথা শুনিয়েছেন বালাজি, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। বালাজির কথায়, 'বুমরাহর আন্তর্জাতিক অভিষেকের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে সামির। ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করেই জাতীয় দলে ফিরেছে ও। এবার সামির দায়িত্ব হল ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার। আমি নিশ্চিত সামি পারবে।' সামির সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন আরও দুই পেসার। হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিংরাও যথেষ্ট যোগ্য বলেই মনে করছেন বালাজি। সামির সঙ্গে জুটিতে অর্শদীপ নাকি হর্ষিত, কাকে খেলতে দেখা যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে বালাজির মনে হচ্ছে, 'সামির মতো অভিজ্ঞর সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করার সময় হর্ষিত-অর্শদীপরাও আত্মবিশ্বাস পাবে। সামিও ওদের থেকে সেরাটা বার করে আনতে পারবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচেই ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ। সেই ম্যাচের আগে সামির জন্য বালাজির পরামর্শও রয়েছে। ইনিংসের শুরুতেই বিপক্ষ শিবিরে ধাক্কা দেওয়ার কাজটা সামিকেই শুরু করতে হবে, বলছেন বালাজি। তাঁর কথায়, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বড় প্রতিযোগিতা। এমন প্রতিযোগিতার আসরে বিপক্ষ শিবিরে শুরুতেই ধাক্কা দেওয়া গেলে বাকি কাজটা সহজ হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত, এক বছর পর চোট সারিয়ে ফিরে বল হাতে সামি সেই কাজটা করে দেবে। মনে রাখবেন, ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আসরে সামি সুযোগ পাওয়ার পর বুমরাহ দলে রয়েছেন বলে মনেই হয়নি।'

'তিন বছর শুধু ম্যাগি খেয়ে কাটিয়েছে দুই ভাই'

বুমরাহ-হার্দিককে আবিষ্কার করার দাবি নীতা আম্বানির

বোস্টন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটের নার্সারি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

যে নার্সারি দেশকে উপহার দিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুণাল পান্ডিয়া, তিলক ভার্মার মতো তারকাকে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বস্টনে এমনই দাবি করেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালকিন নীতা আম্বানি। যুক্তি, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে প্রতিভা তুলে আনা, তাঁকে সময়, সুযোগ দিয়ে তৈরি করার ওপর বরাবরই জোর দেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তারই সুফল বুমরাহ-হার্দিকরা।

গত এক দশকে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের চমকপ্রদ সাফল্যের অন্যতম কারিগর এই খুঁজে আনা তারকারাই। নীতা বলেছেন, 'দল তৈরিতে আমাদের বাজেট নির্দিষ্ট। এর বেশি কোনও দল খরচ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণে নতুন পন্থা নিতে হয়েছে আমাদের। শুধুমাত্র বড় নাম নয়, প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজে দলে নেওয়া অগ্রাধিকার পেয়েছে।'

শুনিয়েছেন হার্দিক-ক্রুণালের মতো 'হিরে' খুঁজে পাওয়ার গল্প। নীতা বলেছেন, 'আমি, আমার স্কাউটরা প্রতিটি রনজি ট্রফির ম্যাচে হাজির থাকি। হয়তো এমন ম্যাচে গিয়েছি, যেখানে কাক ছাড়া কেউ নেই গ্যালারিতে। এভাবেই দুজন রোগাপাতলা চেহারার ইয়াং ক্রিকেটারকে পাওয়া। ওদের সঙ্গে কথা বলি আমি। ওরা জানায়, শেষ তিন বছর টাকার অভাবে নাকি প্র্যাকটিসে শুধু ম্যাগি খেয়ে কাটিয়েছে।

দুবাইয়ে অনুশীলনের পথে হার্দিক পান্ডিয়া।

কিন্তু ওদের মধ্যে আবেগ, বড় কিছু করে দেখানোর খিদেও দেখেছিলাম। সেই দুই ভাই হল হার্দিক ও ক্রুণাল। ২০১৫ সালে হার্দিককে ১০ হাজার ডলারে নিয়েছিলাম। আজ দলের অধিনায়ক।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হাত ধরে আইপিএলে পা রাখেন বুমরাহও। নীতা বলেছেন, 'এর আগে আমাদের স্কাউটরা অদ্ভুতুড়ে বোলিং অ্যাকশনের এক বোলারকে খুঁজে পায়। রোগাপাতলা, বলকে কথা বলাতে পারে। কিংবদন্তি লসিথ মালিঙ্গা ও আমি ওর বোলিং দেখতে গেলাম। মালিঙ্গা বলেছিল, নজরে রাখুন একে। আর এই বোলার আমাদের বুমরাহ।

> আমাদের স্কাউটরা অদ্ভুতুড়ে বোলিং অ্যাকশনের এক বোলারকে খুঁজে পায়। রোগাপাতলা, বলকে কথা বলাতে পারে। কিংবদন্তি লসিথ মালিঙ্গা ও আমি ওর বোলিং দেখতে গেলাম। মালিঙ্গা বলেছিল, নজরে রাখুন একে। আর এই বোলার আমাদের বুমরাহ। বাকিটা ইতিহাস। গতবছর এই তালিকায় তিলক ভার্মা। এখন জাতীয় দলের সদস্য। সেদিক থেকে যথার্থ অর্থেই ভারতীয় ক্রিকেটের নার্সারি বলা যায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।'
>
> **নীতা আম্বানি**
> মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন

প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রী ইভার সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন মোহনবাগানের জেমি ম্যাকলারেন।

ওডিশা ম্যাচে ভরা গ্যালারির ভাবনা বাগানে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হঠাৎই সুনীল ছেত্রীর বেশ কিছুদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার ভাইরাল!

যেখানে সর্বভারতীয় এক পডকাস্টে বেঙ্গালুরু এফসি-র বর্তমান তারকা বলছেন, 'ভারতীয় ফুটবলে সেরা ক্লাব মোহনবাগান। এই নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই।' বাকি সবকিছু ছেঁটে ফেলে এই অংশকে এখন ছড়িয়ে দিতে শুধু সবুজ-মেরুন সমর্থকরাই নয়, এদেশের ফুটবলপ্রিয় সব মানুষই তৎপর। তেমনি ভাইরাল হয়েছে মুম্বই সিটি এফসি-র একটি পোস্টও। যেখানে আগামী ১ মার্চ তাদের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচকে 'বিগেস্ট হোম ম্যাচ' বলে আখ্যা দিয়ে টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ওয়েন কোয়েল আবার বেশ কাটাকাটা শব্দে বলে দিয়েছেন, 'মোহনবাগানের মতো বাজেটের দল আমাকে দিন। তাহলে দেখবেন প্রতি বছর আমি লিগ-শিল্ড এনে দেব।' ভালো-খারাপ সব মিলিয়ে কোথায় একটা যেন এবারের আইএসএলে মোহনবাগানের একাধিপত্যকে মেনে নেওয়া। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল যে আজ হোক বা কাল, চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছে, সেই নিয়ে কারওই কোনও দ্বিধা নেই।

> আমাদের কাজ এখনও বাকি। এখনও পরিশ্রম করে যেতে হবে। করে যেতে হবে নিজেদের কাজ।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে আবার ২৩ তারিখ ওডিশা এফসি ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যেই টিকিট ছাড়া শুরু হয়ে গেছে। যা খবর তাতে পুরো ৬০ হাজার টিকিটই বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়েছে ম্যানেজমেন্টের তরফে। বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবও নিজেদের পাতায় পাতায় মাঠ ভরিয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছে। সবমিলিয়ে আগামী রবিবারই নিজেদের ঘরের মাঠে দলের চ্যাম্পিয়নশিপ দেখার জন্য উন্মুখ সদস্য-সমর্থকরা। তাঁদের এই উন্মুখতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পরপর পাঞ্জাব এফসি ও কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে দলের পারফরমেন্স। কোচিতে আহামরি না খেলেও তিন গোলে জয়। অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিধ্বংসী মেজাজে নিজেকে মেলে ধরায় আরও প্রত্যাশা বেড়েছে। এদিনটা ছিল আবার তাঁর বিবাহবার্ষিকী। সামাজিক মাধ্যমে স্ত্রী ইভার সঙ্গে ছবি দিয়ে নিজের আনন্দের দিনটা ভাগ করে নিয়েছেন সবার সঙ্গে। একদিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে ফের প্রস্তুতি শুরু মেগা ওডিশা ম্যাচের। মোলিনা অবশ্য সবসময়ই সতর্কতা অবলম্বন করে বলে চলেছেন, 'আমাদের কাজ এখনও বাকি। এখনও পরিশ্রম করে যেতে হবে। করে যেতে হবে নিজেদের কাজ।'

সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া বাকিরা সকলেই ফিট। নিশ্চিতভাবেই বাড়তি শক্তি নিয়ে রবিবার ঝাঁপাবে মোহনবাগান।

৮ বছর বয়স থেকে একা লড়াই রাহানের

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ৩৬ রানের ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির উত্থান।

বিরাট কোহলির অবর্তমানে পরের টেস্টেই অধিনায়কোচিত শতরানে বদলে দিয়েছিলেন সিরিজের ভাগ্য। আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে প্রথম টেস্ট সিরিজ (২০২০-'২১) জেতার ইতিহাস গড়েছিল ভারত। মাঝে বেশ কয়েক বছর পার। বদলেছে অনেক কিছু। সেদিনের সফল অধিনায়ক আজ ভারতীয় দলের বাইরে।

অবশ্য গত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ডাক পেয়েছিলেন রাহানে। তবে বাইশ গজে নয়, দায়িত্বটা কমেন্ট্রি বক্সে। বড় অঙ্কের প্রস্তাব থাকলেও ফিরিয়ে দেন। মুম্বই রনজি ট্রফি দলের অধিনায়ক রাহানে বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব। বিশাল অঙ্কের অর্থও ছিল। কিন্তু যেহেতু নিজে এখনও খেলছি, তাই সতীর্থদের পারফরমেন্সের কাটাছেঁড়া সঠিক মনে হয়নি আমার কাছে।'

দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকলেও হতাশ নন। লড়াই জারি। বিদর্ভের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ রনজি ট্রফিতে এদিন দল নিয়ে নেমেও পড়েছেন রাহানে। টানা দ্বিতীয়বার রনজি জয়ে চোখ। প্রথমদিনের শেষে বিদর্ভ

ফের তোপ আগরকারকে

অবশ্য ৩০৮/৫ স্কোরে পৌঁছে ভালো জায়গায় রয়েছে। দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাফল্যে টিম ইন্ডিয়ার দরজা খোলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আজিঙ্কা। আসলে লড়াইটা মজ্জাগত। ছোট্ট থেকে ক্রিকেট কিটস নিয়ে একাকী লড়াই শুরু।

নিজের জীবনযুদ্ধের অজানা কাহিনী নিয়ে রাহানে বলেছেন, 'ডোম্বিভালি থেকে প্রতিদিন ট্রেনে চেপে একাই প্র্যাকটিসে যেতাম। বাবার অফিস থাকত। তাই আট বছর বয়স থেকেই একা যাতায়াত। বাবার মাইনে খুব বেশি ছিল না। মা তাই বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ করত। যা কখনও ভুলিনি। তাই পা সবসময় মাটিতে থাকে। অর্থ-খ্যাতি সবই ক্রিকেটের হাত ধরে পাওয়া।'

লাজুক, মিতভাষী। জবাব দিতে পছন্দ করেন ব্যাট হাতে। সেই রাহানেই ফের তোপ দাগলেন অজিত আগরকারদের বিরুদ্ধে। দাবি, টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়ার পর ফোন করে জানানোর ন্যূনতম সৌজন্য দেখায়নি। 'অনেকে বলেছিল কথা বলতে। কিন্তু উলটো দিকে যাঁরা (পড়ুন আগরকার) রয়েছেন, তাঁরা কথা বলতে রাজি হলে তবেই আলোচনা সম্ভব। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর যেভাবে বাদ দেওয়া হয়, তা মানতে কষ্ট হচ্ছিল। নিজেকে তৈরি রাখতে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলাম। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। ভেবেছিলাম অন্তত গোটা ২-৩টি সিরিজে সুযোগ পাব। কিন্তু ভারতীয় দলে আমার অবদান, অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পায়নি,' অভিযোগ রাহানের।

রনজির অন্য সেমিফাইনালে গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথমদিনের শেষে কেরল ৪ উইকেটে ২০৬ রান তুলেছে।

রিজার্ভ বেঞ্চ পার্থক্য গড়ে দিল : অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলের ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ডার্বি জয়।

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে 'নিরুত্তাপের ডার্বি'-তে জ্বলে উঠেছিল লাল-হলুদ মশাল। দ্বিতীয়ার্ধে দুই 'সুপার সাব' সাউল ক্রেসপো ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ নিজেও মেনে নিয়েছেন রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়রা পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন। ম্যাচের পর লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'আমাদের রিজার্ভ বেঞ্চ ম্যাচের ফয়সালা করে দিয়েছে। সাউল ও ডেভিড বেঞ্চ থেকে নেমে গোল করেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই জিনিসটাই অনুপস্থিত ছিল।' আইএসএলে প্রথমবার ডার্বি জেতার প্রতিপক্ষ দলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অস্কার। তিনি বলেছেন, 'ডার্বি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচের সঙ্গে দুইটি ক্লাবের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সমর্থকদের আবেগ জড়িয়ে থাকে। ম্যাচ হারলেও মহমেডানের প্রশংসা করতে হবে। ওরা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও এদিন ভালো ফুটবল খেলেছে।'

গত ডার্বিতে নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং লাল কার্ড দেখেছিলেন। এদিন কিন্তু দুই তারকাই দুরন্ত ফুটবল উপহার দিলেন। মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের খাতাটাই খুললেন মহেশ। ভাগ্য সহায় থাকলে আরও একটি গোল পেতে পারতেন তিনি। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন মহেশ। কোচ অস্কারও নন্দ-মহেশের প্রশংসা করে বলে গেলেন, 'প্রথম ডার্বিতে নন্দ ও মহেশ লাল কার্ড দেখে দলকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। ফলে আমাদের ৯ জনে খেলতে হয়েছিল। এইদিন কিন্তু ওরা তার প্রায়শ্চিত্ত করল।' ম্যাচের পর মহেশ বলে গেলেন, 'গোল করার থেকেও দলের জয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়ের পর আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে।'

এদিকে ডার্বি হারলেও দলের খেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। তিনি বলেছেন, 'শুরুটা আমরা ভালোই করেছিলাম। তবে গোল খাওয়ার পর সমস্যা তৈরি হয়। হারলেও দল লড়াই করেছে। দুইটি গোল হজম করার পর একটা গোলশোধ করেছিলাম। এটাও ভালো দিক।'

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের তিন নায়ক- নাওরেম মহেশ সিং, ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও সাউল ক্রেসপো (বাঁ দিক থেকে)।

বায়ার্নের অনুশীলনে অনুপস্থিত কেন

মিউনিখ ও মিলান, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফ পর্বের দ্বিতীয় লেগে মঙ্গলবার রাতে নামবে বায়ার্ন মিউনিখ। প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ডের ক্লাব সেল্টিক এফসি। প্রথম লেগে সেল্টিকের ঘরের মাঠে তাদেরকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল জার্মান জায়েন্টার। ডায়জেন মায়েদা ৭৯ মিনিটে গোল করে স্কটিশ ক্লাবের আশা বাঁচিয়ে রাখেন। তবে ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ এরিনায় বায়ার্ন মিউনিখকে হারানো যে কতটা কঠিন তা স্পষ্ট হয়ে যায় পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে। চলতি মরশুমে ঘরের মাঠে মাত্র ১টি ম্যাচ হেরেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। সেটাও গত বছরের ডিসেম্বরে জার্মান কাপে বেয়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ঘরের মাঠে শেষ ২০ ম্যাচ হারেননি টমাস মুলাররা। একই সঙ্গে শেষ ১৭ মরশুমে টানা শেষ ষোলোয় উঠেছে বায়ার্ন। তারা চলতি মরশুমে বুন্দেশলিগায় ২২ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে। হেরেছে মাত্র একটি ম্যাচ এবং দুইয়ে থাকা লেভারকুসেনের থেকে এগিয়ে ৮ পয়েন্টে।

সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতির জন্য দলকে প্রস্তুত রাখছেন কোম্পানি। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর মন্তব্য, 'সেল্টিক প্রেস করুক বা নিজেদের বক্সে ডিফেন্স সবরকম পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত। প্রতিআক্রমণে ওরা কতটা ভয়ঙ্কর সেটা প্রথম লেগেই দেখেছি। তবে ঘরের মাঠে আমরাই এগিয়ে থাকব।' সোমবার প্রস্তুতিতে দেখা যায়নি তারকা স্ট্রাইকার হ্যারি কেনকে। তবে চোটের শঙ্কা উড়িয়ে কোম্পানি বলেছেন, 'রিকভারির পর্যাপ্ত সময় পাইনি আমরা। তাই কেন অতিরিক্ত একদিন বিশ্রাম নিয়েছে। তেমন গুরুতর কিছু না।' বায়ার্নের ইংরেজ গোলমেশিন হ্যারি কেনকে শান্ত রাখাই সেল্টিকের প্রধান লক্ষ্য হতে চলেছে। কেন প্রথম লেগে গোল করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথম ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ৬০ গোলের নজির ছুঁয়েছেন।

মাত্র ১ গোলে পিছিয়ে থাকলেও বায়ার্নের বিরুদ্ধে সেল্টিকের কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন হতে চলেছে। জার্মানিতে তাদের অতীত পারফরমেন্সও যথেষ্ট খারাপ। চলতি মরশুমে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৭-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্রেন্ডন রজার্সের দলকে। তবে ঘরোয়া লিগে দুরন্ত পারফরমেন্সই সেল্টিকের একমাত্র আশা। স্কটিশ লিগে শেষ ম্যাচে ডান্ডি ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সেল্টিক এবং ২৬ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে।

মিলানকে ফাইনালের মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে : ইব্রাহিমোভিচ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে এসি মিলান নামবে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে। প্রথম লেগে ০-১ গোলে হেরেছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি। তাই দ্বিতীয় লেগে ফাইনালে খেলার মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে বলে মনে করছেন মিলানের উপদেষ্টা জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ। তাঁর মন্তব্য, 'এই ম্যাচ ফাইনালে হিসেবেই ধরতে হবে। ভালো খেলতে হবে। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জিততে হবে।' মিলান ডিফেন্ডার ফিকায়ো তোমোরি বলেছেন, 'শুরুতে গোল খেলেও ফোকাস ধরে রাখতে হবে। বিশ্বাস হারালে চলবে না।'

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এসি মিলান বনাম ফেনুর্দ
রাত ১১.১৫ মিনিট

বেনফিকা বনাম মোনাকো
আটালান্টা বনাম ক্লাব ব্রাগ
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম সেল্টিক
রাত ১.৩০ মিনিট

সোনি টেন নেটওয়ার্কে

সেল্টিক ম্যাচের প্রস্তুতিতে বায়ার্ন মিউনিখের টমাস মুলার। সোমবার।

ডব্লিউপিএলে আজ

গুজরাট জায়েন্টস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

স্মৃতি-রেণুকার দাপটে জয় বেঙ্গালুরুর

ভদোদরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গুজরাট জায়েন্টস ২০১ রান তুললেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছিলেন রেণুকা সিং ঠাকুর। সোমবার বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় ম্যাচে শুধু কৃপণ বোলিং নয়, তিন উইকেট শিকার করে রেণুকা (২৩/৩) ব্যাকফুটে ঠেলে দেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন জর্জিয়া ওয়েরহ্যাম (২৫/৩) ও কিম গার্থ (১৯/২)। ত্রয়ীর দাপটের মাঝে জেমিমা রডরিগেজ (৩৪) কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। মেগ ল্যানিংয়ের (১৭) সঙ্গে তিনি দ্বিতীয় উইকেটে ৫৯ রানের জুটিও গড়েছিলেন। তারপরও দিল্লি ১৯.৩ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়।

রানতাড়ায় নামার পর অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৪৭ বলে ৮১) ও ড্যানি ওয়াট-হজ (৪২) ম্যাচে ফেরার কোনও সুযোগ দেননি দিল্লিকে। ওপেনিং জুটিতে তাঁরা ১০৭ রান তুলে দেন। আরসিবি ১৬.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়। রিচা ঘোষ ৫ বলে ১১ রানে অপরাজিত থাকেন।

শারজায় মহিলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শারজায় পিঙ্ক লেডিজ কাপে খেলবে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। টুর্নামেন্ট হবে ২০ থেকে ২৬ জানুয়ারি ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে। এই টুর্নামেন্টে ভারত খেলবে জর্ডন (২০ ফেব্রুয়ারি), রাশিয়া (২৩ ফেব্রুয়ারি) ও কোরিয়া রিপাবলিকের (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিপক্ষে। ভারতীয় দল অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দল শারজা যাবে ১৮ তারিখ। দলের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী এদিন ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেন।

দলে যাঁরা সুযোগ পেলেন

গোলকিপার ঃ এলেঙ্গবান পানথোই চানু, পায়েল বাসুদে, শ্রেয়া হুডা

ডিফেন্ডার ঃ অরুণা বাগ, কিরণ পিসদা, মার্টিনা থকচোম, নির্মলা দেবী, পূর্ণিমা কুমারী, সঞ্জু, সিল্কি দেবী, সুইটি দেবী

মিডফিল্ডার ঃ বাবিনা দেবী, ড্যাংমাই গ্রেস, মৌসুমি মুর্মু, প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই, প্রিয়াংকা দেবী, রতনবালা দেবী

স্ট্রাইকার ঃ করিশ্মা শিরভোইকর, লিন্ডা কম, মনীষা, রেণু, সন্ধ্যা রঙ্গনাথন ও সৌম্যা গুগুলোথ।

পাকিস্তান ফেভারিট : মহম্মদ ইউসুফ

যুবরাজের ভরসা শুভমান-সামি

নয়াদিল্লি ও লাহোর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বুধবার শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। বৃহস্পতিবার রোহিত শর্মার ভারতের প্রথম ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

এসবকে ছাপিয়ে এখন থেকেই রবিবারের মহারণের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেট দুনিয়ায় ভারত-পাক মহারণের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে চলছে আলোচনা ও জল্পনা। কেউ এগিয়ে রাখছেন টিম ইন্ডিয়াকে। আবার কারও বাজি পাকিস্তান। ইমরান খানের দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ ইউসুফ যেমন আজ এক ইউটিউব চ্যানেলে দাবি করেছেন, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রবিবারের মহারণে ফেভারিট পাকিস্তান। কেন? নিজের মতো করে যুক্তি দিয়ে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ইউসুফ বলেছেন, 'ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজে দল হিসেবে দারুণ খেলেছি আমরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে আমাদের দল হিসেবে ছন্দ ধরে রাখতে হবে। বর্তমান পাকিস্তান দলের যা ভারসাম্য ও শক্তি, আমি বিশ্বাস করি ভারতকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে তো বটেই, আমার মনে হয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেভারিট দল পাকিস্তান।'

> রবিবার দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। আর সেই ম্যাচে পাকিস্তানই জিতবে বলে আমার বিশ্বাস। ব্যাট হাতে ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান করবে বাবর। আর বল হাতে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙবে শাহিন।
>
> **শাহিদ আফ্রিদি**

প্রাক্তন পাক অধিনায়কের পর্যবেক্ষণ বাস্তবে সফল হবে কি না, আগামী রবিবারই প্রমাণ হয়ে যাবে। তার আগে আজ সমাজমাধ্যমে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে যুবরাজ সিং ও শাহিদ আফ্রিদির জোরদার লেগে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা যুবরাজের মনে হচ্ছে, রবিবারের ভারত-পাক মহারণে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দেবেন শুভমান গিল। আর বল হাতে ম্যাচ জেতাবেন মহম্মদ সামি। অন্যদিকে, আফ্রিদির মনে হচ্ছে পাকিস্তান জিতবে রবিবারের মহারণ। আর সেই ম্যাচে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি রান করবেন বাবর আজম। আর বল হাতে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙবেন তাঁর জামাই শাহিন শা আফ্রিদি। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের কথায়, 'রবিবার দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। আর সেই ম্যাচে পাকিস্তানই জিতবে বলে আমার বিশ্বাস। ব্যাট হাতে ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান করবে বাবর। আর বল হাতে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙবে শাহিন।'

আফ্রিদির মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন যুবরাজ। প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডারের মনে হচ্ছে, রবিবারের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া নিশ্চিত ফেভারিট। যুবরাজের কথায়, 'রবিবার ফেভারিট হিসেবে ভারতই শুরু করবে। আর দলের হয়ে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি রান করবে শুভমান। বল হাতে পাকিস্তানকে ভাঙবে সামি। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।' প্রাক্তনদের পূর্বাভাসের যুদ্ধের আবহে রবিবারের ভারত-পাক মহারণের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত কোন পথে যায়, সেটাই দেখার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে অনুশীলনে বাবর আজম।

পছন্দের খাবারের সন্ধানে কোহলি

দুবাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : একজন ডুবে নিবিড় অনুশীলনে। অন্যজন অনুশীলনে ডুবে থাকার মাঝেই পছন্দের খাবারের সন্ধানে!

দুবাইয়ে জমে উঠেছে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন। রবিবার প্রস্তুতির শুরুতেই আচমকা বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তবে সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে বাস থেকে নামার সময় তাঁর হাঁটুতে কোনও ব্যান্ডেজ ছিল না। তারপরও প্র্যাকটিসে তিনি সতর্ক ছিলেন।

আজ দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনে সবার নজরে ছিলেন জোরে বোলার মহম্মদ সামি। দলের বোলিং কোচ মরনি মরকেলের নজরদারিতে দীর্ঘসময় বোলিং চর্চা সারলেন সামি। ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টা দেখা গিয়েছে তাঁর বোলিং অনুশীলনে। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব থাকবে মহম্মদ সামির ওপর।

মরকেলের ক্লাসে সামি

বিদেশের মাটিতে সাফল্যের স্বপ্নে ডুবে থাকা ভারতীয় দলও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাধ্যমে নয়া শুরু চাইছে।

সেই লক্ষ্যপূরণ হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ব্যর্থতার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের জন্য রয়েছে একঝাঁক নির্দেশিকা। যার মধ্যে অন্যতম হল, দলের সঙ্গে পছন্দের রাঁধুনি নিয়ে বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বোর্ডের এমন নির্দেশের কারণেই বিরাট কোহলি তাঁর রাঁধুনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে তাঁকে এখন মাঠের বাইরে থেকে পছন্দের খাবার আনাতে হচ্ছে।

সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে বাস থেকে নামার সময় ব্যান্ডেজ ছিল না ঋষভ পন্থের হাঁটুতে।

গতকাল দুবাই ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শেষের দিকে এমন অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়েছে। যেখানে অনুশীলনের প্রায় শেষ পর্বে আচমকাই কোহলি দলের ম্যানেজার ও স্থানীয় এক ক্রিকেট কর্তাকে ডেকে নেন। তাঁদের পছন্দের খাবার নিয়ে আসার অনুরোধ করেন। দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিছু সময় পর ভারতীয় দলের অনুশীলনের শেষে দেখা যায়, বিরাট মাঠের ধারে প্যাকেট থেকে বার করে কিছু খাবার খাচ্ছেন। এমন দৃশ্য থেকে স্পষ্ট, অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি হওয়া নির্দেশিকা দলের অন্দরে ভালোরকম প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের একটি অংশ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এভাবে বাইরে থেকে পছন্দের খাবার মাঠে আনিয়ে বোর্ড ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে বিশেষ বার্তা দিতে চাইছেন বিরাট।

গোলের পর নেইমার।

স্যান্টোসের হয়ে গোল পেলেন নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্যান্টোসের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে গোলের দেখা পেলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে সাও পাওলোর বিরুদ্ধে ১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন তিনি। স্যান্টোস ম্যাচটি জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে।

গোল পেলেও পুরো সময় মাঠে ছিলেন না এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। এমনিতেই দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। সৌদি প্রো লিগের দল আল হিলালের হয়ে প্রায় পুরো সময়টাই চোটের জন্য মাঠের বাইরে সময় কাটিয়েছেন তিনি। গত মাসে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি ভঙ্গ করে ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসে ফিরে এসেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, স্যান্টোসের হয়ে খেললেও ইউরোপে ফিরতে মরিয়া নেইমার। স্যান্টোসের সঙ্গে তাঁর ছয় মাসের চুক্তি রয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও একবার বার্সেলোনার জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করতে চান। ২০১৩ সালে স্যান্টোস ছেড়ে তিনি বার্সায় যোগ দেন। কাতালান ক্লাবটির হয়ে ১৮৬ ম্যাচে ১০৫ গোল করেছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে বার্সার ট্রেবল জয়ী দলের অন্যতম সদস্য নেইমার। তবে ২০১৭ সালে তিনি প্যারিস সাঁ জাঁ-তে যোগ দেন। আপাতত নেইমারের লক্ষ্য স্যান্টোসের হয়ে দুরন্ত পারফর্ম করা। যাতে নতুন মরশুমে তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

সিদ্ধান্তে অনড় ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা লিগে মঙ্গলবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ডায়মন্ড হারবার ম্যাচ। তবে আগের মতোই নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ডায়মন্ড। তারা জানিয়ে দিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের মতোই এই ম্যাচেও দল পাঠানো সম্ভব নয়। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা আগেই আইএফএ-কে জানিয়েছি ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। রবিবার আই লিগের ম্যাচ খেলে ফের মঙ্গলবার মাঠে নামা অসম্ভব।' ফলে সব মিলিয়ে কলকাতা লিগ নিয়ে জটিলতা অব্যাহত।

কেন বাদ, বুঝছেন না যশস্বীর কোচ

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ওডিআই ম্যাচ না খেলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ডাক।

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর আরও এক আইসিসি টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। যদিও শুরুর আগেই স্বপ্নভঙ্গ। টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের বাড়তি স্পিনার নেওয়ার ভাবনায় চূড়ান্ত দল থেকে বাদ। বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে দুবাইগামী দলে জায়গা হয়নি যশস্বী জয়সওয়ালের। যে পদক্ষেপের জুতসই কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না তরুণ ব্যাটারের কোচ জোয়ালা সিং।

এক সাক্ষাৎকারে যশস্বীর কোচ বলেছেন, 'আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজের পারফরমেন্সের সুবাদেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছিল। রোহিত শর্মাকেও একাধিকবার বলতে শুনেছি, যশস্বী খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। অথচ প্রাথমিক দলে থাকলেও চূড়ান্ত দলে কেন ওর নাম নেই, কারণ আমার বোধগম্য নয়। তবে নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত মানতে হবে। ওরা টিম কম্বিনেশন নিয়ে কী ভাবছে, কী চাইছে তাকে সম্মান জানানো প্রয়োজন। অল্প বয়স। আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে ওর সামনে। আবারও সুযোগ আসবে। যার অপেক্ষায় পরিশ্রম করে যেতে হবে যশস্বীকে।'

> অভিষেক ম্যাচ। ১৫ রানের চেয়ে হয়তো বেশি করতে পারত। কিন্তু ক্রিকেট এমনই। হাজারো চ্যালেঞ্জ। ওর কাছে ওডিআই ফরম্যাট নতুন করে শেখার মঞ্চ। ব্যর্থতা মানে নিজেকে নতুনভাবে তৈরির দরকার। প্রয়োজন নিজের স্কিলের উন্নতিরও। আমি নিশ্চিত, সুযোগ আসবে।
>
> **জোয়ালা সিং,** যশস্বীর কোচ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওডিআই-অভিষেকও হয়। যার হাত ধরে তিন ফরম্যাটেই জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর বৃত্ত সম্পূর্ণ। যদিও খুশিটা ক্ষণস্থায়ী। পরের দুই ম্যাচে জায়গা হয়নি। ছাঁটাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকেও। জোয়ালা বলেছেন, 'অভিষেক ম্যাচ। ১৫ রানের চেয়ে হয়তো বেশি করতে পারত। কিন্তু ক্রিকেট এমনই। হাজারো চ্যালেঞ্জ। ওর কাছে ওডিআই ফর্ম্যাট নতুন করে শেখার মঞ্চ। ব্যর্থতা মানে নিজেকে নতুনভাবে তৈরির দরকার। প্রয়োজন নিজের স্কিলের উন্নতিরও। আমি নিশ্চিত, সুযোগ আসবে। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তৈরি থাকতে হবে পরের সুযোগের জন্য।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নয়া ধাক্কা সরিয়ে রাখলে পারফরমেন্স গ্রাফ চোখে পড়ার মতো। ২০২৩ সালে অভিষেক। ২ বছরের মধ্যে টেস্টে দলের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছেন। ছাত্রের যে সাফল্যে গর্বিত জোয়ালা বলেছেন, '২০২৩ থেকে যেভাবে এগিয়েছে, আমি খুশি। অভিষেক টেস্টে ১০০। দ্বিশতরানও করেছে। গড়েছে একাধিক নজিরও। সফল অস্ট্রেলিয়া সফরেও। টেস্ট ফর্ম্যাটে যথেষ্ট সফল। বড় স্কোর রয়েছে টি২০-তেও। ওই সাফল্যে কোচ হিসেবে আমি গর্বিত।'

লাল কার্ড দেখার জন্য বেলিংহাম দায়ী : ফ্লিক

মাদ্রিদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ওসাসুনার বিরুদ্ধে রেফারির সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেছেন রিয়াল তারকা জুডে বেলিংহাম।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, রেফারির উদ্দেশে তিনি অশ্লীল কথাবার্তা বলেছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রিয়াল তারকা। এদিকে, বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক মনে করেন, বেলিংহামের দোষ রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এই ঘটনার জন্য বেলিংহাম নিজেই দায়ী। আমি সবসময় খেলোয়াড়দের বলি রেফারির সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট না করতে। কারণ, একমাত্র দলের অধিনায়ক কেবল রেফারির সঙ্গে কথা বলতে পারেন। রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখে দলকে বিপদে ফেলার কোনও মানে হয় না।'

৪ উইকেট রাহুলের

ম্যাচের সেরা রাহুল সাউ।
ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১৮ রানে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে দিনহাটা ৩১.২ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। শুভঙ্কর ভৌমিকের অবদান ৩১ রান। অরিন্দমকুমার সেন ৫৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে শংকর ২৬.১ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায়। অনীক পাল ৪৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাহুল সাউ ২৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে নিউটাউন ইউনিট ও রাজারহাট ফ্রেন্ডস ইউনিট।

লেজেন্ড লিগে জয়ী এনবিসি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে সোমবার এনবিসি ক্লাব ৫৬ রানে শান্তিনগর মাদার ইন্ডিয়া ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে এনবিসি ১১৮ রানে অল আউট হয়। জবাবে মাদার ইন্ডিয়া ৬২ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা তাপস নার্জিনারি।

উত্তরের খেলা

জয়ী বিবেকানন্দ

তুফানগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বিবেকানন্দ ক্লাব ১৬৮ রানে বালাকুঠি সৎসঙ্গ ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে বিবেকানন্দ প্রথমে ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৭ রান তোলে। ৭০ রান করেন নীলাঞ্জন রায়। জবাবে বালাকুঠি ২০.৪ ওভারে ৮৯ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা স্নেহাশিস ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও সিনিয়ার ক্রিকেট ইউনিট।

জিতল এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ওডিশায় ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের হ্যান্ডবলে সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) ২৭-০ পয়েন্টে সিধু কানু ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। পরে এনবিইউ ২৬-৫ পয়েন্টে কল্যাণী ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে জয় পায়। এর ফলে এনবিইউ প্রতিযোগিতার মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। মঙ্গলবার এনবিইউ সেমিফাইনালের লক্ষ্যে নামবে।

আবীরের ৭৯

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চন্দননগরে অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃজেলা ক্রিকেটে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে সোমবার জলপাইগুড়ি টসের মাধ্যমে চন্দননগরকে হারিয়েছে। চন্দননগর প্রথমে ২৩৪ রানে অল আউট হয়। রথীজিৎ মুখোপাধ্যায় ৬৭ রান করে। শুভ্রদীপ পাল ৩৯ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়িও ২৩৪ রানে থামে। ম্যাচের সেরা আবীর ঘোষ ৭৯ রানে অপরাজিত থাকে। অর্চিষ্মান দাস ও সৌমাল্য সিনহা ৩ উইকেট পেয়েছে। স্কোর সমান হওয়ায় টসের মাধ্যমে জলপাইগুড়িকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

মহিলা ক্রিকেট শুরু

ম্যাচের সেরা শিখা সরকার।
ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেট সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৩ উইকেটে জলপাইগুড়ির আরএসএ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। আরএসএ টসে জিতে ৭ উইকেটে ১২০ রান তোলে। অবন্তিকা রায় ৪২ ও মর্জিনা খাতুন ৩২ রান করেন। জবাবে দাদাভাই ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শ্রাবণী পাল ৪২ রান করেন। মৌমিতা সরকার ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন তাদের মর্জিনা খাতুনও (১৭/৩)।

অন্য ম্যাচে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২ উইকেটে কোকরাঝাড় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। কোকরাঝাড় টসে জিতে ১৭.৩ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। আশিকা দেবী ২২ রান করেন। ম্যাচের সেরা শিখা সরকার ১২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে রেইনবো ১৯.১ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। গার্গী অধিকারী ২৩ রান করেন। মীরজুফা বেগম ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা সুনিত মল্লিক - কে 09.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67K 07841 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কারোর বয়স যতই হোক না কেন ডিয়ার লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার সুবর্ণ একটি সুযোগ প্রদান করছে। আমি সবাইকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবো, কারণ এটি সাধারণ মানুষের জীবনকে খুব আশ্চর্যজনক উপায়ে পরিবর্তন করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।